নিত্যানন্দ-চরিত

ভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সভ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য,
নবদ্বীপ বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষিণী সভার মেম্বর এবং
"শান্তিপথ," "পল্লীচিত্র," "আত্মপ্রত্যয়" ও "ব্রহ্মজ্ঞান" প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৩[illegible]

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কার্ত্তিক প্রেস
৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

গ্রন্থকারের নিবেদন

সে আজ চারিশত বৎসরের অধিক কালের কথা। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মহাপুরুষের বিরহ-তপ্ত হৃদয়ের প্রেমপূর্ণ আকুল আহ্বানে ভারতবাসীর ধর্ম্ম জীবন মাতিয়া উঠিয়াছিল, যাঁহার অজস্র করুণা বর্ষণে তৃষ্ণাতুর বঙ্গদেশ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, যাঁহার মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি ও ভুবন-মঙ্গল হরি-সংকীর্ত্তনে নদীয়া নগরী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁহার অমানুষিক দৈবতেজ দর্শনে সার্ব্ব-ভৌম প্রমুখ মহৎ হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল, কালচক্রে সে মহীয়সী মূর্ত্তি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সে আনন্দোৎসব থামিয়া গিয়াছে, বৈষ্ণব সমাজের সে উদ্দাম প্রেম, উদ্দণ্ড নৃত্য অবিরাম অশ্রুধারা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু খোলকরতালের সেই অস্ফুট মধুরধ্বনি আজও বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে সেই পবিত্র প্রেমের অক্ষয় স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। অদ্যাপি সেই বিশ্বজনীন প্রেমের নির্ম্মল প্রবাহ জড়জগতের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সাধুহৃদয়ে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাই জীবিকা-সঙ্কটের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও ভারতীয় হিন্দুগণ সেই বিশ্বপ্রেমিকের আনন্দ-হিল্লোলিত-ভক্তি-ভঙ্গিম মনোহর মূর্ত্তির ধ্যান করে, তাঁহার অতীত জীবনের আলোচনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, সেই লীলারহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এই ধর্ম্মপ্রাণতাই ভারতবাসীর সম্বল, হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি, ভারতের গৌরব। বিগত ১৩১২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস "ভাত্রা, আড়রা-কুমেদ শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মসভার" নির্দ্দেশ অনুসারে আনন্দ বাজার পত্রিকায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিতাখ্যায়কে পুরস্কার দানের জন্য একটী বিজ্ঞাপন

প্রকাশিত হয়, বহুকাল পরে ধর্ম্মবীর নিত্যানন্দের জীবন-চরিত প্রণয়ন জন্য বৈষ্ণব সমাজের করুণ নেত্র নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মহতী আশা সঞ্চাত হইল। এই সময় আমার অনেক বন্ধু নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, একবার মনে করিলাম আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা ও বিড়ম্বনা মাত্র; আবার ভাবিলাম অকৃতকার্য্য হইলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ফলে এই হইল বিজ্ঞাপন পাঠে নিত্যানন্দ-চরিত প্রণয়ন জন্য যে ক্ষীণ আশা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, বন্ধুবর্গের উৎসাহবাণীতে তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; কাজেই নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার অদমনীয় লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। অবশেষে দীনতার সহিত শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনে যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল তাঁহার চরণপ্রান্তে এ অধমের অসম্পূর্ণ আশা ও আনন্দ রাখিয়া অযোগ্যতার বাধাসত্ত্বেও (উদ্বাহুরিব বামনঃ) পুস্তক লিখিতে উদ্যত হইলাম। একে যোগ্যতার অভাব, তাহাতে আবার জীবন সংগ্রামের কঠোর তাড়নায় চাকুরীগত জীবনের অনবসর এই দুই কারণে আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রন্থ শেষ করিতে পারিলাম না, অগত্যা ধর্ম্মসভার নিকট আরও কিছু সময় প্রার্থনা করিলাম, সভ্য মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মঞ্জুর করিলেন। ক্রমাগত নয়মাস কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে গ্রন্থ শেষ করিলাম, এবং পুস্তক পরীক্ষকগণের নিকট পাঠাইলাম। পরে জানিতে পারিলাম ভগবৎ কৃপায় মৎপ্রণীত 'নিত্যানন্দ-চরিত' পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে এবং "ভাদ্রা আড়রাকুমেদ শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মসভা"

নির্দ্দিষ্ট সুবর্ণ পদক পুরস্কার দান করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া-, বলা বাহুল্য, ইহা গ্রন্থকারের পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নাই।

এই পুস্তক চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল ও -রত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের ছায়া লইয়া রচিত হইয়াছে। ানন্দ-চরিত লিখিতে যাইয়া অনেক স্থলেই চৈতন্য-চরিত লিখিতে ; হয় ত কেহ কেহ ঐ সমুদয় অংশকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, কারণ চৈতন্য-চরিত ত্যানন্দ-চরিত যুগপৎ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, কাজেই চৈতন্য-া বাদ দিয়া নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার উপায় নাই।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সাধারণে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন কি না জানি না, কারণ ইহা ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও স্বাধীন মতের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে; কিন্তু তিনি যে একজন ঐশী-শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ এবং ধর্ম্ম-জগতে যে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মত-বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

চিত্রকর ও চরিত লেখক উভয়ই চিত্রকর। সুনিপুণ চিত্রকর যেমন আপনার অসাধারণ যোগ্যতাবলে যে কোন মূর্ত্তিকেই সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া লোকরঞ্জন করিতে পারেন, সুদক্ষ চরিত-লেখকও সেই-রূপ স্বীয় লিপি-চাতুর্য্যে মনোহর জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়া পাঠক-গণের সন্তোষ বিধান করিতে পারেন। এই আশাতেই "ভাদ্রা আড়রা-কুমেদ শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মসভা" নিত্যানন্দ চরিতাধ্যায়ককে শ্রীল শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয়ের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া অমিয় নিমাই চরিতের ন্যায় মধুর ভাষায় নিত্যানন্দ-চরিত প্রণয়ন জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, শিশির বাবুর ন্যায় যোগ্যতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সাহিত্যিক প্রতিভা

এই গ্রন্থকারের কিছুই নাই। বলিতে কি শিশির বাবু অমিয়
চরিত প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে একরূপ নবযুগের অবতার
করিয়াছেন; কাজেই প্রাগুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার ন্যায় যোগ
প্রদর্শন করা মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যে একান্তই অসম্ভব
সন্দেহ নাই।

তবে ভরসা মাত্র এই যে, যে মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবন-চর্যা
লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা ভক্তিরসে সুপরিণত ও মাধু
ভাষা দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলেও সহৃদয় পাঠকগণ ইহাকে বিষয় গৌরবে
দীপ্তিমান ও সদ্য উদ্বোধিত হৃদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল বলিয়া
মনে করিবেন। অবশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই, যাঁহাদের অনুকূ
মন্তব্য ও উৎসাহবাণী এই গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে, তাঁহাদে
নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪২৩, ২০শে বৈশাখ,
বুতনী, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

বিনীত—
শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গ পত্র

দেব শ্যামসুন্দর !

অন্তে অনন্তের জ্ঞান প্রকটিলে নাথ,

নিরাকারে সাকারের অমিয় প্রপাত,

সৃজিছেন পিতৃদেব, তব রূপ রাশি ;

জ্ঞানাতীত অসীমের অসীমত্ব নাশি।

ক্ষুদ্র নর তত্ত্ব তার জানে নাই কভু,

প্রতিনিধি রূপে ছিলে জগতের প্রভু।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ মাখি।

পরোক্ষেতে আত্মতত্ত্ব গুপ্তভাবে রাখি।

পিপাসা সম্বল দিয়ে জীবনের পথে,

অকালে পশেছ হায় অমর পুরেতে ;

অগণ্য—অনন্ত ঋণে জড়িত তনয়,

কিবা দিবে প্রতিদান তার বিনিময় ?

তবে— জানি দেব, আদরের নিতাই-চরিত,

বহিত তোমার বুকে পীযুষ-সরিৎ ;

তাই তাত, করে ঢেলে দিতে সুধাধার,

দাঁড়ায়ে তোমার "যগি" লও উপহার।

প্রণত পুত্র

শ্রীগ্রন্থকার।

প্রার্থনা

কেমনে পাইব তোমা
তুমি নাথ, প্রেমময়,
নরকের কীট আমি
অপবিত্র এ হৃদয়।
সতত ডুবিয়া আছি
পাপের পঙ্কিল নীরে।
তোমাকে পাইতে প্রিয়,
কাম-পাপ টেনে ধরে।
দাও গো শকতি নাথ,
ভকতির সূতা দিয়া।
বাঁধিব শকত ক'রে
আপনার নত হিয়া।
দেহ-কূপে কাম-কীট
হবে সদা ওতপ্রোত।
নবীন প্রেমের পথে
বহিবে জীবন স্রোতঃ।
ফুটিয়া উঠিবে চোখে
তোমার মধুর ভাতি।
একে একে কু বাসনা
লুকাইবে রাতারাতি।

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর।
তুমি মোরে দাও ভাষা
তুমি মোরে দাও সুর।
তুমি মোর চিতে দাও
নূতন ঝঙ্কার তুলে।
তড়িৎ-প্রবাহে ডুবি
জগৎ যাই গো ভুলে।
নয়নের কাছে প্রভু,
সতত বেড়াও আঁচে।
গড়িব মূরতি তব
ঢেলে এই হৃদি ছাঁচে।
রাখিয়া চোখের বুকে
নবীন নীরদ রূপ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম
বিভূষিত বিশ্বভূপ।
পূজিব হৃদয় ভ'রে
বাসনার আছে রুচি।
তুমি যদি দাও মোরে
চিত্তের বিশুদ্ধ শুচি।

জানি দেব, কাল-চক্র
অচল কখনো নয়।
তোমার আদেশে সদা
সে গাহে বিশ্বের জয়।
নির্ব্বাণ মুকতি পথে
মানব যেতেছে স'রে।
আমি কিন্তু পড়ে আছি
সে বর্ত্মের বহু দূরে।
নাহি পূরি অত আশা
হৃদয়ের অন্ত ভাগে।
জানি তুমি শক্তীশ্বর
সোহহং এর পূর্ণ যাগে।
আহুতি না দিব দেহ
আমি যে শকতি হীন।
আমি চাই তব পদে
হে নাথ, হইতে লীন।
পূর্ণ কর অভিলাষ
শ্রীচরণে নিবেদন।
হয় যেন শান্তিময়
কর্ম্ম-ক্লিষ্ট এ জীবন।

নিত্যানন্দ-চরিত

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্,
ভক্তানুকম্পাধৃত বিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যাম্
তং নিত্যানন্দং শিরসা নমামঃ ॥

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও শৈশব

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষদিগের লীলা-ক্ষেত্র। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্র কৃতার্থ করিয়াছেন। যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবন-চরিত আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার সুনাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে ভক্ত-হৃদয় অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবন-চরিত

আলোচনা করিলে পুণ্য লাভ হয়, এজন্য যিনি ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং অধম জীবগণের শুষ্ক-হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন,—আমরা সেই বৈষ্ণবগণের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ অনন্তাবতার মহাত্মা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মধুর জীবন-চরিত বঙ্গীয় পাঠকদিগের করকমলে উপহার দিবার কামনা করিয়াছি। নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে দেশে, যে জাতিতে ও যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার মধ্যে মৌরেশ্বর থানার অধীন একচাকা নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে ওঝা উপাধিধারী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায় অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। এই পরিবারেই শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয়। এই গ্রামের অস্তিত্ব এখন লুপ্তপ্রায়। তথায় যাইতে হইলে লুপলাইনে মল্লার-পুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। একচাকা গ্রাম উক্ত ষ্টেশন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। একচাকা বক্রেশ্বর গ্রামের নিকটবর্ত্তী; তথায় বক্রেশ্বর নামে একটী শিবের মন্দির আছে। পুরাকালে পাণ্ডবগণ যখন বনবাসে গমন করেন, তখন তাঁহারা কিছুদিন উক্ত গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন এবং কয়েকজন অসুরকে বধ করেন। এই গ্রামের একচক্রের শিব-পার্ব্বতীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্ব্বকালে এই গ্রামটী অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং তথায় নানাজাতিয় সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল। সেখানে সর্ব্বদাই সংস্কৃতের চর্চ্চা হইত। প্রবাদ আছে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই একচাকা গ্রামে বলরামের অবতার হইবে, কিন্তু আমি অল্পায়ুঃ, আমার

ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ঘটিবে না।” ফলতঃ যথাসময়ে এই ভবিষ্যৎবাণী কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বহুদিন পূর্ব্বে এই পরিবারে যে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দের জীবনে তাহা বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষরূপে সম্যক্ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের পিতামহ সম্পত্তিশালী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী।

“অতি অর্থবন্ত ওঝা প্রধান সর্ব্বাংশে।
যজমানে স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষে॥
পূর্ব্ব ঋষি প্রায় সে সকল ক্রিয়া তাঁর।
বিপ্রের লক্ষণ যত তাঁহাতে প্রচার॥”

ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের খ্যাতি ওঝা ও গাঁই সুন্দরামল্ল বন্দ্যঘাটি। যদিও ইঁহারা কুলমর্য্যাদায় ততদূর উচ্চস্থানীয় নহেন, তথাপি ধন-গৌরবে ও চরিত্রগুণে নিত্যানন্দের পিতামহ সর্ব্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

আজকাল নিত্যানন্দ প্রভুর বংশগত মৌলিকতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখা যায়। নিত্যানন্দের পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী, পিতার নাম হাড়াই ওঝা, নিত্যানন্দ-বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (বড়াল) বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

যাহা হউক এ বিষয়ে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করা গেল। ভরসা করি

ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণের সন্দেহ দূর হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী; অস্মদ্দেশে বন্দ্যঘাটী গ্রামী (গাঁই) ব্রাহ্মণগণ কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়া বংশজত্ব লাভ করিলেই তাঁহারা বাঁড়ুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী সে শ্রেণীর বংশজ ছিলেন না, তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সন্দিগ্ধ শ্রোত্রীয় সিন্দুরামল্ল গ্রামী (গাঁই) ব্রাহ্মণ ছিলেন। "ওঝা" তাঁহাদের কৌলিক উপাধি নহে। সাধারণতঃ লোকে হাড়াই পণ্ডিতকে ওঝা বলিয়া ডাকিত।

নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমতঃ সিন্দুরামল্ল বন্দ্যঘাটী গ্রামী ছিলেন, কিন্তু তৎপরে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত বহুদিন তীর্থপর্য্যটন করায় সাধারণ লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিত। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে জাতিনাশ ঘটে; এই জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে পুনরায় তাঁহার সংস্কার করাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তারপর বীরভদ্র প্রভুর জন্ম হইলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত গাঁইর পরিবর্ত্তে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (গাঁই) বলিয়া প্রচার করেন। যদিও নিত্যানন্দ প্রভু ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে নিষেধ বা বিধি কিছুরই আবশ্যকতা নাই তথাপি লৌকিক জগতে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই কুলাচার্য্যগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়, যথা :—

"নিতাই তনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥

সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই ॥
বংশ গাঁই হ'লে করি কুল অপচয়।
উদাসীন হ'লে কভু জাতি নাহি রয় ॥
উভয় বর্জ্জনে বীর শঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল ॥"

কুলকল্পতরু।

"কশ্চিৎ বড়ালঃ, কশ্চিৎ সিন্দুরামল্ল বন্দ্যঃ,
ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী শঙ্কেতঃ ॥"

তদবধি বীরভদ্র প্রভুর সন্তানগণ আপনাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হাড়াই পণ্ডিতের অন্যান্য বংশের সন্তানগণ (যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়দেশে বাস করিতেছেন) তাঁহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন।

সুন্দরামল্ল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান তাহাতে মাত্রই ছিল না। কখনও অধর্ম্মাচরণ করিয়া ধনলাভের প্রয়াসী হইতেন না। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যসকল বিশ্বাস ও ভক্তিমূলক ছিল। এজন্য সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিত। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ঈশ্বর চিন্তায় কখনও বিরত থাকিতেন না।

পৃথিবীতে অবিমিশ্রসুখ দুর্ল্লভ। যদিও ওঝা সকল বিষয়েই সুখী ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার একটী প্রধান মানসিক কষ্ট এই ছিল যে, সন্তান হইয়াই মরিয়া যাইত। এই দুঃখে তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা রজনী-

যোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, জনৈক মহাপুরুষ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন "বৎস! তুমি অনর্থক চিন্তা করিও না, অতি সত্বরেই তোমার একটী পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রদ্বারাই তোমার বংশ উজ্জ্বলীকৃত হইবে।" এই স্বপ্ন দেখিয়া ওঝা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন না। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হইল। পুত্র হইয়াই মারা যাইত, এজন্য এই পুত্রটিকে পার্ব্বতী ও শঙ্করের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া পুত্রের নাম 'হাড়াই' রাখিলেন। ইঁহার অপর নাম মুকুন্দ।

নিম্নোক্ত শ্লোকেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা:—

"তথা পদ্মাবতী শ্রীল মুকুন্দো দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দ স্বরূপস্য পিতরাবতুল শ্রিয়ৌ॥"

বৈষ্ণব-বিধান।

হাড়াই ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার একটী পুত্র; বিশেষতঃ বড়ই আদুরে, এজন্য ওঝা নিকটস্থ এক গ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুশীলা পদ্মাবতীর সহিত অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হাড়োর পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। হাড়ো মহা সমারোহের সহিত তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হাড়ো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতায় সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

**"সর্ব্বশাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত।
হাড়াই পণ্ডিত নাম হইল বিদিত॥"**

হাড়াই পণ্ডিতের পত্নী পদ্মাবতীও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে সংসারের ভার স্কন্ধে পতিত হইল; কিন্তু তিনি সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও ভগবচ্চিন্তা হইতে কখনও বিরত হইতেন না। পতির প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। ব্রত, পূজা, আতিথ্য, উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মানুমোদিত কোন কার্য্যেই তাঁহার আলস্য ছিল না। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে তিনি বিশেষ ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হাড়াই পণ্ডিত শাক্ত ছিলেন, কিন্তু নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয় যে, হাড়াই পণ্ডিত এবং তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

"অনন্য বৈষ্ণব বিষ্ণু-ভক্তি-তত্ত্ব জ্ঞাতা।
পরম বৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
সে দোঁহার চরিত কহিতে সাধ্য নয়।
জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয়॥
প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার।
অতি প্রীতি বিষ্ণু আরাধনায় দোঁহার॥"

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। পদ্মাবতীর গর্ভে সন্তান হয় না দেখিয়া হাড়াই পণ্ডিত কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। যদিও সাংসারিক কার্য্যে এবং ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন বটে তথাপি যেন কি রকম একটা অশান্তিতে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। ইহা ১৩৯৫ শকের কথা। এই সময় পদ্মাবতী একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে "বৎসে! তোমার বহুপুণ্যের ফলে ভগবান্ পাপিগণের উদ্ধারের

জন্য পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।" পদ্মাবতী এই স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিতা হইলেন। সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন না। পর দিবস হাড়াই পণ্ডিতের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পতিপত্নী উভয়েই যুগপৎ হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে পদ্মাবতীর গর্ভ হইল। গর্ভাবস্থায় হাড়াই পণ্ডিত নানাপ্রকারে পদ্মাবতীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে শুভ-শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অমঙ্গল দূর হইল; একচক্র গ্রামের সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল।

"তের শত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লাত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥"

(অদ্বৈত প্রকাশ)

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ওঝাদম্পতীর আনন্দের সীমা রহিল না। যে প্রকার শশধর দর্শনে মহাসাগরের জল উচ্ছলিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে প্লাবিত করে, সেই প্রকার নব-প্রসূত শিশুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া হাড়াই পণ্ডিতের হৃদয়-কন্দর অপরিমিত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। একে নিতাই হাড়াই পণ্ডিতের প্রথম পুত্র, তাহাতে অনুপম রূপ, ইহা দেখিয়া পতিপত্নী উভয়েই আনন্দে বিভোর হইলেন।

নিত্যানন্দের ভুবনমোহন রূপে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল, যে দেখিল সেই তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল এরূপ ছেলে আমরা কখনও দেখি নাই। দিবাকরের

অণুপ্রবেশে চন্দ্রমা যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, হাড়াই পণ্ডিতের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নিত্যানন্দও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আকৃতিটী অতি সুন্দর, গায়ের রং কাঁচা সোণার ন্যায়, দেহ লাবণ্যময়, চক্ষু দুইটী আকর্ণ বিস্তৃত, মুখচন্দ্র সর্ব্বদাই সহাস্য, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার রূপ অসম্ভব। ইহা দেখিয়া পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিত। যে দেখিত সেই একবার কোলে না লইয়া ছাড়িত না। ক্রমশঃ নিতাই হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। কোল হইতে নামাইয়া দিলেই কোথায় যাইবেন তাহার ঠিক নাই, এ দিক ও দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শিশুটী পিতামাতার বড়ই আদরের ছিল, এজন্য তাঁহার প্রতি সকলেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে হাড়াই পণ্ডিত পুত্রের অন্নপ্রাশন ক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে নিতাইর অন্নপ্রাশনের যোগাড় করিলেন। পুত্রোৎসবে ওঝার বাড়ীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হইল। আত্মীয়গণ সকলেই নব-প্রসূত শিশুর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিতাই যেন সকলেরই পূর্ব্বপরিচিত। যিনি শিশুটীকে একবার কোলে লইতেছেন, তিনি আর কোল হইতে নামাইতেছেন না। ছোট বড় সকলেই তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে যথাকালে নিতাইচাঁদের অন্নারম্ভ ক্রিয়া মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর নামকরণ হইল। প্রথমতঃ নিতাইকে সকলে 'কুবের' বলিয়া ডাকিত, অন্নারম্ভের পর হইতে 'রাম, ও 'নিত্যানন্দ' এই দুইটী নামেই প্রায় সকলে তাঁহাকে ডাকিত।

ক্রমশঃ নিতাই হাঁটিতে শিখিলেন। নিতাই সর্ব্বদাই ধূলাখেলায় মত্ত থাকিতেন, এজন্য পদ্মাবতী অনেক সময় তাঁহাকে ভৎর্সনা

করিতেন; কিন্তু নিতাইর সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তিনি সুযোগ পাইলেই দৌড়িয়া গিয়া খেলার সাথীগণের সহিত মিশিতেন। পদ্মাবতী যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া ধূলা মুছাইয়া দিতেন, নিতাই আবার যাইয়া অমনি ধূলা মাখিতেন। কিন্তু নিতাইএর দেহ ধূলি-ধূসরিত হইলেও তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইত না, বরং এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত। এক এক দিন স্নান করিবার সময় পদ্মাবতী নিতাইএর সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখাইয়া দিতেন; কিন্তু যাঁহার গায়ের রং স্বভাবতঃই কাঁচা সোণার ন্যায়, তাঁহার আর হরিদ্রাতে অধিক সৌন্দর্য্য কি হইবে?

"পুত্রের রূপের লাগি হরিদ্রা মাখায়।
হরিদ্রা বিবর্ণ হয় সে অঙ্গচ্ছটায়॥"

নিতাইএর বয়স ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন খেলায় মত্ত হইতে লাগিলেন। মাতার ইচ্ছা যে পুত্র বাড়ীতে থাকিয়া ঘরে বসিয়া খেলা করে, কিন্তু নিতাই তাহা করেন না; নিতাই পাড়ায় যাইয়া বালকদের সহিত মিশিয়া ধূলাখেলা করেন। অনেক সময় পদ্মাবতী নিজেই পাড়ার বালকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খেলা করিতে দিতেন। পাড়ার বালকগণও নিতাইএর অত্যন্ত বাধ্য হইয়া ছিল, নিতাইএর নাম শুনিবামাত্র তাহারা দৌড়িয়া আসিত এবং সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত। নিতাই যাহা বলিতেন তাহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই করিত। শৈশবকালে নিতাই অত্যন্ত শান্ত ছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণও পাওয়া যায় যথা:—

"করিলেন খেলা আরম্ভ নিত্যানন্দ।
পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাই গন্ধ॥"

(ভক্তি-রত্নাকর)

যখন নিতাই পাড়ায় যাইতেন, তখন পদ্মাবতী তাঁহাকে লালপেড়ে নীলাম্বরী ("রক্তপ্রান্তনীল পট্ট ধড়া") পরাইয়া কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়া দিতেন। তখন নিতাইএর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত।

নিতাইএর খেলারও বিশেষত্ব ছিল। প্রায় বালকগণ যেরূপ ভাবে বাল্যকালে ক্রীড়া করে, নিতাই সেইরূপ খেলা করিতেন না। নিতাই ক্রীড়াচ্ছলে ভগবানের মধুর লীলার অভিনয় করিতেন। নিত্যানন্দ যে শ্রীভগবানের অবতার তাহা তাঁহার শৈশব-ক্রীড়া দৃষ্টেই সাধুগণ অনুমান করিতেন। একদিন নিতাই বাল্য-সখাদিগকে লইয়া দেবসভা করিলেন। কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর হইলেন। কোন বালক গান করিতেছে, কেহ স্তব করিতেছে, কেহ মন্ত্রপাঠ করিতেছে। এমন সময় একজন বালক স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল; "হে দেবগণ! আমি পৃথিবী, দৈত্যগণের উৎপীড়নে বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, এখন আর আমি এই কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না, আপনারা আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।" দেবগণ সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে জাগাইতে না পারিলে আর পৃথিবীর ভার কমিবে না। তখন সকলে নদীর তীরে গমন করিয়া নারায়ণের স্তব আরম্ভ করিলেন। নিতাই পূর্ব্ব হইতেই বালকদিগকে অতি সুন্দরভাবে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা নিতাইএর আদেশানুসারে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। একটী বালক পূর্ব্বেই গাছে উঠিয়া লুকাইয়া ছিল, সে তথা হইতে দৈববাণী করিল, "দেবগণ! ব্যস্ত হইও না, আমি শীঘ্রই মথুরায় যাইয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং দৈত্যগণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" পরে রজনীতে বসুদেব ও দৈবকীর বিবাহের অভিনয় হইল। তাহার

পর দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। বালকদিগের মধ্যে কেহ কৃষ্ণ, কেহ দৈবকী, কেহ বসুদেব এবং কেহ কংস সাজিলেন। বসুদেব এবং দৈবকী কংসের ভয়ে ভীত। ভেরেণ্ডা গাছ দিয়া কংসের কারাগৃহ প্রস্তুত হইল। গভীর রজনীতে রক্ষিগণ নিদ্রিত হইলে বসুদেব পুত্রকে নন্দঘোষের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তথা হইতে মহামায়াকে আনিলেন। দৈবকীর এই গর্ভের সন্তান কংসকে বিনাশ করিবে, এই ভয়ে কংস শিশু মহামায়াকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, জনৈক বালক দূরে থাকিয়া দৈববাণী করিল, "তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে হ'য়েছে সে।" এইরূপে কংসকে ভুলাইয়া যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে রক্ষিত হয়, তাহা সমুদয় শেষ হইল! ইহার পরে ব্রজলীলার অভিনয় আরম্ভ হইল। একটী বালককে পুতনা রাক্ষসী রূপে সাজান হইল এবং আর একটী শিশু শ্রীকৃষ্ণ হইয়া পুতনার স্তন্য পান কারতে লাগিল। একদিবস নল খাগড়ার একখানা গাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নিতাই মধ্যে মধ্যে গোয়াল-গৃহে যাইয়া মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, ইহাতে গোপ-পত্নীগণ নিতাইএর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইত না, যদিও কোন দিন কেহ রাগ করিয়া নিতাইকে ধরিতে যাইত, কিন্তু নিতাইএর সেই নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র দেখিলেই তাহারা অমনি ভুলিয়া যাইত। একদিন নিতাই বলিলেন, "সখাগণ! অদ্য কালীয়-দমন অভিনয় করিতে হইবে।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" নিতাই তখন একটী বৃহৎ সর্প তৈয়ার করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। বালকগণ এই নূতন ব্যাপারের নাম শুনিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

সকলে মহাব্যস্ত হইয়া কেহ পাতা, কেহ দড়ি, কেহ আকড়া, যে যাহা পাইল তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল। তখন নিতাই লতা

পাতা দ্বারা একটী বৃহদাকারের সর্প প্রস্তুত করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া সর্পকে নদীতে লইয়া গেল। নিতাই সর্পটীকে জলে ফেলিয়া দিলেন। বালকগণ সকলে কালীয়-দমন করার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া প্বড়িল।

"কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনে আসিয়া॥
কোনদিন তাল বনে শিশুগণ লইয়া।
শিশু সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া॥

(চৈতন্য ভাগবত)

বালকগণ কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন নিতাই নিজে যাইয়া পুনরায় তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। একদিন সকলে মিলিত হইয়া তালবনে প্রবেশ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া তাল পাড়িলেন, এবং উহা সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত খাইলেন। কোন দিন নিতাই শিশুগণ লইয়া দিবাভাগে বন-ভোজন করিয়া পথিমধ্যে বকাসুর, অঘাসুর ও বৎসাসুর বধ প্রভৃতি অভিনয় করিতেন। একদা নিতাই বাঁশ দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র দ্বারা আবৃত করতঃ উহা নিজ হস্তে ধারণ করিলেন এবং অন্যান্য বালকগণ স্তব করিতে লাগিল।

কোনদিন শিশুগণকে গোপীবেশে সাজাইয়া ব্রজলীলার অভিনয় করিতেন। একদিন নিতাই বালকদিগকে কহিলেন, "অদ্য গোপী দিগের বস্ত্রহরণ অভিনয় করিতে হইবে"। বালকগণ শুনিয়া অত্যন্ত

আনন্দিত হইল। কয়েকজন বালককে স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া নিজে কৃষ্ণ সাজিলেন। নদীর তীরে নিতাই একটী বৃক্ষে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে গোপীগণ জলে নামিয়াছে, কেহ বস্ত্র উপরে রাখিয়া জলে গিয়াছে, কেহ বা কলসী জলে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, নিতাই এই সুযোগে তাহাদের বসন চুরি করিলেন; তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। আর একদিন কংসের রাজসভা করা হইল। একজন বালক বৃদ্ধ নারদমুনি সাজিয়া আসিল, কংস মহর্ষি নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া অক্রূরকে রাম কৃষ্ণ আনিবার জন্য ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। অক্রূর ব্রজধামে আসিয়া রাম কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চলিলেন। পথিমধ্যে রজকের নিকট হইতে পরিধেয় বস্ত্র এবং কুব্জার নিকট হইতে সুগন্ধ মালা চন্দন গ্রহণ করতঃ চাণুর, মুষ্টিক, কুবলয় ইত্যাদি বধ ও কংসবধ করিয়া বালকগণ আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠিল। তারপর একদিন বামন হইয়া বলীকে ছলনা করিলেন।

"কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখে হাসে বালকের রঙ্গে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

অন্য একদিন সেতুবন্ধের অভিনয় করিলেন। নিতাই নিজে লক্ষ্মণ সাজিলেন, আর কয়েকজন বালক বানর সাজিয়া ভেরেণ্ডাগাছ কাটিয়া জলে সেতুবন্ধ করিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে একজন সুগ্রীব সাজিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পরশুরাম-পরাজয়, মেঘনাদ-বধ, লক্ষ্মণ-শক্তিশেল প্রভৃতি রামলীলার অভিনয় করিতেন। একদিন লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের অভিনয় কালে নিতাই স্বয়ং লক্ষ্মণ সাজিয়াছেন, অপর একজন বালক রাবণ

সাজিয়া পদ্মপুষ্পের তোড়া দ্বারা শক্তিশেল নির্ম্মাণ করতঃ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল "লক্ষ্মণ! আমি এই ভীষণ শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলাম, তুমি ইহা সংবরণ কর।" এই বলিয়া পদ্মফুল দ্বারা নির্ম্মিত শক্তিশেল নিতাইএর প্রতি নিক্ষেপ করিল, নিতাই অমনি শক্তিশেলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণের ভাবে ঢলিয়া পড়িলেন।

এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
(চৈতন্য ভাগবত)

ইহা দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ নিতাইএর মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নিতাইএর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না। এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া বালকগণ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বালকগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে নিতাই অচেতনাবস্থায় পড়িয়া আছেন, ইহা দেখিয়া পদ্মাবতীও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে ক্রমে পাড়ার সকল লোক আসিয়া জড় হইল। নিতাইএর অবস্থা দেখিয়া সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন একজন বালক বলিল "হনূমান ঔষধ দিলেই লক্ষ্মণ ভাল হইবে।" এই কথা শুনিয়া যিনি হনূমান সাজিয়াছিলেন, তিনি অমনি ঔষধ আনিতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই পথিমধ্যে কোন বালককে রাক্ষস, কোন বালককে গন্ধর্ব্ব, এবং কাহাকেও কুম্ভীর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। হনূমান যাইতে যাইতে ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে করিয়া লইয়া আসিল। হনুমানকে দেখিয়াই বালকগণ

"জয় রাম" ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন অন্য একজন শিশু বৈদ্যরূপে ঔষধ লইয়া নিতাইএর নাসিকার নিকট ধরিল, নিতাই অমনি "জয় রাম" শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিল। হাড়াই পণ্ডিত তখন পুত্রকে কোলে লইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং পুনঃ পুনঃ নিতাইএর মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। নিতাইএর এই প্রকার অমানুষিক বাল্যলীলা দর্শন করিয়া পাড়ার সকলেই চমৎকৃত হইত। এবং তাহারা আলোচনা করিত এ বালক মানুষ না দেবতা?

কেহ কেহ বলিত নিতাই, তুমি এ সব কোথায় শিখিলে? তখন নিতাই সহাস্যে বলিতেন "এ সব আমার লীলা"।

"হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা।":

এইরূপে নিতাই বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিত্যানন্দের উপনয়ন

"নিত্যঃ শ্রীরাধিকা নাম আনন্দং কৃষ্ণ বিগ্রহঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম নিত্যানন্দোঽভিধীয়তে॥"

নিতাই ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন, হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে যত্নবান হইলেন। নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে কাজেই প্রথমেই ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়া আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ খেলার সময় যেমন একাগ্রচিত্তে খেলা করিতেন, পড়িতে বসিলেও সেইরূপ অনন্যাকৃষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। নিতাই যেমন মেধাবী তেমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন।

"ব্যাকরণ আদিশাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ।"

(ভক্তি রত্নাকর)

এই সময়ে হাড়াই পণ্ডিত মহাসমারোহের সহিত নিত্যানন্দের উপনয়ন দিলেন। তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য ও ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নিতাই দণ্ড হস্তে সন্ন্যাসিবেশে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, প্রতিবেশিগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে নবীন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দান করিলেন।

"কি আনন্দ হৈল যজ্ঞোপবীত সময় ;
যে শোভা দেখিনু তাহা কহিলে না যায়।"
(ভক্তি রত্নাকর)

নিত্যানন্দ ক্রমশঃ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সুশীলতা দ্বারা অধ্যাপকের অনুগৃহীত এবং সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয় ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যেমন একাগ্রতা তেমনি অসাধারণ প্রতিভা কাজেই অধ্যয়নের ফলও অতি চমৎকার হইল। বস্তুতঃ ক্রিয়া সৎ-পাত্রে ন্যস্ত হইলেই সুফলপ্রদ হয়, অসৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে কখনও ফলপ্রদ হয় না। যথা :—

"ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি।"
(রঘুবংশম্)

অধ্যাপক, নিতাইএর পাঠোন্নতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই নিতাই পণ্ডিত সমাজে খ্যাতনামা হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক নিতাইএর অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ন্যায় চূড়ামণি" উপাধি প্রদান করিলেন। নিতাইএর যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

"ন্যায় চূড়ামণি ইঁহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি॥"

(অদ্বৈত প্রকাশ)

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হরিনাম প্রীতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেখানে হরিসংকীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন, নিতাই অমনি প্রেমে বিভোর হইয়া তথায় দৌড়িয়া যাইতেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। নিতাই যে উত্তরকালে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহা তাঁহার বাল্য জীবনেই সূচিত হইয়াছিল।

ইহা ১৪০৭ শকের কথা; এই সময় শুভ ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবসে চন্দ্রগ্রহণের দিনে পতিতপাবন শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। সুধাকরের বিমল জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইল, চতুর্দ্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, সুখ-সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, নবদ্বীপবাসিগণ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, নবদ্বীপ-চন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ জগন্নাথ মিশ্রের আলয় আলোকিত করিয়া সমস্ত নবদ্বীপ ছড়াইয়া পড়িল, ভক্তগণ মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। জগদানন্দের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, সকলেরই হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস। এই মহানন্দের দিনে বালক নিত্যানন্দের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিতাই বালক, তাঁহার এরূপ আনন্দের কারণ কি? এরূপ হর্ষোচ্ছ্বাস ত আর তাঁহাতে কখনও দেখা যায় নাই, তবে কি তাঁহার প্রাণাধিক নিমাইর জন্ম বিবরণ তিনি জানিতে পারিয়াছেন? নতুবা এরূপ মত্ততার কারণ কি? নিতাই থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীর হুঙ্কার করিতেছেন কেন? সেই গগন-স্পর্শী হুঙ্কারে যেন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, সাধারণ লোকে

ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল "এ বজ্রনির্ঘোষ" কেহ বলিল "মৌড়েশ্বর দেবের গর্জ্জন-ধ্বনি" কিন্তু নিত্যানন্দের হুঙ্কার কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না।

"যে দিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র ;
রাঢ়ে বসি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কার,
কত লোকে বলিলেক হইল বজ্রপাত।
কত লোক বলিলেক জানি সে কারণ,
মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন।"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিত্যানন্দ সর্ব্বদর্শী, কাজেই তাঁহার জানিতে কিছুই বাকী নাই। যাহার জন্য তিনি এতদিন ব্যাকুল ছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব জানিতে পারিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন।

এই সময় নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর কিন্তু বয়স কম হইলেও তাঁহাকে বড় দেখাইত। সকলেই তাঁহাকে প্রায় ষোড়শ বৎসরের বলিয়া অনুমান করিত। ইহার কিছুকাল পরে নিতাইএর মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করেন এবং হরিনাম গান করেন। পুত্রের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ওঝা দম্পতী কিছু চিন্তিত হইলেন। একদিন পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিতের নিকট নিতাইচাঁদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। হাড়াই পণ্ডিতও তাহাতে সম্মত হইলেন। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়গণ সকলেই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ

হইলেন। তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, মাতা পিতা জোর করিয়া সংসারাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, এখন কেমন করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, কি প্রকারে মমতা-শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া পালাইবেন, নিত্যানন্দ নির্জ্জনে বসিয়া সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সংসার যেন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশান্তিকর হইয়া উঠিল। এই সময় সহসা একটা অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

একদিন নিতাই হঠাৎ বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া হুঙ্কার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়া পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে পুত্রের এরূপ অবস্থা হইল কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। গ্রামের সকলকে ডাকিলেন, প্রতিবেশীরাও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সংজ্ঞা লাভের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে বহুক্ষণ পরে নিতাইএর চৈতন্য হইল। এই সমুদয় অমানুষিক ভাব দেখিয়া পদ্মাবতী বলিলেন "নিতাই, তোর এ ভাব হইল কেন?" তখন নিতাই বলিলেন "মা, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন কোন মহাপুরুষের সহিত তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছি। ইহার পরে কি হইয়াছে জানি না।" ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিত্যানন্দের লীলা বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই।

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিতাই কলিযুগে পাপিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি অন্তর্যামী, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র প্রসারিত; এ দিকে

নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? এখন কিরূপে দুই মহাশক্তির মিলন হইবে, কিরূপে দুই ভাই একত্র হইবেন, এই চিন্তাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, একদিন একটী সন্ন্যাসী হঠাৎ হাড়াই পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল গৌরকান্তি, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত বলিষ্ঠ শরীর, মস্তকে দীর্ঘ জটা-কলাপ, তেজোদৃপ্ত বদন, ভুবন ভুলান রূপ, দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অমানুষিক প্রভা বিদ্যুদ্বেগে বাহির হই-তেছে। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া বসিতে দিলেন ও নিজে জল আনিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিলেন। এদিকে নিতাই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। তিনি অমনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতেই নিতাইএর শরীর পুলকিত, কম্পিত এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। অমনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে লইলেন। নিতাইএর মুখে সারল্যের হাসি, সহিষ্ণুতার কোমল দীপ্তি ও প্রতিভার উজ্জ্বল আভা যেন লাগিয়াই আছে, ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সে রাত্রিতে সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহেই অবস্থান করিলেন। রজনীযোগে সন্ন্যাসীর সহিত হাড়াই পণ্ডিতের মধুমাখা কৃষ্ণ কথার আলোচনা হইল। অবশেষে প্রাতঃকালে প্রসঙ্গক্রমে সন্ন্যাসী বলিলেন "পণ্ডিত, তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে।" তখন হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দের পূর্ব্ব স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অমনি রুদ্ধকণ্ঠে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "যে আজ্ঞা হয় দাসকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।"

"ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥"

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়াছি, আমার সঙ্গে আর কেহ নাই, তোমার যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আছে, এই বালকটীকে কতকদিনের জন্য আমার সঙ্গে দাও। আমি ইহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিব, এবং সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করাইব; ইহার জন্য তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না।" এই কথা শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিত চিন্তিত হইলেন, যাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, যাঁহাকে তিল-মাত্র না দেখিলে অস্থির হন, এমন কি নিতাই যাহার সর্ব্বস্বধন কেমন করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিবেন এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। একদিকে সন্ন্যাসীবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, অন্যদিকে প্রিয়তম পুত্রের মমতাও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পুনরায় নিজে নিজেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি সন্ন্যাসীকে পুত্র না দিই তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। বিশেষতঃ আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে পুরাকালে মহাপুরুষগণ অনেকেরই পুত্ররত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। রামচন্দ্র রাজা দশরথের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, কিন্তু যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

তখন রাজা অম্লানচিত্তে রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র-করে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমারও আজ সেইরূপ ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে, যাহা হউক আমিও তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিব। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার পত্নীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিবরণ বলিলেন। পদ্মাবতী সাতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন, তিনি এই সমুদয় ঘটনা শুনিয়া বলিলেন "আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন। আপনার মতেই আমার মত জানিবেন।" এই কথা শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিত পুনরায় সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন এবং অবনত মস্তকে নিতাইকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

"আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা॥"

পুত্রকে ভিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু হাড়াই পণ্ডিত এই অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

নিতাই মায়ের কোল শূন্য করিয়া চলিলেন। সংসারের শোক দুঃখ যাঁহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করে নাই, এরূপ একটী সুন্দর বালক আজ দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সহচর হইলেন।

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। নিতাই বালক, একাকী যাইয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিবার সম্ভাবনা নাই, তাই আজ ভগবানের ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসী আসিয়া পথ প্রদর্শক হইয়া নিতাইএর সহিত মিলিলেন। হাড়াই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু নিত্যানন্দকে ছাড়া অবধি তিনি যেন উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিলেন। মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারেন না, অপত্যস্নেহের এমনই শক্তি যে মানুষের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। পৃথিবীতে সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু মাতা পিতার নিকট

আর দ্বিতীয় নাই, আজ সেই প্রিয়তম পুত্র সন্ন্যাসীকে দিয়া হাড়াই পণ্ডিত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, হৃদয়ে শোকের ঝড় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না। পুত্র-শোকের তীব্র-যন্ত্রণায় সংসার যেন তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পদ্মাবতীও পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার কাতর ক্রন্দনে শত শত পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হইল। এইরূপে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী তিন মাস পর্য্যন্ত পুত্রশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে কাটাইলেন। অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। নিত্যানন্দও মাতা পিতার মমতা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। যদিও পিতা মাতার জন্য কিছুদিন মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ নিত্যানন্দের যে কষ্ট তাহা লৌকিক শিক্ষামাত্র, বাস্তবিক তিনি সুখ দুঃখের অতীত, আনন্দময় কোষে বিরাজমান। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মহাপুরুষগণ যুগে যুগেই এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোক শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য অতীতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পিতৃহীন মহর্ষি কপিল জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাত্মা শুকদেব ব্যাস তুল্য জনককে পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন, জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব অতুল ঐশ্বর্য্য, জগতের প্রভুত্ব, প্রাণপ্রিয়া পত্নী ও প্রিয়তম পুত্র প্রভৃতি পার্থিব প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, আজ শ্রীমন্নিত্যানন্দও জগতের হিতার্থে সেই প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেইরূপ অনন্ত পথের পথিক হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্যানন্দ—নবীন সন্ন্যাসী

"নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস।"

নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সন্ন্যাসী আনন্দে বিভোর হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চলিয়াছেন, নিতাই তাঁহার পাছে পাছে যাইতেছেন, কোথায় যাইবেন নিশ্চয়তা নাই; বাটী হইতে বাহির হইয়াই প্রথমতঃ বক্রেশ্বর গমন করিলেন। একচক্রা গ্রাম হইতে বক্রেশ্বর অধিক দূরবর্ত্তী নহে; এই গ্রামে বক্রেশ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে, তাঁহার নামানু-

সারেই উক্ত স্থানের নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে, তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তথা হইতে বৈদ্যনাথ গমন করিলেন এবং বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া তথা হইতে গয়াধামে রওনা হইলেন। নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া কখনও ধীরভাবে, কখনও দ্রুতগতিতে চলিতেছেন; কখনও রাস্তায় বসিতেছেন, কখনও হরি হরি বলিয়া নাচিতেছেন, নিতাইএর সেই ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি, তরুণ-অরুণ-কান্তি, পদ্মপলাশলোচন, মৃদুমধুর গমন, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—প্রেমে ঢল ঢল বদন যে দেখিতেছে সেই ভুলিতেছে। যে একবার দেখিতেছে সেই বলিতেছে এ বালকটী কে? এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়াছে কেন? ইহার কি পিতা মাতা নাই? কেহ বলিতেছে এ বালকটী সামান্য নয়, ইহার অঙ্গের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও ভুবনভুলান রূপ দেখিয়া ইহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ ইনি কোন অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মানুষদেবতা হইবেন। গয়ায় যাইয়া গয়াসুরের মস্তকে ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া নিতাই বলরাম ভাবে বিভোর হইলেন, নিতাইএর নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল; শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, নিতাই একদৃষ্টে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যাত্রীগণ নিতাইর এই ভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল, তাহারা সকলেই একদৃষ্টে নিতাইর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া কাশীতে গমন করিলেন। কাশীর অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া নিতাই আনন্দে অধীর হইলেন। এখানে গঙ্গা-উত্তর বাহিনী হইয়াছেন, ইহার দুইদিকে বরুণা ও অসি নামক দুইটি নদী আছে বলিয়া ইহার অন্য নাম বারাণসী। কাশী আনন্দকানন; এখানে লোকের কোনরূপ কষ্ট নাই, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই আনন্দকাননের রাজা এবং অন্নপূর্ণা স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী। মাতা অন্নপূর্ণার প্রসাদে এখানে

কাহারও অন্ন চিন্তা নাই। তজ্জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন,——"যেষামন্য গতির্নাস্তি তেষাং গতি বারাণসী।" যাহাদের অন্য গতি নাই, বারাণসীই তাহাদের একমাত্র গতি, ইহা অতি সত্য কথা। সংসার-ক্লিষ্ট জীবগণ এখানে আসিয়া মুক্তিলাভ করেন, এ জন্য ইহার অন্য নাম মুক্তিক্ষেত্র। নিতাই এখানে আসিয়া প্রথমে মণিকর্ণিকায় স্নান করিলেন, পরে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিতাই প্রেমাবিষ্ট হইলেন, মুখে বাক্য নাই শরীর নিস্পন্দ, নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়া দর্শক মাত্রেই স্তম্ভিত হইল। কিছুকাল পরে নিতাই সংজ্ঞালাভ করিলেন। পরে তথা হইতে প্রয়াগে রওনা হইলেন। এখানে পতিতপাবনী-ত্রিতাপনাশিনী সগর-বংশ-উদ্ধারকারিণী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা কলিকলুষনাশিনী গঙ্গা, প্রিয়সখী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এ দৃশ্যটী বড়ই মনোহর, এখানে আসিলেই ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া স্বতঃই ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। একদিকে গঙ্গার প্রবল ধারা কলধৌত প্রবাহবৎ আসিতেছে, অন্যদিকে কালিন্দীর কাল প্রবাহ কল কল শব্দে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এ দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর। নিতাই এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে হুঙ্কার করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং সানন্দে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তবু নিতাই উঠেন না দেখিয়া অবশেষে সন্ন্যাসী বলিলেন "নিতাই! এখন তীরে উঠ।" তৎপর তিনি ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন এবং মহানন্দে গঙ্গার পবিত্র জল করপুটে পান করিলেন। তৎপর তিনি দ্বাদশ বন দর্শন করিয়া গোকুলে প্রবেশ করিলেন। গোকুলে নন্দালয় দর্শন করিয়া যেই

তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল আর অমনি অঝুর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মদনগোপালকে প্রণাম করিয়া হস্তিনানগরী চলিলেন। এইস্থানে পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ বাস করিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত পাণ্ডবগণের অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বলরাম কীর্ত্তি দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে "ত্রাহি হলধর!" বলিয়া নমস্কার করিলেন। পরে তথা হইতে দ্বারকায় পৌছিলেন। দ্বারকায় যাইয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তারপর যথাক্রমে মহর্ষি কপিলের বাসস্থান সিদ্ধপুর, মৎস্য তীর্থ, শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী আদি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে পৌছিলেন। কুরুক্ষেত্রে বিন্দু সরোবরে স্নান, প্রভাস তীর্থ দর্শন, ত্রিতকূপ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। কয়েক-দিন নৈমিষারণ্যে ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে অযোধ্যানগরে পৌছিলেন। তথায় ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং ক্রমশঃ রামচন্দ্রের লীলা স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে গোমতী, গণ্ডকী, ও শোন নদীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় পরশুরাম দর্শন করিয়া হরিদ্বার পৌছিলেন; এবং তারপর পম্পা ও বেন্নাতীর্থ দর্শন করিয়া নিতাই শ্রীপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। তাঁহারা উহাদিগকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ইঁহারা পরম সাধু নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের নিজ ইষ্টদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন ব্রাহ্মণী নিজ হস্তে পাক করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইলেন এবং নিতাইকে ভিক্ষা দান করিলেন। নিতাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। তৎপর তথা হইতে দ্রাবিড় পৌছিলেন,

তথায় বেঙ্কটনাথ দর্শন, কাবেরী নদীতে স্নান ও শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া হরিক্ষেত্রে গমন করিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিয়া তাম্রপর্ণী দর্শনান্তর মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অগস্ত্য আলয় দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এখানে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিয়া বৌদ্ধমঠ দর্শনে চলিলেন। তৎপর তথা হইতে কনকানগরে দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে স্নান করতঃ শ্রীঅনন্তপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে স্নান ও গোকর্ণাখ্য শিব দর্শন করিয়া কুলাচলে পৌছিলেন। তথা হইতে রেখা, মাহেষ্মতীপুরী ও মল্লতীর্থ দর্শন করিয়া সূর্পারক গমন করিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

লক্ষ্মীপতি ও বিঠ্ঠলনাথ

সংসারার্ণব ঘোরে যঃ কর্ণধার স্বরূপকঃ।
নমোস্তু নিত্যানন্দায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শাস্ত্রে আছে দীক্ষিত না হইলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না, ইহা হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন প্রথা। বিশ্ব-প্রেমিক পরম ধার্ম্মিক সাধুগণ সকলেই এই নিয়মের অনুগামী হইয়াছেন; সুতরাং পরম সাধু নিত্যানন্দের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। তিনি শীঘ্রই দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যিনি স্বয়ং ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তিনি অন্যের নিকট দীক্ষিত হইবেন ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু লৌকিক শিক্ষার জন্য তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক হইল। বলা বাহুল্য তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সাধারণ মানবগণের দীক্ষা গ্রহণ অপেক্ষা ভিন্ন রকমের হইল।

এই সময় শ্রীমাধ্বী সম্প্রদায়-ভুক্ত পরম সাধু ভগবদ্ভক্ত ব্যাস তীর্থের প্রধান শিষ্য শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন তথায় পণ্ঢরপুর একটী মহাতীর্থ স্থান। এইস্থানে বিঠ্ঠলনাথ (বিঠোবা) নামে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। পরম ভাগবত তুকারাম এই বিঠোবার ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীপতি ও বিঠোবার মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্য গৃহে থাকিয় অনন্যাকৃষ্ট চিত্তে বিটোবার সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন রজনীযোগে লক্ষ্মীপতি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন বিপুলবক্ষা, শালপ্রাংশু মহাভুজ, প্রশস্ত হলধারী, শুভ্রকান্তি, পদ্মপলাশ-লোচন কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে "অতি শীঘ্র এই নগরে একটী ব্রাহ্মণকুমার আগমন করিবেন, তাঁহাকে তুমি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিও।" এই কথা বলিয়া সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। লক্ষ্মীপতি স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ভাবিলেন স্বপ্নে যাহা দেখিলাম ইহা কি সত্য? আবার ভাবিতেছেন, না ইহা আমার ভ্রান্তিমাত্র, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। দিবাকর অরুণ-রাগে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন, অনতিপ্রখর প্রাতঃসূর্য্যের হৈম প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে বিভু-গুণগান করিতে লাগিল, প্রকৃতি সুন্দরী নূতন সাজে সজ্জিত হইলেন। লক্ষ্মীপতি মনে মনে রজনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একটি তুষারধবলকান্তি ভুবনমোহনমূর্ত্তি ধীরপাদবিক্ষেপে আগমন করিতেছেন, এই মূর্ত্তি দেখিয়া লক্ষ্মীপতি চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন ইনি কে? রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি ইনি কি সেই মহাপুরুষ? না না এরূপ ভুবন ভুলান মূর্ত্তি ত সাধারণ

মানুষে দেখা যায় না। ইহাকে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়াই বোধ হইতেছে।

"প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেখানে॥
নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়।
কি অদ্ভুত তেজ মানুষে কভু নয়॥"

(ভক্তি-রত্নাকর)

সন্ন্যাসী আসিয়াই অবনত মস্তকে লক্ষ্মীপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-"প্রভো, আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ অধমকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করিয়া উদ্ধার করুন।"

"নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া কর আমায় উদ্ধার।

(ভক্তি-রত্নাকর)

লক্ষ্মীপতির স্বপ্ন সফল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। আজ স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? লক্ষ্মীপতি দীক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শুভ মুহূর্ত্তে নিত্যানন্দকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ দীক্ষিত হইয়াই তথা হইতে একাকী প্রস্থান করিলেন।

এ স্থলে প্রসঙ্গাধীন নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। কারণ নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী হওয়ার পরে

পুনরায় সংসারাশ্রমী হইয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রবিধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমালোচনা হইয়া থাকে, এবং অনেকে অকারণে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষপাতও করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এরূপ সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। কর্ম্ম-জীবনে যাহারা ধর্ম্মরাজ্যের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদের পক্ষেই আশ্রম-ধর্ম্ম পালন জন্য নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষে তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়মের আবশ্যকতা নাই। কারণ যাঁহারা নিষেধ বা বিধির অতীত, তাঁহাদের পক্ষে নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। এ সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

(গীতা)

যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করত অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

নিত্যানন্দ স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার, লীলা-প্রকাশচ্ছলে তাঁহার বিবাহ করার একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল, এই কারণে তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও পুনরায় গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করা নিতান্তই পাষণ্ডের কার্য্য।

শ্রীভগবানের লীলা-রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এ দিকে নবীন শিষ্য তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছেন জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীপতি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া নিত্যানন্দকে বলদেব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, এতদিন যাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সেই হারানিধি হৃদয়সর্ব্বস্বকে পাইয়া পুনরায় হারাইলেন ইহাই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধৈর্য্য হইয়া হঠাৎ তিনি শিষ্য-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

"প্রভু অদর্শনে দুঃখী হইলা লক্ষ্মীপতি,
দূরে গেল নিদ্রা, দেখে পোহাইল রাতি।
কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য,
সেইদিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ,
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন।"

(ভক্তি-রত্নাকর)

এ দিকে নিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন। চলিবার শক্তি নাই, কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই, নয়নে অনবরত ধারা বহিতেছে, কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখন বা ভাবে বিভোর, কখনও মূর্চ্ছা। এইভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে আসিয়াই নিতইএর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র খুঁজিতেছেন কিন্তু নিমাইকে পাইতেছেন না। বনপথে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে, কিন্তু নিতাইর সেদিকে লক্ষ্য নাই, প্রজ্ঞাচক্ষু নিতাইএর এ সংসারে ভীতিপ্রদ কিছুই নাই, শ্বাপদগণ তাঁহাকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল, কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। নিতাই এইরূপে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় বৃন্দাবনে বেড়াইতেছেন এমন সময় একদিন হঠাৎ বহু শিষ্য-পরিবৃত প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত একটী সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইনি সেই লক্ষ্মীপতির প্রিয়তম শিষ্য বিশ্বপ্রেমিক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

"মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর ;
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার ;
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

মাধবেন্দ্রপুরী একজন মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্ত। স্বয়ং মহাপ্রভুর মন্ত্র-গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইঁহার শিষ্য। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিতাই প্রেমে গদ গদ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিতাইর মুখে বাক্য

নাই, শরীর কম্পিত, নয়ন হইতে দর দর ধারায় অনর্গল অনুরাগ-অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, মাধবেন্দ্রপুরী একদৃষ্টে নিতাইএর দিকে চাহিয়া আছেন, আর অবিরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দকে ধরিলেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন নিতাই মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন "গোঁসাই! অদ্য আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। এতদিন আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, অদ্য সেই সাধনার ধন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রভু, আমি ভব-সাগরের ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়াছি, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আর এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

তখন মাধবেন্দ্রপুরী বলিলেন, "শ্রীপাদ আর এ দাসকে ছলনা করিবেন না।" নিতাই অধোবদন হইলেন। আজ ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন হইয়াছে, নিতাই বিশ্বপ্রেমিক, তিনি আজ পরমভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট প্রেমভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন, এ দৃশ্য বড়ই অপূর্ব্ব। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ জীবগণকে এই ভাবেই প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব।
গুরুসম লঘুরে করয়ে দাস্যভাব॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। পতিপ্রাণা সতী যেরূপ প্রিয়তম পতির দর্শনে নির্ম্মল সুখ লাভ করেন, ভক্তও ভগবানের দর্শনে সেইরূপ সুখ অনুভব করেন। ভগবানের দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তায় যে সুখ, পার্থিব কোন বস্তুই সে

সুখ দিতে পারে না। মুহূর্ত্ত অদর্শনে প্রেমিকের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং দর্শন করিলে হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। কত-ক্ষণে সেই হৃদয়-সর্ব্বস্বকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, প্রেমিকের হৃদয় কেবল এই চিন্তাতেই পূর্ণ থাকে। অনুরাগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রেমিক অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, আত্ম-সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে না।

আজ মাধবেন্দ্রপুরীও সেই নবানুরাগ-জনিত সুখে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। নিতাই ও মাধবেন্দ্রপুরী উভয়েই প্রেমের উৎস; কাজেই পরস্পর সন্দর্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। ভক্ত ভগবান্‌কে দূরে রাখিয়া সুখী হন না, তিনি সেই অনন্ত প্রেমের আকরস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল, মাধবেন্দ্রপুরী বহুদিন হইতে ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল। নিতাই ও মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমে বিহ্বল হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পুনরায় উভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন। দুইজনের নয়ন হইতে অবিরত দ্রবময়ী প্রেমধারা নির্গত হইয়া ধরণীতল সিক্ত করিতে লাগিল। নিতাই কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং দুই প্রভু গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীরে কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও কম্প, কখনও মূর্চ্ছা, এইরূপ নানাভাবের বিকাশ পাইতে লাগিল।

"প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

কিছুকাল পরে দুই প্রভু প্রকৃতিস্থ হইলেন। মাধবেন্দ্রপুরী নিতাইকে উঠাইয়া কোলে লইলেন, এবং বলিলেন যে, "এতদিনে জানিলাম আমার প্রতি ভগবানের দয়া আছে, আমার জন্ম সার্থক হইল।" মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যগণও সকলেই নিতাইর প্রতি ভক্তিমান্ হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তীর্থযাত্রা

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তৎপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্।
নিত্যানন্দঞ্চ তদ্ভূত্বা তথাচাদ্বৈতসংজ্ঞকম্॥"

নিতাই মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন, মাধবেন্দ্রপুরীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্র-পুরী জানিতেন যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের অবতার, আমি তাঁহার অনুগ্রহেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব; এজন্য তিনি বাহ্যিক স্নেহ দেখাইলেও মনে মনে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

"নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এইরূপে কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নিতাইকে লইয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইলেন। বৃন্দাবন হইতে বরাবর সেতুবন্ধে পৌছিলেন, তথায় ধনুতীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বর গমন করিলেন। তৎপর মায়াপুরী, অবন্তী, বিজয়ানগর প্রভৃতি দর্শন

করিয়া গোদাবরী প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় নৃসিংহদেবপুরী, ত্রিমল্ল ও কূর্ম্মনাথ দর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র নিতাই প্রেমের আকুল উচ্ছ্বাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার শরীরে কম্প, পুলকাশ্রু, স্বেদশ্রুতি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রেমাবিষ্ট নিতাই কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।

"কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার॥"

(চৈতন্ত ভাগবত)

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। পুরীধামে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে গঙ্গাসাগরে গমন করিলেন। এখানে ভাগীরথী শতমুখে, সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, কৌতুকী নিতাই এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং প্রেমে পুলকাঙ্গ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মনের উল্লাসে কিছুকাল জলক্রীড়া করিয়া পুনরায় তীরে উঠিলেন। তারপর তথা হইতে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন। এখানে আসিয়া নিতাইএর ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিল, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র জ্ঞান নাই, আহার-নিদ্রা নাই, যদি কেহ আগ্রহ করিয়া কিছু খাইতে দিত তাহা হইলে খাইতেন, নতুবা অনাহারেই থাকিতেন। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর সহিত মিলনের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রজ্ঞাচক্ষু নিত্যানন্দ সর্ব্বদর্শী; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র প্রসারিত, তাহার অজ্ঞেয় কিছুই নাই। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে গুপ্তভাবে

লীলা করিতেছেন, তাহা তিনি সমুদয় জ্ঞাত আছেন, যদিও শ্রীমন্নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু শ্রীনিমাই দ্বারা যুগধর্ম্ম প্রচার করিবেন এবং নিজে তাঁহার সঙ্গী হইবেন এইজন্য নিতাই স্বয়ং বিষ্ণুভক্তি-প্রচার কিংবা শক্তিসঞ্চার করিলেন না; যখন মহাপ্রভুর অবতার আরম্ভ হইবে, সেই সময় যাইয়া তিনি শ্রীনিমাইর সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা এবং এই জন্যই তিনি এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন।

"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥"

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদা নিতাই কৃষ্ণাবেশে বিভোর হইয়া স্বপ্নঘোরে দেখিলেন যেন "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীব উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহার করে সে মোহন মুরলী নাই, কটীতে সে পীতধড়া নাই, শিরে মোহন চূড়া নাই, তিনি এখন নবদ্বীপে নবীন সন্ন্যাসী হইয়া জীবগণকে ভগবৎপ্রেম বিতরণ করার সাহার্য্যার্থ যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিতাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবদ্বীপের পথে

"নানাবর্ণ বস্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে,
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাসিয়া চলিছে পথে; পায়েতে নূপুর বাজে,
কেগো তুমি যেন মাতোয়াল?
আমারে চেন না ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়,
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়।
শুনেছ ন'দে অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যাঁর,
আমি নিতাই তার বড় ভাই।"

নিত্যানন্দের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, অবশেষে নবদ্বীপ গমনে উদ্যত হইলেন। নদী যেমন দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দও সেইরূপ প্রাণের ব্যাকুলতায়, মনের অদম্য ইচ্ছায়, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল উত্তেজনায় শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলনাশায় "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নবদ্বীপাভি-

মুখে যাত্রা করিলেন। আজ নিত্যানন্দের প্রেমসিন্ধুর প্রবল প্রবাহ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিতে ধাবিত হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে। প্রেমবিহ্বল নিতাইএর বাহ্যজ্ঞান রহিত, নয়নে জলধারা, মুখে হরেকৃষ্ণ-ধ্বনি। কখনও চলিতেছেন, কখনও উপবেশন করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও উর্দ্ধদৃষ্টি, কখনও মূর্চ্ছাগত, এইভাবে মদমত্ত করীর ন্যায় চলিয়াছেন। পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাই, নবদ্বীপ কতদূর? নিতাইকে যে দেখিতেছে, সে-ই বলিতেছে এ কি মাতাল?

জ্যৈষ্ঠমাস, গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ, এই সময় নিতাই নবদ্বীপে পৌছিলেন। নিতাই পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, প্রখর রৌদ্রের তাপে সোনার অঙ্গ মলিন হইয়াছে, শরীর হইতে অনবরত স্বেদস্রুতি হইতেছে। এই অবস্থায় নিতাই নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলরাম-ভাবে বিভোর হইলেন। বহুকাল পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আজ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি কখনও দ্রুত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, তাঁহার শরীরে ভক্তি-প্রকাশক ভাবগুলি উদ্দীপিত হইতেছে, নিতাই এইরূপে উন্মত্তবৎ বেড়াইতেছেন আর সকলকেই বলিতেছেন "ভাই, নিমাই-পণ্ডিতের বাড়ী কোথায়, তোরা আমাকে বলিয়া দে।"

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী, তোরা বল্।
ক্ষণ যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।

এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝনে না যায়।
ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে নিতাই প্রেমভরে ধায়।

(চৈতন্যমঙ্গল)

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে নিতাই শ্রীনন্দন আচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্য্য একজন পরম সাধু, বৈষ্ণবভক্ত ও অতিথি-পরায়ণ। তিনি নিতাইএর সন্ন্যাসীবেশ, প্রকাণ্ড শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, সস্মিত আনন, বিম্বতুল্য অধর, মুক্তাসদৃশ দশন, পদ্মপলাশলোচন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাঁহার অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া যুগপৎ ভয় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরম যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

"জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিল নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥"

এদিকে শ্রীনিমাই নিতাইর আগমনবার্ত্তা জানিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দের আগমনের তিন চারি দিন পূর্ব্বেই শ্রীনিমাই তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন যে, "অতি সত্বরেই এই নবদ্বীপধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।"

"(আরে) ভাই সব, দুই তিন দিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

যেদিন নিতাই নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন প্রাতঃকালে শ্রীনিমাই বিষ্ণুপূজা করিয়া যেখানে বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আজ রাত্রিতে আমি একটি স্বপ্ন

দেখিয়াছি।" যেন কোন মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অবধূত-বেশ, পরিধেয় নীলবস্ত্র, মস্তকে নীলবস্ত্রের পাগড়ী, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, স্কন্ধে একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ, প্রকাণ্ড শরীর, আজানুলম্বিত বাহু, শরীরে ব্রহ্মতেজঃ। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হইল। আমার নিকট আসিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —প্রভু, আপনি কে? তিনি বলিলেন—"আগামী কল্য আমার পরিচয় পাইবে। তোমাতে আমাতে অভিন্নভাব জানিবে।

"হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন!
আপনারে বাসোঁ মুঞি, যেন সেই সম॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাই বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হইলেন। তখন হুঙ্কার করিয়া "মদ আনো," "মদ আনো," বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন।

"মদ আনো," "মদ আনো" বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিমাইএর "মদ আনো", "মদ আনো" শব্দ শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন "প্রভু, তুমি যে মদিরা চাহিতেছ, সে মদ তো তোমার কাছে; আমরা তাহা কোথায় পাইব?" অন্যান্য ভক্তগণ নিমাইএর এই অবস্থা দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে নিমাই স্বাভাবিক

অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয় এই নগরে কোন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, যাও তোমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া আইস। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস দুইজনে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বেড়াইলেন, কিন্তু মহাপুরুষের খোঁজ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অপরাহ্ণে তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে "আমরা নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কি পাষণ্ড সকলের গৃহই দেখিলাম; কিন্তু কোথাও মহাপুরুষের অনুসন্ধান পাইলাম না।" এই কথা শুনিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "চল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া মহাপুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসি।" ভগবানের লীলা বুঝা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, স্বধু তাঁহার ভক্তগণই লীলামৃতের এই মধুর আস্বাদ বুঝিতে পারেন। কৌতুকী নিমাই এই কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন যে, নিত্যানন্দ বড়ই গোপনীয়, সাধন বলে তাঁহার দর্শন-লাভ ঘটে।

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিমাইর আজ্ঞা পাইয়া ভক্তবৃন্দ মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি করিয়া মহানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিমাই কতকদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় মুরারিকে ডাকিয়া বলিলেন "মুরারি, তুমি অবধূত দেখিবে না? শ্রীনন্দন আচার্য্যের আলয়ে তিনি আছেন, আমরা তথায় যাইতেছি, তুমি শীঘ্র আইস।"

ভগবান্ ভক্তের অধীন। মুরারি নিমাইএর পরম ভক্ত; কাজেই তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না, মুরারিও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ভক্তগণ নিমাইকে মধ্যে রাখিয়া মহোল্লাসে গমন করিলেন। নিমাই প্রেমে বিভোর, নয়নে প্রেমাশ্রু, শরীরে পুলক, মুখে হরি-নামের ধ্বনি।

"পথে যাইতে ঘন ঘন "হরি হরি বোল।"
শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদগদ রোল॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে সোণার কিশোরা॥"

এই ভাবে যাইতে যাইতে নিমাই পার্ষদগণসহ নন্দন আচার্য্যের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখেন যে; নন্দন আচার্য্যের ঘরে কোটি সূর্য্যের প্রভাসম্পন্ন নীলবর্ণবস্ত্র-পরিহিত এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার বিশাল বপুঃ, আজানুলম্বিত বাহু, সস্মিত বদন ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি। মুখচন্দ্র হইতে যেন সহিষ্ণুতার কোমল দীপ্তি অনবরত বাহির হইতেছে। ইনিই শ্রীমন্নিত্যানন্দ! বয়স অনুমান ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর হইবে।

নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র বিশ্বম্ভর গণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন! বিশ্বম্ভরের নাগর বেশ, একে ভুবন-ভুলান রূপ, তাহাতে মনোহর সাজে সজ্জিত হওয়াতে আরও অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে।

"বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥

কি হয় কণকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিত্যানন্দ নিমাইএর বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। উৎসুকোপোষিত নয়নে পুনঃ পুনঃ নিমাইএর মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পর দুই ভাইয়ের মিলন হইয়াছে, কাজেই দুইজনেই প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন পিপাসা মিটিতেছে না, প্রাণের আবেগ দূর হইতেছে না, হৃদয়ের ব্যাকুলতা থামিতেছে না। যেন এক নূতন দৃশ্য উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ নিতাইএর পদ্মপলাশ লোচন প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইল। এইরূপে ক্ষণকাল পর নিতাইএর উদ্বোধনের নিমিত্ত নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন।

শ্রীবাস শ্লোক পাঠ করিলেন :—

"বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্,
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীত কীর্ত্তিঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ)

নটবর শ্রীনন্দনন্দন অধরসুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র পূর্ণকরতঃ শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শিরোদেশে ময়ূর-পুচ্ছ নির্ম্মিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইয়াছিল। গোপীগণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতে লাগিল, বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া পরম রতিজনক হইয়া উঠিল।

এই শ্লোক শুনিবামাত্র নিতাইএর হৃদয়ে প্রেমের বেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বেগ কিছুতেই থামে না, ভক্তগণ বহু চেষ্টা করিয়াও থামাইতে পারিলেন না, নিতাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেম-চিহ্ন প্রকাশ পাইল। নিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, "পড়" "পড়"। ইহা শুনিয়া শ্রীবাস পুনরায় শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিতাই ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া রোদন্ করিতে লাগিলেন। নয়নজলে বক্ষস্থঃল প্লাবিত হইয়া ধরণী সিক্ত হইল। নিতাই আনন্দে বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও মূর্চ্ছা, কখনও হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার প্রেমের অমানুষিক উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রেমোন্মত্ত নিতাই এক একবার ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কানাইয়া গোয়াল কোথায় গেল।"

"পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল।
সবাকে বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

নিমাই নিতাইএর এই উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং সসম্ভ্রমে বলিলেন, "প্রভু, আজ আমার জীবন সার্থক হইল, বহুভাগ্যে আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।" তখন নিতাই প্রেমভরে কহিলেন;—

"সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ, মুই না পাইনু॥
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপপুরে।
লুকাঞা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে আজ আইলাম হেথা।
ধরিলাম চোর আজ পলাইবে কোথা॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

ক্ষণকাল পরে নিতাই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে লইলেন। নিমাইএর কোমল কর-স্পর্শমাত্র নিতাই নিস্পন্দ হইলেন এবং দুই ভাই রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শান্ত হইয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আজি আমার আনন্দের সীমা নাই, তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া এদাস ধন্য হইল। তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তোমাকে যে ভজনা করে সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে। তুমি ভগবানের পূর্ণ অবতার, পাপীজনের উদ্ধারকর্ত্তা এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা।"

"মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥"

(চৈতন্ত ভাগবত)

নিমাইএর স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জিত হইলেন, এবং সহাস্ত বদনে বলিতে লাগিলেন যে, "আমি বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখি নাই। পরে জানিতে পারিলাম যে তুমি লীলা প্রদর্শন জন্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাই তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিলাম।"

তার পরে দুইজনে "ঠারে ঠোরে" আরও কথা বলিলেন, কিন্তু অন্ত কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নিতাই প্রথমতঃ নিমাইকে দেখিয়া ভালরূপ চিনিতে পারে নাই, কারণ ব্রজরাজের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কাল, কিন্তু নিমাইএর বর্ণ কাঁচা সোণার স্তায় উজ্জল। মস্তকে শিখি-পুচ্ছ নাই, অধরে মুরলী নাই, কটীতে পীত ধড়া নাই, ব্রজের সে মোহনবেশ কিছুই নাই, এ যেন সম্পূর্ণ নূতন সাজ! শুধু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, পদ্ম-পলাশ-লোচন দুইটী অনুরাগে ঢলঢল করিতেছে, ইহাই দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই সেই বৃন্দাবন-বিহারী গোপী-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ! তখন নিতাই প্রেমাবিষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—নিতাই একটু তোত্‌লা ছিলেন—

"কা—কা—কানায়ে নাকি তুইরে।
কই তোর চূড়া-বাঁশরী।

তাহাতে নিমাই উত্তর করিলেন :—

কি পুছলি ভাই আমার।
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।

এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি ॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান ॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা ॥"

এইরূপে দুই ভাইয়ে অনেক কথা হইল। প্রেমে বিহ্বল হইয়া অনেকক্ষণ প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তারপর নিমাই বলিলেন, "শ্রীপাদ, আমার পরম সৌভাগ্য যে অদ্য আপনার অনুগ্রহ লাভ করিলাম। এখন গাত্রোত্থান করুন।" নিতাই গাত্রোত্থান করিলেন এবং এই সময় হইতে নিমাইএর সঙ্গী হইলেন।

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।"

— —

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাস পূজার উদ্যোগ

"যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ॥
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

(গীতা)

এই ভাবে দুই ভাইয়ের নানাপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'শ্রীপাদ, আগামী কল্য পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাস পূজা হইবে ; আপনি কোথায় ব্যাস পূজা করিবেন ?" নিমাইএর ইঙ্গিতক্রমে কৌতুকপ্রিয় নিতাই শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমার ব্যাস পূজা এই বামনার ঘরে হইবে।"

"নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা এই মোর বামনার ঘর॥

(চৈতন্য ভাগবত)

তখন নিমাই হাসিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার ঘাড়ে বড় গুরুতর বোঝা পড়িল।" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তোমার কৃপায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, বস্ত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, পান, সুপারী প্রভৃতি

পূজোপকরণ সমুদয় দ্রব্যই আমার গৃহে মজুত আছে। শুধু পূজার পুঁথিখানা নাই, তাহা আমি আনিয়া দিব।"

ইহা শুনিয়া নিতাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন নিমাই নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, চলুন আমরা সকলে পণ্ডিতের বাড়ী যাই," এই বলিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনামের ধ্বনি করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গমন করিবামাত্র দ্বারের কপাট বন্ধ হইল। তখন নিমাই সংকীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভক্তগণ আজ্ঞা পাইয়া মহোল্লাসে সংকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। সংকীর্ত্তনেশ্বর নিত্যানন্দ আজ কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। গৌর নিতাই দুই ভাইকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকল ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। গৌর নিতাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে দুই ভাইয়ে কোলাকুলী করিলেন, তখন বিশ্বম্ভরের বলরাম ভাব হইল। তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বিষ্ণুখট্টায় যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং "মদ আনো," "মদ আনো" বলিয়া নিত্যানন্দকে আদেশ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের শরীরে কম্প, নয়নে জলধারা, মুখে কৃষ্ণনাম। নিতাই বলরাম ভাবে আবিষ্ট হইয়া "শীঘ্র আমাকে হল, মুষল প্রদান কর বলিয়া পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।" তখন ভক্তগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত এক ঘটী গঙ্গাজল আনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণকে দিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ * 'নাড়া, 'নাড়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত প্রভুকে 'নাড়া' বলিয়া ডাকিতেন।

"সঘনে ঢুলায় শির "নাড়া নাড়া" বলে।
"নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে॥"

'নাড়া' কে তাহা কেহই অবগত নহেন, কাজেই প্রভুর কথা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, নাড়া কে?" কিছুক্ষণ পরে নিমাই বলিলেন, এতক্ষণ "নাড়া নাড়া" বলিয়া যাহার কথা বলিয়াছি, তিনি অদ্বৈত আচার্য্য। আমি তাহাকে বড় ভালবাসি তাহার জন্যই আমার এই অবতার। নাড়া বৈকুণ্ঠ হইতে আমাকে আনিয়া এখন হরিদাসকে লইয়া সে কোথায় গেল? আমি এবার ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া আপামর সাধারণ সকল জীবগণকেই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিব।" এই কথা বলিবার পরে নিমাই বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি কি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" শ্রীবাস বলিলেন, "কিছুই না।"

অতঃপর নিমাই সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "আমি অনেক সময় তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তোমরা তাহা বালক-সুলভ-চপলতা মনে করিয়া ক্ষমা করিবে।" এদিকে নিতাইএর উদ্দাম নৃত্য কিছুতেই থামিতেছে না, দীর্ঘকালের পর নিমাইএর ভগবদ্ভাব দর্শনে নিতাই আরও ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমচিহ্ন প্রকাশ পাইল। বহুক্ষণ পরে নিতাই স্থির হইলেন। নিতাইকে শ্রীবাসের মন্দিরে রাখিয়া নিমাই চলিয়া গেলেন। রজনীতে পুনরায় নিতাইএর বলরাম ভাব প্রকাশ পাইল, তিনি হুঙ্কার করিয়া আপনার দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগবানের লীলা বোঝা ভার। তিনি লোক শিক্ষার নিমিত্তই সকল কাজ করিয়া থাকেন। এতদিন

সন্ন্যাসী হইয়া নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, আজ নবদ্বীপে আসিয়া সেই মহাশক্তির সহিত তাঁহার মিলন হইল। এখানে ভক্তিযোগ প্রচার করিবেন আর দণ্ড কমণ্ডলুর আবশ্যকতা কি? এইজন্য তিনি দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল, প্রাতঃকালে নিতাই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রামাই পণ্ডিত আসিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু পড়িয়া আছে, নিতাই অচেতন। রামাই পণ্ডিত এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট সমুদয় বিবরণ বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নিমাইকে সংবাদ দিলেন। রামাই পণ্ডিতের নিকট দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গার সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিমাই দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন নিতাই অজ্ঞানাবস্থায় সুমধুর হাস্য করিতেছেন, শরীর হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তখন নিমাই নিতাইএর দণ্ড কমণ্ডলু স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করিয়া নিতাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন এবং দণ্ড কমণ্ডলু আদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। নিতাই গঙ্গা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। গঙ্গার মধ্যে বড় বড় কুম্ভীর বিচরণ করিতেছে, নিতাই নির্ভীকচিত্তে সন্তরণ করিতেছেন আর ঐ সকল কুম্ভীর ধরিতে যাই-তেছেন, কাহারও নিষেধ মানিতেছেন না। অনেকে বারণ করিল, তাহা শুনিলেন না। একমাত্র নিমাই ব্যতীত আর কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করেন না, অবশেষে নিমাই বলিলেন, "শ্রীপাদ, এখন উঠ, ব্যাস পূজার সময় হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া নিতাই তীরে উঠিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যাস পূজা আরম্ভ হইল। স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য। তাঁহার আজ পরমানন্দ। যে ভগবানের পাদপদ্ম

দর্শন্ করিবার জন্ম ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, আজ সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং তাঁহার ঘরে ব্যাস পূজা করিতেছেন, এবং তিনিই তাঁহার আচার্য্য, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? ভগবান্ ভক্তের অধীন; শ্রীবাস প্রভুর পরম ভক্ত, কাজেই ভগবান্ আজ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

ব্যাস পূজা আরম্ভ হইল। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে মধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পূজা শেষ করিয়া সুগন্ধ ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, এই মালা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্যাসদেবকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর।" নিতাই মালা গ্রহণ করিলেন না। শ্রীবাস বলিলেন "শাস্ত্রে, আছে, স্বহস্তে মালা পরাইতে হয়; তাহা হইলে ব্যাসদেব তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। অতএব তুমি স্বহস্তে মাল্য প্রদান কর।" নিতাই অন্তমনস্ক হইয়া মালা ধরিলেন, তখন শ্রীবাস বলিলেন বল, "ব্যাসায় নমঃ," নিতাই বলিলেন, "হাঁ।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলাতেও নিতাই শুনিলেন না, তিনি মালা হাতে করিয়া এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাস অনন্তোপায় হইয়া নিমাইকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, শ্রীপাদ তো ব্যাস পূজা করিতেছেন না, আপনি একবার এ দিকে আসুন।"

"প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীনিমাই অন্তদিকে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর ছিলেন। শ্রীবাসের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, মালা

দিয়া শীঘ্র ব্যাস পূজা করুন।" নিতাই বহুক্ষণ যাঁহাকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ব্যাস পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সম্মুখে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া মধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রীনিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, ব্যাসপূজার নৈবেদ্যাদি শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।" তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত সমুদয় লইয়া আসিলেন। তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ঐ সমুদয় নৈবেদ্যাদি নিজ হস্তে সকলকে বিতরণ করিলেন। গৌরাঙ্গদেবের শ্রীহস্তের দ্রব্য পাইয়া বৈষ্ণবগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

নিত্যানন্দের ষড়ভুজ দর্শন

"অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিং মনো মে।
তদেব দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

(গীতা)

ধর্ম্ম জগতে ভগবানের লীলারহস্য বড়ই প্রাণস্পর্শী। তিনি ইচ্ছানুসারে সময় সময় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

একদিন নিতাই ভিক্ষাচ্ছলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরম সমাদর করিয়া নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। এমন সময় নিমাই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল, নয়নে প্রতিভার বিমল জ্যোতিঃ, শরীরে দৈবতেজঃ। আসিয়াই বিদ্যুদ্বেগে দেবালয়ে প্রবেশ

করিয়া বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিলেন। তারপর নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি এতদিন আমার জন্য পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, এখন নয়ন ভরিয়া আমাকে দেখ"। এই কথা শুনিয়া নিতাই নিমাইএর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি বলিলেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। কিছুকাল পরে নিমাই গৃহস্থিত অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সকলে মন্দিরের বাহিরে গেলেন; সুধু নিতাই ঘরে রহিলেন। নিমাই অমনি ষড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন!

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, নিত্যানন্দও সেই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নিতাই একদৃষ্টে নিমাইএর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, নিমাইএর ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নিমাই ভগবদ্ভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নিতাইএর সংজ্ঞা নাই দেখিয়া নিমাই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। প্রভুর সুকোমল কর স্পর্শে নিতাই বাহ্য জ্ঞান পাইলেন, কিন্তু উঠিলেন না। তখন নিমাই বলিলেন "শ্রীপাদ, গাত্রোত্থান কর। কলির জীবগণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের ঘোরতর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তুমি মধুর সংকীর্ত্তন দ্বারা এবং জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীবগণকে উদ্ধার কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও? তুমি দয়ার আধার বিশ্বজনীন প্রেমের আকর ও ভক্তির সুবিমল প্রস্রবণ। তোমার প্রেম না পাইলে জীবগণের আর উদ্ধারের পথ নাই। তুমি

যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিতরণ কর। তোমার প্রতি যাহার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ থাকিবে সে পাপিষ্ঠ নরাধম আমার অপ্রিয়, সে অনন্যাকৃষ্ট চিত্তে আমাকে ভজনা করিলেও আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।"

"তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহারে দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

গৌর নিতাই উভয়েই যে শক্তিমান তাহা মহাপ্রভু নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং নিতাই যে শ্রীভগবানের অবতার তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভুর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতাই সুস্থির হইলেন, এবং মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। "যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, যিনি সত্যময় কলেবর, সচ্চিদানন্দ, অত্যাচারীর দমন-কারী, সাধুগণের ত্রাণকর্ত্তা. তিনিই শচীমাতার গর্ভে জন্মধারণ করিয়াছেন। প্রভো, তোমার ইচ্ছায় এই জগৎসংসার পরিচালিত হইতেছে, তোমার তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না, তুমি যাহাকে অনুগ্রহ কর, মাত্র সেই বুঝিতে পারে। প্রভু, তুমি সত্যযুগে কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জগতে তপোধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ, ত্রেতাযুগে দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যজ্ঞধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছ, দ্বাপরে নব-নীরদকান্তি-বনমালাধারী বংশীবদন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে শ্রীবৃন্দাবনে মধুর লীলা প্রকাশ করিয়া জগতে পূজাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ, আজ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা মুক্তিপথ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রভু, তোমার অনন্ত-

লীলা, অপার মহিমা ও বিশ্বজনীন প্রেম বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই। আজ তোমার দর্শনে কৃতার্থ হইলাম।"

এইরূপে নিত্যানন্দ প্রভু স্তব করিলেন। মহাপ্রভু শুনিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান এ সমস্তই জানেন, যিনি ভগবানের অবতার, ভিন্ন দেহ এক প্রাণ ("অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।") আজ তিনিই মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন, এই জন্যই মহাপ্রভু লজ্জিত হইলেন।

নবম অধ্যায়

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ

"গৃহ্ণীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণোবন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং॥"

নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বয়স যদিও বত্রিশ বৎসর, কিন্তু বালক-সুলভ-চাঞ্চল্য তাঁহার এখনও দূর হয় নাই। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। বহুদিনের পরে মাতাকে পাইয়া নিতাই আনন্দে বিভোর হইলেন, নিজ হাতে ভাত খান না, মালিনীদেবী নিজ শিশু পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন। কখনও মালিনীর স্তন্য পান করেন, কখনও তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া পড়েন। কোন কোন-দিন স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গায় সন্তরণ করেন, পুনঃ পুনঃ ডাকিলেও উঠেন না; কিন্তু নিমাই ডাকিলেই অমনি দৌড়িয়া আসেন। এই-রূপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভু নিত্যানন্দ অদ্ভুত বাল্যভাব দেখাইতে

লাগিলেন, মালিনী দেবীও তাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। জগতের জীব দেখিল যে, স্বয়ং ভগবান্ আজ পুত্ররূপে শ্রীবাসের ঘরে লীলা করিতেছেন।

ইতোমধ্যে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গল্প করিতে করিতে নিমাই বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এই অবধূতকে ঘরে রাখিয়াছ কেন? তুমি ইহার জাতি-কুল কিছুই জান না, এই অজ্ঞাতকুলশীল অবধূতকে ঘরে রাখিয়া নিজের জাতি-কুল নষ্ট করিতেছ কেন? যদি আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শীঘ্র এই অবধূতকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও।" বিশ্বম্ভরের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু, এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। আর আমাকে ছলনা করিও না, আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে যে ব্যক্তি একদিনও ভজনা করে, সে-ও আমার প্রাণ-তুল্য, আর নিত্যানন্দ ও তুমি অভিন্নদেহ, কাজেই তাঁহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। নিত্যানন্দ যদি মদ্য পান করে, কিংবা যবনী গ্রহণ করে, অথবা যদি আমার জাতি-কুল-মানও নষ্ট করে, তথাপি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না।"

"দিনেক যে তোমা ভজে, সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন নিমাই ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই দৃঢ় বিশ্বাস? আজ জানিলাম, তুমিই নিত্যানন্দের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছ। আমি তোমার নিত্যানন্দ-প্রীতিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি যে, যদি স্বয়ং লক্ষ্মীও নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য থাকিবে না এবং তোমার বাড়ীর সকলেরই আমার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে। আমি নিত্যানন্দকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও।"

"যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥"

নিমাই এইরূপ বর দিয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ প্রেমে ঢল-ঢলায়মান, তাঁহার ভ্রমণশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সমস্ত নদীয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও গঙ্গায় সন্তরণ করেন, কখনও বালকগণের সহিত ক্রীড়া করেন, কখনও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করেন, কখনও মুরারি গুপ্তের গৃহে গমন করেন; এইরূপে দিন দিন বাল্যভাব দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে গমন করিতেন, নিতাইকে দেখিয়া শচী মাতা বড়ই সন্তুষ্টা হইতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে বিহ্বল হইয়া যেই শচী মাতার পাদপদ্ম ধরিতে গিয়াছেন, অমনি তিনি দৌড়িয়া গৃহে গমন করিলেন। ক্রমশঃ এই সকল বাল্যভাব দেখিয়া শচী মাতার দিন দিন নিত্যানন্দের প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদিন শচী মাতা নিমাইকে বলিলেন "বাপ নিমাই, অদ্য শেষ রাত্রিতে একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। তুমি আর নিত্যানন্দ দুই জনে যেন পাঁচ বৎসরের দুইটি শিশু হইয়া পরস্পর মারামারি করিয়া বেড়াইতেছ, ক্ষণকাল পরে উভয়েই ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণ, এবং তুমি বলরাম হাতে লইয়া বাহির হইলে ; এবং আমার সাক্ষাতেই চারিজনে দধি, দুগ্ধ, সন্দেশাদি লইয়া মারামারি করিতে লাগিলে। রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "কে তোরা এরূপ করিতেছিস্ বাহির হইয়া যা, এ সকল জিনিষ আমাদের। পরে বলরাম কৃষ্ণের দোহাই দিয়া যেন নিত্যানন্দের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, নিত্যানন্দ বলিল "গৌরচন্দ্র যখন আমার ঈশ্বর, তখন তোর কৃষ্ণকে আমি কিছুতেই ভয় করি না। এই বলিয়া চারিজনে কাড়া-কাড়ি করিয়া দধি-দুগ্ধ-আদি ভোজন করিতে লাগিল। পরে নিত্যানন্দ আমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দেও।" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "মা! তুমি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ, আর কাহারও নিকট এই স্বপ্নের কথা বলিও না। তোমার ঘরের দেবতা বড় জাগ্রত, তোমার কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমিও অনেকদিন দেখিয়াছি, নৈবেদ্যের কতক অংশ অদৃশ্য হয় ; মনে করিতাম তোমার বধূরই এই কাজ, এই বলিয়া লজ্জায় কাহারও নিকট এ কথা বলি নাই। অদ্য আমার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল।"

"তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥"

দশম অধ্যায়

নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর

"নিত্যানন্দ-মাতৃ-ভাব পাই শচী রাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী॥"

পর দিবস বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, আজ আমার বাড়ীতে আপনার ভিক্ষা হইবে। কিন্তু প্রভু, আর একটি কথা বলি, বাড়ীতে যাইয়া কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবেন না।" ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ দুই কাণে হাত দিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু, এরূপ কথা আমাকে বলিও না, যাহারা পাগল তাহারাই চাঞ্চল্য প্রকাশ করে; নিজে চঞ্চল তাহাতেই বুঝি সকলকেই চঞ্চল বলিয়া মনে কর।" এই বলিয়া দুইজনে হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ-কথা আলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া গদাধর, ঈশান প্রভৃতি বিশ্বম্ভরের

পরম আত্মীয়গণ পদ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত জল দান করিলেন। নিমাই বলিলেন "মা, আজ তোমার আর একটি পুত্রকে আনিয়াছি, ইহাকে তোমার বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করিবে।" শচী আনন্দিতা হইয়া নিতাইর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন যেন স্বয়ং বিশ্বরূপই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

শচী কথা কহিতে পারিতেছেন না, দুই নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, বিশ্বরূপ অনেকদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদিন পরে তাঁহার সেই অমূল্য নিধিকে পাইয়া একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন, এ কি আমার সেই প্রিয়তম বিশ্বরূপ? পুনরায় ভাবিতেছেন না, সে তো অনেকদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, বোধ হয় নিমাই আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছে। কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাইকে বলিলেন, "দেখ বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র, সত্যই কি তুমি আমার সেই বিশ্বরূপ?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ।" তখন শচী মাতা পরমানন্দে নিতাইকে কোলে লইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—ভগবান্ এতদিনে আমার কষ্ট দূর করিলেন, আমি নিমাইএর জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতাম, আমার নিমাইএর সাহায্যকারী কেহই ছিল না, এখন তুমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।"

"নিত্যানন্দ-মাতৃভাব পাই শচী রাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী॥
এইমত স্নেহরসে সব গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর॥"

তাহার পর নিমাই বলিলেন, "মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাদিগকে খাইতে দাও।" শচী মাতা পরমানন্দে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে শচী নিতাইএর পানে চাহিলেন, দেখিলেন যেন দুই ভাই পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়াছেন, এক জন শুক্লবর্ণ, অন্য জন কৃষ্ণবর্ণ। দুই জনের অপূর্ব্ব রূপ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল আদিতে সুশোভিত হইয়া যেন কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে ভোজন করিতেছেন। তাঁহার পুত্রবধূ যেন কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা আছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া শচী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, অশ্রুজলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইল এবং সমস্ত ঘর অন্নময় হইল। শচী মাতার শরীরের অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভক্তিভাব-উদ্দীপক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইল।

ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া শচী মাতার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "মা উঠ। তুমি হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলে কেন? চিত্ত স্থির কর।"

কিছুক্ষণ পরে শচী বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাড়াতাড়ি কেশরাশি বন্ধন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঈশান সমুদয় গৃহ পরিষ্কার করিলেন। শচী মাতা জ্ঞানলাভ করিয়া গৌর নিতাই দুই ভাইকে সুন্দর বেশভূষায় সাজাইলেন এবং নিত্যানন্দের মুখচন্দ্র পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিলেন, "মা, ইহাকে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে এবং আমা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়া পালন করিবে।" এইরূপে সে দিনকার লীলা শেষ করিলেন।

অন্য একদিন মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, নিত্যানন্দ তাঁহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়াছেন, এমন

সময় শ্রীল মুরারি গুপ্ত অগ্রে নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়া পরে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাস্য করিয়া মুরারিকে বলিলেন, "গুপ্ত, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম?" মুরারি বলিলেন, "প্রভো, আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানি না, তুমি যাহা করাও আমি তাহাই করি। বায়ু কর্ত্তৃক যেরূপ শুষ্ক তৃণ চালিত হয়, সেইরূপ জীবগণও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে।

"পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥"

জীবের নিজের ক্ষমতা কিছুই নাই, সে নিমিত্ত-কর্ত্তা মাত্র; তুমি যাহাকে শক্তিদান কর সেই শক্তিমান্ হয়।"

মুরারির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "মুরারি, সত্যই তুমি আমার পরম ভক্ত, তুমিই নিত্যানন্দের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছ, বস্তুতঃ নিত্যানন্দের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, সে-ই আমার প্রিয়, আর নিত্যানন্দের প্রতি যাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ থাকে, সে দাস হইলেও আমার প্রিয় হইতে পারিবে না।"

"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"

একাদশ অধ্যায়

দিগম্বর নিত্যানন্দ

"ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হ'তে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গমালা নিত্যানন্দকে নিত্য নিত্য নূতন ভাবে নাচাইতে লাগিল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ দিবাভাগে শয়ন-মন্দিরে বসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাই প্রেমে বিভোর, পরিধান-বস্ত্র খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। নিত্যানন্দের এই প্রকার দিগম্বর-বেশ দর্শন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় দূরে পলায়ন করিলেন। নিতাই কখনও হাসিতেছেন,

কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও জোরে জোরে লম্ফ প্রদান করিয়া আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে নিতাইর বাহ্যজ্ঞান একেবারে শূন্য হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই নিতাইকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া আসিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রই নিত্যানন্দ আনন্দে অধীর হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দকে ধরিয়া নিজের মস্তকের বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। ভক্তগণ আসিয়া সকলে মিলিত হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নিজ হস্তে গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করিয়া তাঁহাকে ভক্তগণের মাঝখানে বসাইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য ভক্ত-গণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে নিত্যানন্দের পাদোদক পান কর, ইহা পান করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে।"

"ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হ'তে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে আগে যাইয়া নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিবেন, এই উৎকণ্ঠায় বৈষ্ণবগণ সকলেই অতি ব্যাকুল-ভাবে নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিয়া ভক্ত-বৃন্দের আশা মিটিতেছে না, এক

এক জন ৫।৭ বার করিয়া পান করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, "আজি জীবন সার্থক হইল, ভববন্ধন মুক্ত হইল, শরীরের সকল পাপ দূর হইল।" যে পাদপদ্ম হইতে পতিতোদ্ধারিণী কলুষ-নাশিনী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, যে পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ব্যস্ত, যে পাদপদ্মের ছায়া-স্পর্শের জন্ত যোগি-ঋষিগণ ব্যাকুল, সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের পাদোদক ভক্তগণ মহানন্দে পান করিলেন।

ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? নিত্যানন্দের পাদোদকের এমনই শক্তি যে, পান করিবামাত্রই ভক্তগণ সকলেই ভগবৎপ্রেম লাভ করিলেন, তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা দূর হইল, ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে গেল, হৃদয় পবিত্র হইল। সকলে প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া হাসিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য-দর্শনে আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গৌর-নিতাই হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের পাদ-বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। ভক্তগণ গৌর-নিতাইকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই প্রেমে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ গাইতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ "হরি বোল" "হরি বোল" বলিতেছেন, কেহ বা গড়াগড়ি যাইতেছেন। নবদ্বীপ আজ আনন্দধাম। নবদ্বীপে আজি সুখের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছে, নবদ্বীপবাসী সংসার ভুলিয়া গিয়াছে, প্রাণের আকুলতায় আত্মহারা হইয়াছে। গৌর-নিতাই অপার আনন্দে বিভোর হইয়া

নাচিতেছেন, খেলিতেছেন, গাইতেছেন। বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল-প্রবাহে প্রভুর প্রভুত্ব, ভক্তের লঘুত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, মূর্খের মূর্খত্ব সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। যেন সকলেরই শরীর হইতে ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সকলেই প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন হরিধ্বনি হইতেছে। এইরূপে বহুক্ষণ লীলাখেলা করিয়া গৌর-নিতাই সুস্থির হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, তোমার একখানা কৌপীন আমাকে দাও।" এই কথা শুনিয়া নিতাই হাসিতে লাগিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ চাওয়া চাহির পর শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই নিত্যানন্দের একখানা কৌপীন আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিলেন। বলিলেন, "ভক্তগণ! তোমরা সকলে এই বস্ত্র মস্তকে বন্ধন কর; নিত্যানন্দ ভগবানের অবতার, তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে।"

"সকল বৈষ্ণব-মণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা, বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই বলিয়া মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য—নিত্যানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম! তাঁহাকে যে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বেষ করে সে ভক্ত হইলেও আমার প্রিয় নহে।

"ইহান চরণ শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ-মহিমা সাধারণ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাঙ্গালার অবস্থা

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

(গীতা)

শ্রীগৌরাঙ্গ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে আজ চারি শত বৎসরের অধিককালের কথা। এই সময় হোসেন খাঁ নামক জনৈক পাঠান গৌড়ের রাজা ছিলেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ের হিন্দু-রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুবুদ্ধি রায় যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় তিনি হোসেন খাঁর অবৈধকার্য্যের নিমিত্ত এক সময় তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁর হৃদয়ে এই বিদ্বেষ-বহ্নি তুষানল-প্রায় জ্বলিতেছিল, হোসেন খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব প্রভুর প্রাণ বধ না করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে যবনের জল পান করাইয়া ছিলেন। পরে তিনি এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের

জন্ম কাশীধামে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া হরিনাম করিতে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন। এই মুসলমান রাজার অধীনে কাজী উপাধিধারী কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, ইঁহারা সৈন্ত-সামন্তে বেষ্টিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপের অন্তর্গত বেলপুখুরিয়া গ্রামনিবাসী চাঁদ কাজী, মুলুক কাজী ও শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী গোরাই কাজী প্রধান ছিলেন। ইঁহারা হিন্দু-দিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। এই সময় ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য করিতেন এবং অন্যান্ত জাতীয় লোক তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ কদাচিৎ রাজকার্য্য করিতেন, ইহারা সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন। শ্রীজগন্নাথ রায় ও মাধব রায় বলিয়া দুই জন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে কোটালের কার্য্য করিতেন, ইহারা শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহারাই জগাই মাধাই বলিয়া বিখ্যাত।

এই সময় বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপই বিদ্যা, বাণিজ্য ও সভ্যতাতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। নবদ্বীপের সর্ব্বত্রই বিদ্যাচর্চ্চা হইত। বিদ্বান্‌কে সকলেই আদর করিত, মূর্খকে পশুবৎ ঘৃণা করিত। সমাজের অধিকাংশ লোকেই শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবের সংখ্যা নামমাত্র ছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীই এ সময়ের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই সকল পদাবলী বৈষ্ণবগণ ভক্তি-সহকারে পাঠ করিতেন। বস্তুতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা অমৃতের উৎস-স্বরূপ; পড়িলে ভক্তিরসে হৃদয় স্বতঃই আর্দ্র হইয়া যায়। স্বয়ং মহাপ্রভুও এই কবিতা শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায় নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম তখন নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় অসাধারণ প্রতিভাশালী রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় যাইয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দ ও তন্ত্রশাস্ত্রের রাজা কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র ছিলেন। তখন নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়াছিল।

যদিও বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপে তখন সর্ব্বতোমুখী উন্নতিই বিদ্যমান ছিল বটে তথাপি একটি বিষয়ের বড়ই অভাব দৃষ্ট হইত। ধর্ম্মচর্চ্চা একেবারেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, শুধু নবদ্বীপ কেন সমগ্র বঙ্গদেশেই ধর্ম্মরাজ্যে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

হীন-চরিত্র তান্ত্রিকগণের পাশবিক অত্যাচারে, মুসলমান রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতায়, বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের ধর্ম্মভাববিহীন শুষ্ক মায়াবাদে, মানবহৃদয়ের ভক্তিবৃত্তি একরূপ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রের কূট তর্ক লইয়াই বিব্রত থাকিতেন, সমাজে যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাঁহারাও স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা-পালনই স্বর্গের প্রশস্ত সিঁড়ি বলিয়া মনে

করিতেন। বাস্তবিক ধর্ম্মভাব একেবারেই শূন্য হইয়াছিল। তখন উন্নতিশীল নবদ্বীপেও বাহুবল এবং জ্ঞানবলেরই প্রাধান্য ছিল। এক দিকে প্রবলপ্রতাপ প্রতাপ রুদ্র ও চাঁদ কাজির বাহুবল, অন্যদিকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জ্ঞানবল। বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিক অবনতির এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে শ্রীভগবান্ স্বয়ং চৈতন্যদেব-রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এই উভয় শক্তির মধ্যে ভক্তিবলের প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভাবে প্রকাশ

"প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গকে এতদিন সকলে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিত, কিন্তু একণে তিনি জীব দুঃখে কাতর হইয়া ভগবান্ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার বিনীত ব্যবহার, অকৃত্রিম ভক্তি, সর্ব্বজীবে দয়া ও অপূর্ব্ব বৈরাগ্য দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তিমান্ ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করিয়া বহুলোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইতে লাগিল। নবদ্বীপে প্রেমের হিল্লোল বহিতে লাগিল, ভক্তগণ হরি-সংকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন, প্রেমের বন্যায় নদীয়া নগরী ডুবিয়া গেল। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিহীন মানবগণের হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চারের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পরম দয়ালু, জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর। ধর্ম্মের বিমল সুখ লাভ করিয়া মানবগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করুক ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা।

এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি আর হরিদাস আমার সহায় হও। এ কার্য্য অন্য দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। তোমরা এই নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার কর এবং কি ছোট, কি বড়, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি সাধু, কি অসাধু জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই মধুর হরি নাম দিয়া উদ্ধার কর।"

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥
কাহারো হৃদয়ে নহিবেক দুঃখ শোক।
সংকীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্বলোক॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

হরিদাস ও নিত্যানন্দ উভয়েই সন্ন্যাসী, পরম দয়ালু ও শক্তিসঞ্চার-ক্ষম। কাজেই উপযুক্ত লোকের উপর এই মহৎকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইল। এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মরাজ্যের স্বাধীন রাজা এবং নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সেনাপতি হইলেন। ধর্ম্মবীর নিত্যানন্দের হরিনাম-ভেরীর বিজয়-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদের ভক্ত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল; নবদ্বীপে এই প্রথম রীতিমত হরিনাম প্রচার আরম্ভ হইল। হরিদাস নিত্যানন্দের সহকারী হইলেন। এখানে প্রসঙ্গাধীন হরিদাসের বিবরণ কিছু বলা যাইতেছে। ইহার বাড়ী বনগ্রাম মহকুমার অধীন

বুঢ়ন গ্রামে। ইনি ব্রাহ্মণপুত্র, মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া যবন হরিদাস নামে খ্যাত। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন, হরিনামের প্রতি তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ছিল। ইনি বনগ্রামের নিকট বেনাপোলের জঙ্গলে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় হরিনাম জপ করিতেন।

বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খাঁন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক, অত্যাচারী ও ভক্তদ্বেষী। হরিদাসের ভজন সাধন তাঁহার ভাল বোধ হইল না। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পরমা-সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। হরিদাস ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার শরীরের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও ভগবন্নিষ্ঠা দেখিয়া সেই বেশ্যার মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তখন সে পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদাসের শ্রীচরণ আশ্রয় করিল। হরিদাস তাহাকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যবন হরিদাস হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া মুসলমান কাজি মুলুকপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। হরিদাসের অমায়িক ভাব, ভগবদ্ভক্তি ও বি[illegible] দখিয়া মুলুকপতির কঠিন হৃদয় কোমল ভাব ধারণ করিল। [illegible] তনি তাঁহার মন্ত্রীর অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না। ম[illegible] ড়াই কাজি বলিল, "হরিদাসের সমুচিত শাস্তি না দিলে মুস[illegible] ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইবে।"

তখন মুলুকপতি বাধ্য হইয়া হরিদাসের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। এই প্রাণদণ্ডও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। এমন কঠোর দণ্ডের নাম শুনিয়াই শরীর শিহরিয়া উঠে; কিন্তু হরিদাসের হৃদয় বিচলিত হইল না। তখন গোরাই কাজি

বলিল, "হরিদাস! যদি তোমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে এখনও কলমা পড়, হরিনাম ছাড়। হরিদাসের হরিনামে অচলা ভক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা! তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥"

তখন হরিদাসকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া ঘাতকগণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিদাস বদন ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনে বেত্রাঘাত-জনিত কষ্টের কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

ভগবান্ হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। হরিদাস কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীব-জগতে নামের মহিমা প্রকাশ করিলেন। প্রেমের পরীক্ষা আত্মদানে। আজ হরিদাস ভগবানের জন্য আত্মদান করিতেছেন, হরিদাসের পক্ষে ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে, এই ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তিনি উচ্চৈঃ-স্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন এবং ঘাতকদিগের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, ইহাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর।" এইরূপে হরিদাস বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন মুসলমানগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়া তিনি তীরে উঠিলেন। তাহার পর অদ্বৈত প্রভুর নিকট কিছুকাল থাকিয়া পরে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, এবং ক্রমশঃ তিনি মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত হইয়া উঠেন। এই হরিদাস নিত্যানন্দের সঙ্গী হইলেন, ইহাতে নিত্যানন্দের আনন্দের

সীমা রহিল না। নিত্যানন্দ যে প্রেমের উৎস, হরিদাসের সাহচর্য্যে তাহা বেগবতী নদী হইল। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন ;
হেন কৃষ্ণ বল ভাই, হই এক মন।
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমাকে কিনয়া লও বল গৌর হরি॥
তোসবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন ভাই! গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার॥"

দুইজন নবীন সন্ন্যাসী প্রভাতে "শ্রীহরি-নাম" প্রচার করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলেই আগ্রহের সহিত ভিক্ষা দিতে আসিত ; তাঁহারা বলিতেন, "ভাই ! তোমরা কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ এই আমাদের ভিক্ষা ; আমরা অন্য ভিক্ষা চাই না।" এই বলিয়া ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা ঘরে ঘরে নাম বিলাইতে লাগিলেন। এই সময় বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলিয়াছেন,—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥
আমার নিতাই বলে হরি ব'লে কিনে লও আমারে।
যে জন সদা হরি ভজে রাখে প্রাণ মাঝারে॥
গৌর প্রেমে বাঁধা রহ ইহ পর জীবনে।
তাই বলি গৌর ভজ কায়মনোবাক্য প্রাণে ॥

সে জন আমার হয়, আমি হই তাহার রে।
নিতাই যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি—
আমাকে কিনিয়া লও বল গৌর হরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় রে।
সোণার প্রতিমা যেন ধূলায় লুটায় রে,
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল রে।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল রে॥"

দুইজনেরই সুন্দর মূর্ত্তি, সন্ন্যাসী-বেশ, অপূর্ব্ব তেজঃ, বিশেষতঃ নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অনেক লোক মুগ্ধ হইতে লাগিল। আবার অন্য দিকে কেহ মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলে ইহারা ভাল লোক নহে, প্রচ্ছন্ন ভাবে সন্ন্যাসী সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। কেহ বলে ইহারা পাগল, এইরূপে নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ধর্ম্মজগতে এরূপ দৃশ্য প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিত্যানন্দ স্বভাবতঃই একটু রহস্য-প্রিয় ছিলেন, কাজেই হরিদাসের সহিত নাম বিলাইতে যাইয়া অনেক সময় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন, ইহাতে হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। নিতাই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেই গঙ্গায় নামিয়া পড়িতেন, এবং নির্ভয়-চিত্তে সন্তরণ করিতেন। হরিদাস তীর হইতে ডাকিতেন, "শ্রীপাদ, উঠ।" নিত্যানন্দের সে দিকে দৃষ্টিমাত্র নাই, তিনি পরমানন্দে গঙ্গায় সন্তরণ করিতেন। ক্ষুধা লাগিলে পথিমধ্যে দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেই অমনি দোহন করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন। কখনও বা বড় বড় ষাঁড় দেখিলে লম্ফ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসিতেন এবং "আমি মহাদেব"

এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন। হরিদাস অত্যন্ত ধীর; কাজেই তাঁহার এই সমুদয় চঞ্চলতা ভাল বোধ হইত না। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এইরূপে অযাচিত ভাবে নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন,— এবং প্রেমাবিষ্ট চিত্তে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছেরে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয়॥"

নিতাই ও হরিদাস উভয়েই ভক্তিমান, বিশ্বপ্রেমিক ও ভগবন্নিষ্ঠ। সর্ব্বজীবের হিতসাধনই তাঁহাদের প্রাণের ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ না হইবে কেন? সকলেই তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহারা হরিনামে দেশ মাতাইয়া উঠাইলেন। সর্ব্বত্রই হরিনামের ধ্বনি উঠিতে লাগিল, আপামর সাধারণ সকলেই ভক্তিসাগরে ডুবিয়া গেল, নদীয়া নগরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল। নিতাই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই অকাতরে প্রেমদান করিতে লাগিলেন। নদীয়াবাসী সকলেই হরি সংকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জগাই মাধাই

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্‌ব্যবহিত হি সঃ॥"

(গীতা)

নিতাই ও হরিদাস দুইজনে শ্রীহরি-নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের হৃদয়ে এতদিন যে প্রেমের প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে তাহা স্বর্গীয়া মন্দাকিনীর শতধারায় প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবন করিতে উদ্যত হইল।

এই সময় হোসেন সাহ গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার অধীনে জগন্নাথ ও মাধব নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমার নবদ্বীপের প্রধান কোটালের কার্য্য করিতেন। ইহারা অত্যন্ত হীন-চরিত্র ছিলেন।

সর্ব্বদা মদ্যপান করিতেন, সুযোগ পাইলেই নগর লুঠপাট করিতেন, নরহত্যা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মই ইহাদের অকরণীয় ছিল না। নিরন্তর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহাদের হৃদয় পাষাণতুল্য হইয়া গিয়াছিল, মানবের কাতর ক্রন্দনে ইহাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হইত না।

"সেই দুইজনের কথা কহিতে অপার ;
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ,
ডাকাচুরি পরগৃহে দাহে সর্ব্বক্ষণ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

জগাই মাধাই একে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, তাহাতে রাজক্ষমতা লাভ করিয়া আরও ক্ষমতা-দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজিদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত রাখিয়া ইহারা সর্ব্বদা অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে তখন সকলেই শঙ্কিত থাকিত। ইহারা এইরূপ বীভৎস অমানুষিক অত্যাচার করিয়াই অপার আনন্দ অনুভব করিত।

জগতে সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! জগৎ-নিয়ন্তার কি সৃষ্টি-বৈচিত্র! সকলেই সমান সুখে সুখী হয় না, সকলেই একরূপ কার্য্যে ব্রতী হয় না, সকলের হৃদয়ে একই চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় না। অথচ সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে গঠিত, কাজেই কেহ পাপকার্য্য করিয়া সুখী, কেহ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৃপ্ত, কেহ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে ব্যাকুল, কেহ অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিতে ব্যস্ত। কেহ ভগবৎ প্রেমে বিভোর, কেহ যুবতীর প্রেমে মত্ত, কেহ ঐহিক

সুখের জন্য লালায়িত, কেহ পরকালের চিন্তায় মগ্ন, কেহ প্রভুত্ব লাভে সুখী, কেহ বিশ্বজনীন প্রেমে মাতোয়ারা, কেহ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকুল, কেহ মূর্খতা লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট, কেহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুখী, কেহ ইন্দ্রিয়-সেবায় পরিতৃপ্ত, কেহ আসঙ্গ-লিপ্সায় ব্যাকুল, কেহ নির্জ্জনবাসে প্রফুল্ল, কেহ পতিপ্রাণা সতী রমণীর পবিত্রপ্রেমে অনুরক্ত, কেহ বা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দুশ্চরিত্রা পাপীয়সী কুলটার প্রণয়ে বিভোর। জীব-জগতে অণুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে বাস্তবিক সুখ বুঝি এইরূপই পরিবর্ত্তনশীল। নতুবা সুখান্বেষী মানবের এইরূপ অবস্থান্তর হওয়ার কারণ কি? সকলেই যখন সুখের জন্য ব্যাকুল তখন সুখের প্রকৃতি এরূপ বিভিন্ন কেন? কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে মানবগণ প্রকৃত যে সুখ তাহা লাভ করিতে ব্যগ্র হয় না, আপাত-মধুর পরিণাম-বিরস ক্ষণস্থায়ী যে সুখ তাহাই জীব আবেগ-ভবে অনুভব করে, বাস্তবিক তদ্দারা আত্মার পুষ্টিসাধন হয় না।

"চিত্তনদীনামউভয়তো বাহিনী;
বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ।
যাতু কৈবল্য প্রগ্‌ভারা,
বিবেক বিষয় নিম্না সাকল্যাণ বহা।
সংসার প্রাগ্‌ভারা অবিবেক বিষয় নিম্নাপাপবহা।
তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয় স্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে,
বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে।"

(পাতঞ্জল ভাষ্য)

চিত্তরূপ নদী উভয় দিকে প্রবাহিত। উহা মঙ্গলের নিমিত্ত এবং

অমঙ্গলের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহ কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারা-বিবেক-বিষয়-নিম্ন, তাহা কল্যাণকর; যে প্রবাহ সংসার-প্রাগ্‌ভারা-অবিবেক-বিষয়-নিম্ন তাহা দুঃখজনক। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়-স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকানুশীলন দ্বারা বিবেক স্রোত প্রশস্ত হয়। জগাই মাধাই দুই ভাই সর্ব্বদাই রাজসিক সুখে মত্ত থাকিত, তাহাদের চিত্ত-নদী সংসার প্রাগ্‌ভারা ও অবিবেক-বিষয়-নিম্না ছিল। কাজেই তাহারা সর্ব্বদা অসৎকর্ম্ম দ্বারাই আপনাদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিত। ইহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া পরম দয়ালু নিতাইর হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি হরিদাসকে বলিলেন, "ভাই, এই দুইটী অধম পাপীকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদিন হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম বিলাইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহারা দুইজনে জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভাই তোমরা কৃষ্ণনাম কর।"

"কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন;
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।"

দুই ভাই মদ্য পান করিয়া বিভোর হইয়াছে, তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, বাহ্যজ্ঞান শূন্য। যাহারা হরিনামের চির-বিরোধী, যাহাদের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত কেহ ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে সাহসী হয় নাই, আজ তাহারা নিতাইর মুখে হঠাৎ কৃষ্ণনামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল, "কোন্ বেটা এ সময় কৃষ্ণনাম করিয়া আমাদের অশান্তি জন্মাইতেছে? এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের নিকট কৃষ্ণ কথা! ইহাদের কি প্রাণের ভয় নাই? এখনই ইহাদিগকে ধরিয়া সমুচিত

শাস্তি প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া দুই ভাই নিতাই ও হরিদাসকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িতে লাগিল। নিতাই ও হরিদাস উভয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে হরিদাস বলিলেন, "শ্রীপাদ! তোমার যত অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ! যাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই অনুচিত। হা ভগবন্! আজ এই পাগলের সহিত আসিয়া বুঝি প্রাণটাই যায়।"

নিতাই বলিলেন, "আমার দোষ কি? যাঁহার আদেশে আসিয়াছ তাঁহার দোষ দিতে পার না? তিনি ঘরে বসিয়া আদেশ করিবেন আর আমরা পথে পথে গালাগালি শুনিব ও মার খাইয়া মরিব। ইহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, "যাহা হউক মোটের উপর এমন মাতালের নিকট আমাদের যাওয়াই ভাল হয় নাই।" নিতাই বলিলেন, "আমার দোষ কি? তুমিই তো বলিলে, "চল জগাই মাধাইর নিকট যাই।" এখন অন্যায়রূপে আমাকে দোষী করিতেছ। যাহা হউক যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন একটী কথা বলি, "তুমি প্রভুর নিকট যাইয়া বল যে, এই দুইটী পাপীকে তোমায় উদ্ধার করিতেই হইবে।" প্রজ্ঞাচক্ষু নিত্যানন্দ স্বয়ং ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে একথা বলিতেছেন ইহা শুধু মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইজন্যই "কেহ কিছু না করয়ে চৈতন্য আজ্ঞা বিনা।" হরিদাস তখন হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তোমার যখন ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছে, তখন বুঝিলাম যে এই দুই পাপী অবশ্যই উদ্ধার হইবে!"

এইরূপে আলাপ করিতে করিতে তাঁহারা দুইজনে যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। জগাই মাধাইর আনুপূর্ব্বিক

সমুদয় বিবরণ জানাইয়া নিতাই বলিলেন, "প্রভু, আর আমরা তোমার আদেশ পালন করিতে যাইব না, হরিনাম বিলাইতে যাইয়া আজ আমরা বড়ই অপদস্থ হইয়াছি। জগাই মাধাই আমাদিগের প্রতি যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, ইহা দেখিয়া সকলেই আমাদিগকে ঠাট্টা করে ও গালি দেয়, তাহারা বলে, "যেমন ইহারা ভণ্ড তপস্বী, তেমনই ইহাদের শাস্তি হইয়াছে। তুমি ঘরে বসিয়া কাজ কর, বাহিরের গঞ্জনা তোমাকে সহ্য করিতে হয় না, যত অত্যাচার আমাদিগকেই সহ্য করিতে হয়। সাধুকে সৎপথে আনা সহজ, ইহা সকলেই পারে; কিন্তু পাপীকে সৎপথে আনাই কঠিন। যদি তুমি দুরাচার পাপী জগাই মাধাইকে হরিনাম লওয়াইতে পার তবেই তোমার মহিমা বুঝিতে পারি।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি যখন জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তাহাদের মুক্তি লাভ অনিবার্য্য।" ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং নিত্যানন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

—:*:—

নিত্যানন্দের প্রেম

"সাধূনাম্ দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধু সমাগমঃ॥"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম প্রচার করিতে যাইয়া তাড়া খাইয়াছেন। নিতাই পরম দয়ালু ও পর দুঃখে কাতর। জগাই মাধাই দুই ভাইয়ের এই দুর্দ্দশা ও ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন। এই পাপী দুইটিকে যেরূপেই হউক উদ্ধার করিতেই হইবে ইহাই এখন নিত্যানন্দের মূলমন্ত্র হইল। একদা নিত্যানন্দ হরিনাম প্রচার করিতে নগরে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইলেন।

জগাই মাধাই একে হরিনামের বিরোধী, তাহাতে সর্ব্বদাই মদ্য-

পান করিয়া বিভোর, বাহ্যজ্ঞান রহিত, কাজেই তাহারা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল কেরে বেটা। এ সময় হরিনামের ধ্বনি করিতেছিস্? তোর নাম কি? প্রভু বলিলেন "নিত্যানন্দ অবধূত।"

"অবধূত? তুই কি জানিস্ না যে জগাই মাধাই হরিনামের বিরোধী, জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম করিলে আর তাহার রক্ষা নাই? তুই জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভণ্ডামী করিতেছিস্, তবে দাঁড়া এখনি তোর সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া মাধাই রোষ-কষায়িত-লোচনে অধর দংশন করিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে ধাবিত হইল। জগাই মাধাইর অবস্থা দেখিয়া নিতাইএর ভয় কিংবা ক্রোধ হইল না; কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি আস্তে ব্যস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মাধাই দেখিলেন যে সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত না হইয়া বরং অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, ইহাতে তাহাদের ক্রোধ আরও দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। তাহারা দুই ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। প্রভুর করুণ দৃষ্টিতে দুরাচারগণের লৌহ তুল্য কঠিনহৃদয় নরম হইল না।

"সে অরুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল॥"

নিত্যানন্দ দুই ভাইকে দেখিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বাষ্পাকুল-লোচনে বলিতে লাগিলেন "ভাই জগাই! একবার হরিবল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।" জগাইর হৃদয় মাধাই অপেক্ষা একটু কোমল, কাজেই নিত্যানন্দের কাতরোক্তি তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু মাধাইর হৃদয় কিছুতেই টলিল না, বিশেষতঃ

হরিনামের কথা শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন মহাক্রোধে এক ভগ্ন কলসীর কাণা তুলিয়া নিত্যানন্দের পবিত্র মস্তকে আঘাত করিল। তাঁহার মস্তক হইতে দর-দর-ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

"ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে,
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

পরম কারুণিক নিতাই মাধাইর দারুণ আঘাতে ব্যথিত না হইয়া তাহারা দুই ভাই উদ্ধার হইবে ইহাই মনে করিয়া "গৌর" "গৌর" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া রুধির ধারার সহিত মিশিয়া গেল। তিনি বিশ্বজনীন প্রেমে আকুল হইয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ;—

"মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি,
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই,
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥"

"ভাই! মারিলি, মারিলি, তবু একবার মধুর হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া নে।" এ ছবি জগতে অতুল্য! করুণার এই মধুর চিত্র দর্শন করিয়া দর্শকগণ স্তম্ভিত হইল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধভাবে এই চিত্র দর্শন করিল। সমাগত জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে দূরাগত বজ্র নির্ঘোষবৎ উচ্চ সাধুবাদ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যাহা কোন যুগে কোন ধর্ম্মবীর কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয় নাই, আজ পরম কারুণিক নিত্যানন্দ বিশ্বজনীন প্রেমের

সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শন করিলেন। ক্ষমার দ্বারা অক্ষমাকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে এবং ধর্ম্মবল দ্বারা বাহুবলকে পরাস্ত করিলেন। প্রভো! তুমি ধন্য! না হইলে পতিতপাবন নাম ধরিবে কেন?

নিত্যানন্দের এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়াও মাধাইর কঠিন-কুলিশ-হৃদয় বিচলিত হইল না। যে ব্যক্তি আজীবন হত্যাকার্য্যে লিপ্ত আছে, যাহা কর্ত্তৃক অমানুষিক বীভৎস কার্য্য সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যে নির্দ্দয়ের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, তাহার হৃদয় কোমল হইবে কেন? মাধাই পুনরায় নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল! জগাইর হৃদয় মাধাই অপেক্ষা কিছু কোমল, সেও অনেক দুষ্কার্য্য করিয়াছে বটে; কিন্তু এরূপ বিশ্বপ্রেমিক, উদারচেতা ক্ষমাশীলের অপূর্ব্বচিত্র কখনও তাহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই। সে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল, তাহার কঠিন ভাব দূর হইল, পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল। জগাই অমনি মাধাইএর হাঁত ধরিয়া বলিতে লাগিল :—

"নিতাইকে আর মের না ও মাধাই।
নিতাইর চাঁদবদন, দেখলে শীতল হয় জীবন,
আমার ইচ্ছা হয় যুগল চরণ হৃদে ধরে প্রাণ জুড়াই।
নিতাইর মাথায় শিখা,ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্গে হরির নাম লেখা,
কি অপরূপ ভঙ্গী বাঁকা, রূপের সীমা নাই।
ভক্তি-বসন নিয়ে গেলে, পড়্‌গে নিতাইর চরণতলে,
মাইর খাইয়ে দয়া করে, এমন দয়াল দেখি নাই।
নিতাইর সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, তাহে বহে প্রেমধারা,
ত্রিজগতে এমন দয়াল কভু দেখি নাই;

মত্ত হরির নাম গানে, হরি বিনে নাহি জানে,
করে ধরি বিনয় করি মারিস্ নারে ও মাধাই।
কত যোগীঋষি ব্রহ্মচারী, কত পুরুষ কত নারী,
প্রাণে মারি বিনাশ করি, দয়া করি নাই ;
আজ কেন প্রাণ এমন হ'ল, পূর্ব্ব স্বভাব দূরে গেল,
চাঁদবদনে হরি বল, ডাকাতীর আর কার্য্য নাই ॥"

জগাই আরও বলিল, "মাধাই! ক্ষান্ত হও। এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি অতি নিষ্ঠুর! এই মধুর মূর্ত্তি, এই বিশ্বজনীন প্রেম, দেখিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? আর না, মাধাই! যথেষ্ট হ'য়েছে; এই বিশ্ব বিমোহন চিত্র দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি এখন ক্ষান্ত হও।"

"কেন হেন করিলে? নির্দ্দয় তুমি দঢ় ;
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়?
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর ;
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার? ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই সংবাদ ক্রমশঃ মহাপ্রভুর নিকট পৌছিল। তিনি এই কথা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ভক্তগণ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন যে, নিত্যানন্দের বিশাল বপুঃ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, নেত্রযুগল হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। এই অবস্থা

দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর মুখ-চন্দ্র প্রভাতকালের শশধর অপেক্ষাও মলিন হইল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে যাইয়া নিতাইকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ অঞ্চল দিয়া রক্ত মুছাইতে লাগিলেন।

"নিতাইর অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেহারে॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে॥
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

নিতাইএর অবস্থা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন তাঁহার নেত্রযুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখন মাধাইকে বলিলেন, "মাধাই! তুই আমার নিতাইকে মার্‌লি কেন? ঐ দেখ নিতাইর চাঁদবদন শুকাইয়া গিয়াছে, মাধাই! যদি তোর একান্তই মারিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে তুই আমাকে মার্‌লি না কেন?

"মাধাই! যদি মারবো ব'লে ছিল তোর মনে;
তবে মাধাই আমায় তুই না মারলি কেনে?"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

নিত্যানন্দের অমানুষিক প্রেম ও অলৌকিক ক্ষমাশীলতায় জগাই মাধাই পূর্ব্ব হইতেই বিনম্র হইয়াছিল, এখন স্বয়ং মহাপ্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি ও দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া তাহারা একবারে মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের

ন্যায় মুগ্ধ হইয়া গেল। তখন মহাপ্রভুর শান্তভাব দূর হইল, তিনি ক্রোধভরে রোষকষায়িত লোচনে তাহাদের দুই ভাইয়ের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন। "দুরাচার! এতকাল পাপকার্য্য করিয়াও কি তোদের তৃপ্তিলাভ হয় নাই? প্রস্তর ঘসিতে ঘসিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তোদের পাষাণ হৃদয় কি কিছুতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল না? শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কি তোদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না? এই সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোরা কি লাভ করিলি?"

জগাই মাধাই নদীয়ার মধ্যে বাহুবল ও রাজশক্তিতে বলীয়ান, এতকাল যাবৎ নানাপ্রকার বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; কিন্তু কোথাও এরূপ বজ্রনির্ঘোষ মর্ম্মস্পর্শী কর্কশ বাক্য শ্রবণ করে নাই, মহাপ্রভুর বাক্যগুলি যেন তাহাদের শরীরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুৎ-বেগে প্রবেশ করিল। যে জগাই মাধাই ইচ্ছা করিলে এরূপ শত শত ব্যক্তিকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে, আজ তাহারা গৌর নিতাইর নিকট হিম-জীর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মুখে বাক্য নাই, নীরব, নিস্পন্দ! যাহারা কখনও কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই আজ তাহারা সামান্য দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট মস্তক অবনত করিল, এটী বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু বলা বাহুল্য ভগবৎ শক্তির নিকট সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হয়।

এদিকে মহাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি ক্রমেই উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি মহাক্রোধভরে বলিলেন, "পাপাত্মন্! তোরা নিরহঙ্কার, অক্রোধ পরমানন্দ প্রাণাধিক নিত্যানন্দকে আঘাত করিয়া পাপের পূর্ণতা সাধন করিয়াছিস্। এখন তাহার সমুচিত শাস্তি গ্রহণ কর!" জগাই মাধাই ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে লাগিল। মহাপ্রভু যে তাহাদিগের

প্রকৃত শাস্তা, একথা যেন তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। কঠিন অপরাধের জন্ম মহাপ্রভু কিরূপ দণ্ডের আদেশ করিবেন, এই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারা মহাপ্রভুর দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভাবের আবির্ভাব হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। প্রভু সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের অবমাননা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। তাহাতে আবার নিত্যানন্দ প্রাণাধিক ("দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ")। মহাপ্রভুর পক্ষে এটী বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন তিনি মাধুর্য্য বিস্মৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভক্ত-বিদ্বেষীকে কঠোর দণ্ডপ্রদান করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল। মহাপ্রভু স্বয়ং চক্রধর; তখন তিনি তাঁহার সেই পাষণ্ডকুল নির্ম্মূলকারী ভক্ত-জীবন-রক্ষাকারী অতুল শক্তিশালী সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন।

"রক্ত দেখি ক্রোধেতে বাহ্য নাহি মানে।
চক্র, চক্র, চক্র, প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভগবদ্ভাবে বিভোর, তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অমানুষিক প্রভা তীব্রবেগে বাহির হইতেছে। জগৎ দেখিল, উপস্থিত জনসাধারণ দেখিল যে, ভগবান্ এইরূপেই ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুকে সুদর্শন চক্র আহ্বান করিতে দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তখন মুরারি গুপ্ত সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন,

মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান্ আবির্ভূত হইতেন। তখন মুরারি গুপ্ত হনুমানভাবে আশিষ্ট হইয়া বলিলেন, "প্রভু, সুদর্শনকে আহ্বান করিতেছেন কেন? আমাকে আদেশ করুন, আমিই দুই বেটাকে সংহার করি।"

জগাই মাধাই উপস্থিত বিপদ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। যাহাদের জীবনে কখনও আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই, আজ সামান্য দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট তাহাদের হৃদয় সহসা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, প্রত্যেক ধমনীতে রক্তস্রোত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহারা দেখিতে পাইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! সমুদয় জগৎ ঘুরিতেছে, মৃত্যুর ভীষণ চিত্র যেন সম্মুখে বেড়াইতেছে, আর সময় নাই, বুঝি প্রাণ যায়।

অবস্থা অতি গুরুতর দেখিয়া নিতাই ত্রস্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, কর কি? ক্ষান্ত হও। এবার যে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? কলিযুগে নাম-প্রেমে জগৎ মাতাইতে আসিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কেন? সুদর্শন সম্বরণ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। জগাই মাধাই মহাপাপী, ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। প্রভু, পাপীকে যদি উদ্ধার না কর, তবে উদ্ধার করিবে কাহাকে? আর জগাইর তো কোন দোষ নাই, সে মাধাইকে মারিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছে। মাধাইও ভয়প্রদর্শন জন্য একখণ্ড কলসীর কানা ছুড়িয়া ছিল হঠাৎ আমার মস্তকে লাগিয়াছে, এজন্য আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। অতএব প্রভু, তুমি এই দুইটী ভাইকে আমায় ভিক্ষা দাও। আমি ইহাদিগকে লইয়া তোমার পতিতপাবন নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করিব।"

"মাধাই মারিতে প্রভু। রাখিল জগাই ;
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর ;
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিতাইএর কাকুতি মিনতিতে প্রভুর ক্রোধ দূর হইতেছে না দেখিয়া নিতাই পুনরায় বলিলেন, "প্রভু, আমি সত্য বলিতেছি মাধাইএর আঘাতে কিছুমাত্র দুঃখ পাই নাই। তুমি এই ভ্রাতৃ-যুগলকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দিয়া উদ্ধার কর।" এই সমস্ত কাতরোক্তিতেও মহাপ্রভু কোমল হইতেছেন না দেখিয়া নিতাই আবার বলিলেন, "প্রভু, জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহার তো কিছুমাত্র দোষ নাই, তবে ইহার প্রতি ক্রোধ কেন?" এই কথা শুনিবামাত্র প্রভুর কঠিন ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বল কি? এই জগাই তোমাকে রক্ষা করিয়াছে? হারে জগাই! তুই আমার প্রাণপ্রতিম নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করিয়াছিস্? তবে তো ভাই, তুই আমাকে কিনিয়াছিস্; আমি তোরই হইলাম। আমি তোকে কি দিব? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোকে অনুগ্রহ করুন, তোর কৃষ্ণ-প্রেম হউক।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে বিহ্বল হইয়া মহাপাপী জগাইকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন।

মহাপ্রভুর বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবামাত্র জগাই কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার দেহে ভক্তি-উদ্দীপক সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইল। জগাইএর শরীরের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। পাঠক!

ইহাকেই বলে "শক্তি সঞ্চার"। মহাপুরুষগণ এইরূপেই শক্তি সঞ্চার করিয়া পাষণ্ডদলন ও পাপী উদ্ধার করিয়া থাকেন। বস্তু-শক্তি যে প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যকরী হয়, ঐশীশক্তিও সেই প্রকার পাপ পুণ্য নির্ব্বিশেষে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অগ্নি স্পর্শে স্বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, সাধু-চরণ স্পর্শেও মানবগণ তদ্রূপ পবিত্রভাব ধারণ করে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন,—

"সাধুনাম্ দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধু-সমাগমঃ॥"

জগাইর অবস্থা দর্শনে জনসাধারণ বিস্মিত হইল। ভক্তগণ মহানন্দে গৌর-নিতাইএর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হরিনামের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ জগৎ জানিল, ভক্তগণ দেখিল, যে ভগবানের মহাশক্তির নিকট নদীয়ার রাজা জগাই মাধাইএর বলদর্প, ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, অনুচিত প্রভুত্ব, সমুদয়ই খর্ব্ব হইল। উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলী মহোল্লাসে "জয় গৌরাঙ্গ" "জয় নিত্যানন্দ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হইল দেখিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

"ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া।
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

প্রায় চারি শতাধিক বৎসর অতীত হইল গৌর নিতাই যে তারক-ব্রহ্ম হরিনাম দ্বারা জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আজও

সেই পতিতপাবন গৌর নিতাইএর মধুর হরিনামের ধ্বনিতে ভক্ত হৃদয় অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত হইতেছে। আজও ভক্তগণ মহানন্দে গৌর-নিতাইএর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনে যে প্রকার আত্ম-প্রসাদ জন্মে, পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই প্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। আজ জগাই মাধাইএর পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে ঘোরতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে পাপের ভীষণ চিত্র সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রভুর অনুগ্রহে জগাই কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু মাধাইএর হৃদয় ভীষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত মহাপাপের ভীষণ নরকাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, সে হৃদয়-দহনকারী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

মাধাই জীবনে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়াছে অনেক বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই, আজ হঠাৎ তাহার কঠিন হৃদয় এরূপভাবে কাঁপিয়া উঠিল কেন? ইহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এরূপ কোমল কাঠিন্যের একত্র সমাবেশ, এরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার কোনদিনের তরেও তো তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, তাই গৌর নিতাইএর ঐশী শক্তি ও অলৌকিক প্রেমের কথা চিন্তা করিয়া মাধাই একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল, তখন "দয়াল নিতাইকে মারিয়া আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে প্রাভাতিক সঙ্গীত গান করিয়া উষাবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে রত

হইল; কিন্তু জগাই মাধাই সুস্থির হইল না। তাহাদের হৃদয় ঘোরতর অশান্তিতে পূর্ণ, কিরূপে এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহারা এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভুর আলয়াভিমুখে ধাবিত হইল। এবং মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া "ঠাকুর" "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। জগাই মাধাইকে প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নদীয়ার লোক চমকিত হইল।

"কাতর হইয়া দোঁহে ধায় উর্দ্ধমুখে;
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে।
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈলা উপনীত;
ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

মহাপ্রভু জগাই মাধাইএর ডাকে উঠিলেন, এবং তাহাদিগের দুই ভাইকে আনয়ন করিবার জন্য মুরারিকে আদেশ করিলেন। মুরারির দেহে শ্রীহনুমান্ প্রকাশ পাইতেন, মুরারি হনুমান্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া একাই বলদর্পে জগাই মাধাই দুই ভাইকে মহাপ্রভুর নিকট আনয়ন করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে জগাই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের সংহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে; কিন্তু এখন মহাপ্রভুর করুণাপূর্ণ ভুবনমোহনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল। মনে করিল প্রভু তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। এই ভাবিয়া দুই ভাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। তাহাদের অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধৌত করিল। অমনি তাহারা "প্রভো! রক্ষা কর" বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

"প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয়া তারা দুই ভাই কান্দে॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

তখন প্রভু বলিলেন, "কি জন্য তোমরা এখানে আসিয়াছ? তোমরা না নদীয়ার রাজা? তোমরা যে বলদর্পে, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া জীবগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ, আজ সেই সমুদয় ভুলিয়া গিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন? আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব না।"

"নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন।
রাজা হ'য়ে কি কারণে কান্দহ এখন॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

এই কথা শুনিয়া তাহাদের অনুতাপানল দ্বিগুণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা অমনি বাষ্পাকুল লোচনে গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আমরা মহাপাপী, আমাদের জীবনে ধিক্, আমাদের রাজত্বে ধিক্; আমরা না করিয়াছি এমন পাপ নাই, গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সকল প্রকার পাপ কার্য্যই আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপনি পতিতপাবন, পাপীকে উদ্ধার করাই আপনার কার্য্য; আজ আমাদের দুই ভাইকে উদ্ধার করিয়া আপনার পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।"

জগাই মাধাইএর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের দুইটী প্রধান উপায়। একটী আত্ম-গ্লানি ও অপরটী ভগবন্নাম-কীর্ত্তন। এ ক্ষেত্রে জগাই মাধাইএর

ঘোরতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই ইহাদের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। জগাই ইতঃপূর্ব্বেই মহাপ্রভুর অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু মাধাই আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না। ভীষণ অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, যাতনার বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মর্ম্মন্তুদ তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, অবশেষে অধীর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, "প্রভু! আমরা দুইজনেই পাপকার্য্য করিয়াছি, কিন্তু একজনকে অনুগ্রহ করিয়া অপরকে নিগৃহীত করেন কেন?"

"দুইজনে এক ঠাঞি কৈনু প্রভু পাপ;
অনুগ্রহ কেন প্রভু হয় দুই ভাগ?"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন প্রভু বলিলেন, "জগাই আমার নিকট অপরাধী বটে; কিন্তু তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমি শত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু ভক্তদ্রোহীকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। ভক্ত-দ্রোহীকে বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করাই একান্ত কর্ত্তব্য। মাধাই! তুমি নিত্যানন্দের সোণার অঙ্গে রক্তপাত করিয়া পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছ, কাজেই আমি তোমার পরিত্রাণ দেখিতেছি না, আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না।

"প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি;
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পারিলি সে তুঞি।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কহিল, "প্রভু! আমি মহাপাপী বটে; কিন্তু এখন তোমার নিকট করুণা প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষমা করাই তো তোমার কার্য্য, তুমি না অধম-তারণ? তবে এ জীবাধমকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? তুমি যখন জগৎ-পিতা, তখন তোমার এই হতভাগ্য পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? পিতার সকল পুত্রই কি গুণবান্ হয়? প্রভু! তুমি পরম কারুণিক, আর আমাকে অনু-তাপানলে দগ্ধ করিও না, আমার যথেষ্ট হইয়াছে। যদিও আমি মহাপাপী, তথাপি আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। তুমি আমাকে উদ্ধার হইবার উপায় বলিয়া দাও।" মাধাইএর করুণ আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া আর কি প্রভু স্থির থাকিতে পারেন? প্রভুর কোমল হৃদয় গলিয়া গেল, করুণ আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে হৃদয়ের ভাব যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া বলিলেন "মাধাই! তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। তিনি তোমাকে ক্ষমা না করিলে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। তুমি তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

এই কথা শুনিবা মাত্র মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের যুগল চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন "শ্রীপাদ! মাধাই নিজকৃত কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে, অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক, অতএব তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর। নিতাইর করুণ হৃদয় পূর্ব্বেই দ্রবীভূত হইয়াছে, এখন শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রভু! আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, তুমি আমার নিকট আর লুকোচুরি খেলিও না। তুমি লীলাচ্ছলে আমা দ্বারা এই দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। শুধু আমার মান

বাড়াইবার জন্য তুমি এই সমুদয় কার্য্য করিতেছ; আচ্ছা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি মাধাইকে ক্ষমা করিলাম। এমন কি আমি ইহাও বলিতেছি যে যদি আমি কোন জন্মে কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি, তৎসমুদয়ই মাধাইকে দিলাম। তুমি মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাধাইকে শ্রীচরণে স্থান দাও।"

"নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপকর সেই শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিব মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই বলিয়া নিত্যানন্দ পরমানন্দে মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র অমনি ছিন্ন মূল পাদপের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দিকে গৌর নিতাইএর বিজয় দুন্দুভি গগনভেদী স্বরে বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। অনেক পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, সমাগত দর্শক মণ্ডলী সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। যে মাধাই নদীয়ার রাজা, যাহার নামে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শঙ্কিত, আজ শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রেম-বন্যায় প্রবল প্রবাহে সেই মাধাইর বাহুবল, ধনগর্ব্ব, অনুচিত-প্রভুত্ব, বৃথা ঔদ্ধত্য সমুদয়ই শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। গৌর নিতাইএর জয় জয়ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া অনন্ত পথে বিলীন হইল।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি এই দুই-জনকে জাহ্নবী-তীরে লইয়া গিয়া ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও।" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে জগাই মাধাইকে লইয়া জাহ্নবী-তীরে উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নদীয়ার লোক সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে স্রোতের ন্যায় জাহ্নবী-তীরাভিমুখে গমন করিল। সকলেই দেখিল যে যাহারা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নদীয়ার রাজা ছিল, যাহাদিগের নাম শুনিয়া সকলেই ভীত হইত, আজ সেই নদীয়ার প্রবল পরাক্রমশালী ভীষণ অত্যাচারী দস্যু ভ্রাতৃযুগল গৌর নিতাই দুই ভাইএর নিকট ধূলায় লুণ্ঠিত। সকলেই বিস্মিত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ দুই ভাইকে বলিতে লাগিলেন,—

"আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটী ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই॥
মাধাই, মারলি মারলি করলি ভালরে,
এখন হরি ব'লে নেচে আয়।
তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড,
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড॥"

জগাই মাধাই তখন অজ্ঞান হইয়া আছেন, গঙ্গার মধ্যে যাইবার শক্তি নাই। ভক্তগণ হৃষ্টচিত্তে দুই ভাইকে স্কন্ধে করিয়া জাহ্নবী জলে লইয়া গেলেন। পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র বারি স্পর্শমাত্র জগাই মাধাইএর চৈতন্য হইল। প্রভু, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই সকলেই গঙ্গাস্নান করিলেন! জাহ্নবী-বক্ষে ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গ তখন

জগাই মাধাইএর হাতে তামা, তুলসী দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হে মাধাই! হে জগাই! তোমরা এ পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা আজ তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়া দাও।"

"তোর পাপ পরিগ্রহ করিবত আমি ;
আপন আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি।"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

এই কথা বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ হাত পাতিলেন। তখন জগাই মাধাই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবনত বদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মুখে বাক্য নাই, নয়নে ধারার বিরাম নাই, তাহারা আজ এই নূতন আদেশ শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা প্রভুর দিকে তাকাইয়া বলিল, "হায়! আমরা কি দুর্ভাগ্য, কি মহাপাপী! আমাদের তুল্য জীবাধম আর পৃথিবীতে নাই, আমাদের দ্বারা শুধু পাপের স্রোতই বৃদ্ধি হইয়াছে, কত যোগী ঋষি এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত যে শ্রীকর-কমলে সচন্দন তুলসী পুষ্প ভক্তি ভরে প্রদান করিয়া থাকেন, আজ আমরা সেই শ্রীকরে পাপ দান করিব? না না, এমন কার্য্য আমরা কিছুতেই করিব না। প্রভু, জগাই মাধাই মহাপাপী বটে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা আর এই কার্য্য হইবে না। পাপ করিয়াছি, অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিব। প্রভু, এখন আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আর তোমার ঐ অভয় চরণ আমরা বিস্মৃত না হই। আমাদের পাপরাশি অর্পণ করিয়া তোমার শ্রীকর-কমল কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিব না।"

নিত্যানন্দ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "মাধাই! তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন, আজ তোমাদের দুই

ভাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। জগৎ তাঁহার এই করুণার অপূর্ব্বচ্ছবি দর্শন করিবে, তোমাদের দ্বারা ভগবানের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে, তোমরাই আজ পাতকী-তারণ নামের প্রধান সাক্ষী হইবে, মাধাই! এমন কার্য্যে আর বাধা দিও না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরায় গম্ভীর স্বরে তাহাদের নিকট পাপ ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন "জগাই মাধাই! তোদের সমস্ত পাপ আমাকে দিয়া তোরা পবিত্র হ।" নিত্যানন্দের উত্তেজনায় ও মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় জগাই মাধাই প্রভুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তখন নিত্যানন্দ দানমন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রভুর শ্রীকরকমলে তুলসীপত্রসহ পাপরাশি উৎসর্গ করিয়া দিল। জগাই মাধাই নব-জীবন লাভ করিল। তাহাদের পশুত্ব দূর হইল। তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের সোণার বর্ণ অমনি কালিমা প্রাপ্ত হইল।

"দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর,
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন;—

"প্রভু বলে তোরা আর না করিস্ পাপ;
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। গৌর নিতাইএর বিজয় দুন্দুভি গগনভেদী

স্বরে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ জগাই মাধাই দুই ভাইকে লইয়া প্রভুর বাড়ীতে গমন করিলেন। আসিয়াই আবার সকলে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই কীর্ত্তনের প্রধান নায়ক হইলেন জগাই মাধাই।

জগাই মাধাই শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রভুর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে জগাই মাধাইএর মধুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

"একি ঠাকুরাল এ যে মাধাই নাচে। ধ্রু
জগাই নাচিলে নাচিতে পারে
আবার মাধাই নাচে।
নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে॥"

(চৈতন্য-মঙ্গল)

শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সমাগত দর্শক-মণ্ডলী সকলেই জগাই মাধাইএর এই প্রকার নবজীবন ও ভগবৎ প্রেম দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"এ দুইরে পাপী হেন না করিও মনে;
এ দুইর পাপ মুঞি লইনু আপনে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

মহাপ্রভুর এইরূপ বাক্যে জগাই মাধাই নিষ্পাপ পুণ্যাত্মার মধ্যে পরিগণিত হইলেন, তখন হইতে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ভক্তির পাত্র হইলেন।

জগাই মাধাইএর নবজীবনে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে বটে; কিন্তু অনুতাপের তীব্র জ্বালা এখনও একেবারে মন্দীভূত হয় নাই, তাই কীর্ত্তনানন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন।
স্মঙরি স্মঙরি পুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥"
(চৈতন্য-ভাগবত)

তাঁহারা দুই ভাই আর বাড়ীতে না যাইয়া ভক্তগণের বাড়ীতেই থাকিলেন। দৈনিক দুইলক্ষ হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আহার নিদ্রা সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের অনুতাপানল নির্ব্বাপিত হইল না। মাধাইএর আরও বেশী; "ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আমি রক্তপাত করিয়াছি" এই কথা যখন স্মরণ হয় তখনই মাধাই যন্ত্রণায় ছটু ফটু করিতে থাকেন।

নিত্যানন্দ তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, কত রকম বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রবোধ মানেন না। একদিন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণ যুগল ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "প্রভু, তোমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছি, আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হইবে না, আমার মঙ্গল কিছুতেই হইবে না।"

"যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়,
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়;
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ;
আরো মোর কুশল। লঙ্ঘিনু হেন অঙ্গ?"
(চৈতন্য-ভাগবত)

মাধাইএর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "মাধাই! তুমি মনে কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, তুমি আমার পুত্র তুল্য; শিশু পুত্রের করাঘাতে যেমন পিতা দুঃখ না পাইয়া বরং সুখ বোধ করেন, তোমার প্রহারেও আমি সেইরূপ ব্যথিত না হইয়া বরং সুখ বোধ করিয়াছি, তুমি আর এ জন্য বৃথা আক্ষেপ করিও না।"

"শিশু পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীনিত্যানন্দের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধাই বলিলেন, "প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে বটে, কিন্তু আমি যে জীবনে কত পাপ করিয়াছি তাহার সীমা নাই, কত সাধুজনের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছি, কত পতিব্রতা রমণীর সতীত্বরত্ন হরণ করিয়াছি, কতজনের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পথের কাঙ্গাল করিয়াছি। প্রভু, আমার কি এই সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? পূর্ব্বকৃত পাপরাশি যেন আমার মানসপটে ক্রমেই নবীনভাব ধারণ করিতেছে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয় যে আমি তাহা-দের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি; কিন্তু আমি সকলকে চিনি না, মাতাল হইয়া কাহার কি অনিষ্ট করি-য়াছি তাহা মনে নাই; কাজেই আমার সে সঙ্কল্প সাধন করিবার উপায় দেখিতেছি না।"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "যদি সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে একটী উপায় বলিতেছি, তুমি তদনুসারে কাজ কর, তবেই তোমার অভীষ্ট

সিদ্ধ হইবে। প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যে সকল লোক স্নান করিতে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট অজ্ঞাত পাপের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।”

সেইদিন হইতে মাধাই নিজে কোদালি ধারণ করতঃ গঙ্গাতীরে একটী ঘাট প্রস্তুত করিলেন এবং একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নদীয়ার ঘাটে যাইয়া হরিনামের মালা জপ করিতে লাগিলেন। যে কেহ গঙ্গাস্নান করিতে ঘাটে আসিতে লাগিল, মাধাই অমনি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণতিপূর্ব্বক কাতরস্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন :— “আমি জানিয়া কি না জানিয়া যদি কখনও আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।”

নদীয়ার রাজার এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও অলৌকিক দীনতা দর্শনে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অনেকের চক্ষেই অশ্রু দেখা দিল, অনেক পাষণ্ড গৌর নিতাইএর এই অপূর্ব্ব ঐশী শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভাবে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, অনেক পাপী মাধাইএর দৃষ্টান্তের অনুগামী হইল। সেইদিন হইতে মাধাই পরম ব্রহ্মচারী বলিয়া খ্যাত হইলেন; আর এই ঘাট “মাধাইএর ঘাট” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

ষোড়শ অধ্যায়

সংকীর্ত্তনে গৌর নিতাই।

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ। কৌরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

যদ্দ্বারা মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, জীবের শ্রেয়োরূপ শুভ্রোৎপলের ভাব চন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ হয়, যাহা বিমলানন্দ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, যাহার প্রতিপদে অমৃতের আস্বাদন পূর্ণ মাত্রায় আছে, যাহা সর্ব্বাত্মাকে রসভাবে স্নান করাইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি প্রদান করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

মহা ঝটিকা প্রবাহিত হইবার পর যেমন উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সমুদ্র শান্তভাব ধারণ করে, জগাই মাধাই দস্যু-ভ্রাতৃযুগলের উদ্ধার বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র নদীয়ানগরীও সেই প্রকার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইতে লাগিল। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গের করুণ হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি কলির জীবের দুরবস্থা ও ধর্ম্ম জগতের অবনতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। "জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম পাপ বীজ বিনাশের একমাত্র মহৌষধ।" ঔষধ প্রয়োগের এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া তাহারই-উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অল্পায়ুঃ—হীনবীর্য্য—ভগ্নস্বাস্থ্য—ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য কলির জীবের পক্ষে অন্য কোনও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে, ইহাই বিবেচনা করিয়া ভব-রোগের একমাত্র মহৌষধ স্বরূপ মধুর হরিনাম দ্বারা তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত দুইটী উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন।

(১) "বহিরঙ্গ ভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগমাঝে গৌর গুণধাম॥"
(২) "অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে॥
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥"

নাম কীর্ত্তনই কলির ধর্ম্ম! এ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যথা;—

"সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতেমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

ধ্যায়নকৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল হয়।

এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহযোগী হইলেন। যে জগাই মাধাই হরিনামের ধ্বনি শুনিবামাত্র উন্মত্তবৎ ক্ষেপিয়া উঠিত, আজ শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহে তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আজ তাঁহারা দুই ভাই কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন।

"নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়"।
"সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং।
নাম সংকীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥"

বস্তুতঃ গৌর নিতাইএর ব্যবস্থায় অনেক পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, অনেক কঠিন হৃদয় সরস হইল, দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত হইতে লাগিল। শ্রীধাম নবদ্বীপ তখন হইতে সংকীর্ত্তনের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য নূতন ভাবে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হইল না, সহসা একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন, "আজ কীর্ত্তনে আমার আনন্দ বোধ হইতেছে না কেন? আজ আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন? আমি কি কোন ভক্তের নিকট অপরাধ করিয়াছি? যদি অজ্ঞাতসারে

কাহারও নিকট কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তোমরা তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে প্রেম দান কর।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষাদ ভরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং সেদিনকার মত কীর্ত্তন বন্ধ হইল।

আর একদিন রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে আনন্দানুভব করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। "আজ কীর্ত্তনে মন লাগিতেছে না কেন? আজ আমি আনন্দভরে নাচিতে পারিতেছি না কেন? আজ কি কোন অভক্তের সহিত আলাপ করিয়াছি? না কোনওরূপ * নামাপরাধ করিয়াছি? ভক্তগণ! যদি তোমাদের কাহারও নিকট অজ্ঞাতভাবে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে প্রেম দাও।"

শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত লইলেন; কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতের পানে তাকাইয়া

---

* "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করানি চ॥"

নামাপরাধ-পরিশূন্য হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে। অতঃপর নাম গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হয়।

নামাপরাধ দশ প্রকার।

(১) সাধু নিন্দা, (২) বিষ্ণুনাম হইতে পৃথক্ নামাদি কীর্ত্তন, (৩) গুরু অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা, (৫) নাম মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস, (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ করা, (৭) অন্য শুভকর্ম্ম (যজ্ঞ ব্রতাদি) সহ নামের তুল্যতা বিচিন্তন। (৮) নাম বলে পাপ করা, (৯) শ্রদ্ধাবিহীনকে নামোপদেশ দান (১০) নাম মাহাত্ম্যে অপ্রীতি।

বলিলেন, "গোঁসাই! তুমি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেমলাভ করিয়া পরমানন্দে নাচিতেছেন, আপামর সাধারণ সকলেই তোমার প্রেম ভোগ করিতেছে, স্বধু আমিই কি তোমার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলাম? গোঁসাই। আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রেম দান কর, নতুবা আমার জীবন যায়।" শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার কথা না শুনিয়া আরও দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোঁসাই, যদি তুমি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম আমি শুষিয়া লইব।" শ্রীঅদ্বৈতের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রায়ই তিনি বলিতেন "আমি বিশ্বম্ভরের প্রেম শুষিয়া লইব দেখি সে কেমন করিয়া নাচে?" আজ শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সেই কথা পুনরায় শুনাইতেছেন দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু, মহাপ্রভুকে কিছু কর্কশ বাক্য শুনাইলেন, কিন্তু কি বলিলেন তাহা ভালরূপ জানা যায় না। তবে এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া যায়; —

"চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোঁসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

অদ্বৈত প্রভুর কর্কশ বাক্য শ্রীগৌরাঙ্গের অসহ্য হইল, তিনি আর কোন উত্তর না করিয়া সদর দ্বার খুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে জাহ্নবী মুখে ছুটিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দৌড়িয়া যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দ্রুতবেগে যাইয়া জাহ্নবী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

দুইজনে প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ নিত্যানন্দের করকমল শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক স্পর্শ করিল, অমনি তিনি ডুব দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া তীরে উঠাইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তোমরা আমাকে উঠাইলে কেন? আমার জীবন থাকা না থাকা সমান।"

"প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া কিবা ফল?"

প্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের নয়নযুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিতাইর কাতর ভাব দর্শন করিয়া প্রভু অধোবদন হইলেন। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন "প্রভু, সেবক যদি অভিমান ভরে ২।৪টী কর্কশ বাক্য বলে, তুমি তাই বলিয়া কি তাহার প্রাণ বধ করিবে?"

"অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন।
প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"

(চৈতন্য-ভাগবত)

প্রভু, তুমি এরূপ না করিয়া আচার্য্যের প্রতি অন্য দণ্ডের বিধান কর।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবনত বদনে বলিলেন "তোমরা গৃহে গমন কর। আমি অদ্যকার মত নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দন আচার্য্যের আলয়ে রাখিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। নন্দন আচার্য্য পরমানন্দে প্রভুর পরিচর্য্যা করিলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে হারাইয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভক্তগণ সকলেই বিষণ্ণ, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কেহই তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না। প্রাতঃকালে প্রভু শ্রীবাসকে আনিবার জন্য নন্দন আচার্য্যকে আদেশ করিলেন। নন্দন আচার্য্য শ্রীবাসকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীবাস কাঁদিয়া ফেলিলেন! তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "পণ্ডিত, শান্ত হও। আচার্য্যের অবস্থা কি প্রকার বল?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, আচার্য্যের সংবাদ আর কি বলিব? আপনি যাওয়ার পর হইতে তাঁহার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় শায়িত আছেন। প্রভু, তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, গোঁসাইকে আর কষ্ট দিবেন না, এখন একটী অভয়বাণী বলিয়া আচার্য্যের প্রাণ রক্ষা করুন।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "পণ্ডিত, চল আচার্য্যের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা দুইজনে শ্রীঅদ্বৈতের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন আচার্য্য জীবন্মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু আচার্য্য লজ্জা ও মনঃকষ্টে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভু পুনরায় ডাকিলেন আচার্য্য! উঠ। তখন আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভু, আমার মত হতভাগ্য আর নাই, আমার জীবন থাকা না থাকা সমান। আমি এতদিন পরে বুঝিলাম যে তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস না। যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ ভাবে ভালবাস তাহাদিগকে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দীনতা প্রভৃতি ভক্তি-উদ্দীপক বৃত্তি গুলি দিয়াছ, আর আমাকে বহিরঙ্গ মনে কর বলিয়া বৃথা অহঙ্কার, মিথ্যা অভিমান ও অকিঞ্চিৎকর ঔদ্ধত্য খানিক দিয়াছ! তোমার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ

তোমার শ্রীচরণ পাইয়া বিমল শান্তি উপভোগ করে, আর আমি বহিরঙ্গ বলিয়া বৃথা অহঙ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অনুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকি। প্রভু, তুমি আমাকে ভক্তি কর বলিয়া দীনতার পরিবর্ত্তে ক্রমেই অহঙ্কারে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে, আমি তোমার ঐরূপ মৌখিক ভালবাসা আর চাই না। এখন হইতে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেমন আমি দীনভাবে তোমার ঐ অভয় পদের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।"

"হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন প্রভু ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, তুমি বহিরঙ্গ হইলে তোমাকে ঐরূপ দণ্ড করিতাম না। আপন জনকেই আমি ঐরূপ দণ্ড করিয়া থাকি।"

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, পুনরায় পূর্ব্ববৎ সুখের হিল্লোল বহিতে লাগিল। ইহার পরে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে বলিলেন,

"চল আমরা সকলে মিলিয়া একদিন কৃষ্ণলীলার অভিনয় করি।" এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ীতে প্রভু অভিনয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই কে কি সাজিবেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিলেন, "আমি রাধা, শ্রীবাস নারদ, গদাধর ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল ও আচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইবেন।" ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে আচার্য্যরত্নের বাড়ীতে অভিনয় আরম্ভ হইল। শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাসের পত্নী মালিনীদেবী ইঁহারা সকলেই অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে যিনি যাহা সাজিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন, দর্শকগণ মধ্যে কেহই তাঁহদের স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরালে থাকিয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং রাধা সাজিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন, মনে করিলেন স্বয়ং শ্রীমতীই বুঝি রঙ্গালয়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ি সাজিয়া অনেক অদ্ভুত ভাব দেখাইলেন। ক্রমশঃ সকল অভিনয় শেষ হইল। একে একে সকলেই গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে কি জানি কি কারণে শ্রীঅদ্বৈতের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি ভক্তি-যোগের পরিবর্ত্তে জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিতে লগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাহিরে একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, যে বিশ্বম্ভর অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ বটে; কিন্তু তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে অর্চ্চনা করা যায় না। তাঁহার শিষ্যগণকে

বলিতে লাগিলেন, অমি সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে জ্ঞান-চর্চ্চাই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া কখনও ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে না।

"আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীঅদ্বৈতের হঠাৎ এরূপ ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ কি? যিনি পরম গৌরাঙ্গ-ভক্ত তাঁহার এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল কেন? পাঠক! ইহার কারণ আছে। শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান, তিনি আমাকে বড়ই কষ্ট দেন, কোথায় আমি তাঁহাকে ভক্তি করিব, না তাহা না করিয়া তিনিই আমাকে ভক্তি করেন। আমি বৃদ্ধ তাঁহার সহিত বলে পারি না, তিনি বলপূর্ব্বক আমার চরণধূলি গ্রহণ করেন।

"বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি"

ইহা দূর করিবার কি অন্য উপায় নাই? ইহাই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি-যোগের প্রবর্ত্তক, আমি সেই ভক্তির বিরোধী হইয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব, তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হইবে। ক্রোধ হইলেই তিনি আর আমাকে ভক্তি করিবেন না। আমাকে দণ্ড করিবেন। তাঁহার দণ্ড পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত-

গণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, এবং ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরে রওনা হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মাঝখানে ললিতপুর নামে একটী গ্রাম, এই গ্রামের রাস্তার ধারে একখানা ঘর দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,— "এ ঘর কাহার? নিতাই পূর্ব্ব হইতেই নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সমুদয় জানাশুনা ছিল, তিনি বলিলেন "ইহা একটী সন্ন্যাসীর গৃহ।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "চল তবে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া প্রভু নিতাইকে লইয়া রওনা হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র নিতাই নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসী— "ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "ঠাকুর, এ কিরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন? এতো আমার প্রার্থনীয় আশীর্ব্বাদ নহে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি কৃষ্ণভক্ত হই।"

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ যে দেখ্‌ছি পাগল, আমি ভাল বুঝিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলাম, কিন্তু তুমি তাহা মন্দ বুঝিলে?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "গোঁসাঞি, ইনি বালক, আপনি ইহার কথা শুনিয়া অযথা ক্রুদ্ধ হইবেন না। বালক-সুলভ-চাঞ্চল্য বশতঃ আপনাকে ঐপ্রকার কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনার মাহাত্ম্য ইনি বুঝিতে পারেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি ইহার অপরাধ ক্ষমা করুন।" সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিতাইকে বলিলেন, "যদি সৌভাগ্যক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে অদ্য এখানে অবস্থান

করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইব, বড় ব্যস্ত আছি। যদি তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহার চেষ্টা করুন।"

সন্ন্যাসী, পরম সুন্দর যুবক অতিথিদ্বয়ের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। তিনি জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। গৌর নিতাই দুই ভাই স্নান করিয়া কিছু ফল আহার করিলেন। জলযোগ শেষ হইলে বামাচারী সন্ন্যাসী নিতাইকে বলিলেন, "কিছু আনন্দ আনিব নাকি?" প্রভু আনন্দ কাকে বলে জানেন না, কাজেই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আনন্দ মানে কি? নিতাই বলিলেন, "বামাচারি সন্ন্যাসিগণ মদকেই আনন্দ বলিয়া থাকেন।" প্রভু মদের কথা শুনিবামাত্র "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া পলাইলেন। মদ্যপের গৃহে গমন করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ইহাই মনে করিয়া বোধ হয় শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই জাহ্নবীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইজনে জলকেলি আরম্ভ করিলেন। উভয়েই সন্তরণ-পটু, জল হইতে আর তীরে উঠিলেন না, সন্তরণ করিতে করিতে দুই ভাই ললিতপুর হইতে শান্তিপুর উপস্থিত হইলেন। শান্তি-পুরের পথে প্রভু ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "নাড়া আবার ভক্তিপথের বিরোধী হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছে। আজ আমিও তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব।" নিতাই প্রভুর কথায় উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরেই উভয়ে আচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন যে, অদ্বৈত কয়েকজন শিষ্যকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

নিমাই ও নিতাই দুইজনে আর্দ্রবস্ত্রে তথায় উপস্থিত, নিমাইএর

শরীর হইতে কোটী সূর্য্যের তেজ যেন বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইতেছে। প্রভুর দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইলেন, হরিদাস প্রভুর চরণতলে পড়িয়া গেলেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পত্নীও এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তিতা হইলেন, আচার্য্যের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু এ সমুদয় কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে নাড়া, তুই নাকি ভক্তির বিরোধী হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিস্?" অদ্বৈত তখন ধীরভাবে বলিলেন, "জ্ঞান তো চিরকালই বড়, ভক্তি তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টা। জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি শুধু একদেশদর্শী অন্ধ-বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, উহা দ্বারা আত্মার পুষ্টি কিছুই হয় না।"

প্রভু এই কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্যের চুলে ধরিয়া কিলাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, তিনি মহাপ্রভুর শ্রীকর-কমলের কিল খাইয়া মহানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ! তোমরা দেখ আমার প্রতি প্রভুর কত অনুগ্রহ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। প্রভুর প্রহারে আমি বড়ই আনন্দ পাইলাম, আজ আমার শরীরের সমুদয় পাপ দূর হইল।"

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিল, ভক্তগণ পূর্ব্ববৎ সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। অমনি প্রভু স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, করেন কি? আমাকে এরূপ কষ্ট দিতেছেন কেন?" এই কথা বলিয়া পুনরায় অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর, আমি ত কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করি নাই? যাহা হউক যদি করিয়া থাকি, তবে আপনার শিশু পুত্র অচ্যুতের

ন্যায় আমাকে মনে করিয়া নিজগুণে এ অধমের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

প্রভুর কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস ও নিতাই তিনজনেই হাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবী গৃহে থাকিয়া এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিলেন, “মা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত কর, বেলা হইয়াছে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে!” অদ্বৈতকে বলিলেন, “গোঁসাঞি, তবে চলুন স্নানে যাই।” অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবী তখন পরমানন্দে আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন। প্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস সকলেই স্নান করিয়া আসিলেন। তারপর তিন প্রভু একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। অদ্বৈতের সহিত নিতাইএর প্রায়ই দ্বন্দ্ব হইত, এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্যথা হইল না। নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া অদ্বৈতের গায়ে দিলেন। অদ্বৈত প্রভু পরম সাত্ত্বিক লোক, তিনি নিতাইএর ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পরিধেয় বস্ত্রখানা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিছুকাল উভয়ে গালাগালি হইল, আবার একটু পরেই নিতাই ও অদ্বৈত মহানন্দে পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে অদ্বৈত-গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় দুই ভাইয়ে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হরিনদী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রভুর শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তিনি ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিলেন এবং নিজ হাতে বৈঠা বাহিয়া নদী পার হইলেন। নদীর অপর পারেই অম্বিকা কালনা গ্রাম। তথায় পরম সাধু গৌরীদাস পণ্ডিত বাস করেন। ইঁহার পিতার নাম বংশারি মিশ্র, মাতার নাম কমলা দেবী। ইনি ভগবদ্ভক্ত পরম বৈষ্ণব, শালিগ্রামে ইঁহার পূর্ব্ব বাসভবন ছিল, কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করার

অভিপ্রায়ে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রভুকে দেখিয়া প্রথমতঃ গৌরীদাস চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অনিমেষ নয়নে তদীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বৈঠাস্কন্ধে দণ্ডায়মান, তাঁহার অমানুষিক রূপে চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে, গৌরীদাস সতৃষ্ণ-নয়নে এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রভু বলিলেন, "আমি শান্তিপুরে গিয়াছিলাম, তথা হইতে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠিয়াছি, এবং এই বৈঠা বাহিয়া নদী পার হইয়াছি। পণ্ডিত, তুমি এই বৈঠা গ্রহণ কর এবং ইহা দ্বারা পাপক্লিষ্ট জীবগণকে ভবনদী পার কর।"

"পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥"

(ভক্তি-রত্নাকর)

প্রভু এই কথা বলিয়া গৌরীদাসের হস্তে বৈঠা প্রদান করিলেন, গৌরীদাস দুই হস্তে ভক্তি সহকারে বৈঠা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি কে?" প্রভু বলিলেন, "আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত!" নিমাই পণ্ডিতের নাম অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই শুনা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, এইক্ষণ তাঁহার কথা শুনিবামাত্র গৌরীদাস সাষ্টাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্তপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি গৌরীদাসকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের

অঙ্গস্পর্শে তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূর হইল, এবং হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার হইল। গৌরীদাস, প্রভুদত্ত এই ঐশীশক্তি লাভ করিয়া বাস্তবিকই তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার করিতে লাগিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের অভাবের পর হইতে তাঁহার শিষ্য হৃদয়-চৈতন্য ও তৎপরে হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ এই বৈঠা প্রাপ্ত হন! শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত এই বৈঠা অদ্যাপি কালনায় আছে। বৈষ্ণবভক্তগণ এখনও এই বৈঠা দর্শন জন্য কালনায় গৌরীদাস মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া তথা হইতে পুনরায় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

জীবে প্রেম

"আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।"

জীবের প্রতি প্রেম মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যাহা তাঁহাদের নিকট তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাধারণকে না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনস্তুষ্টি জন্মে না। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া আসিয়া পুনরায় কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। যে শ্রীহরি নাম তাঁহার নিকট অমৃতের ন্যায় বোধ হইত, যে নামের গুণে তিনি আত্মবিস্মৃত হইতেন, সেই নামসুধা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জগতের সকল লোককেই বিতরণ করেন, ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ জনিত ভগবৎ প্রেম-সুখে মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে পুনরায় প্রবলবেগে সংকীর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সাধুকার্য্যে বিপদ্ অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। জগাই

মাধাইএর উদ্ধার বার্ত্তা প্রচার হওয়ার পর হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের গৌরব ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে একজন মহাপুরুষ এবং তাঁহার শক্তি যে ঐশীশক্তিরই প্রতিরূপ এ বিশ্বাস অনেকের হৃদয়েই বদ্ধমূল হইল। তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। বহুদূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু ধার্ম্মিকগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তহৃদয় প্রফুল্ল হইল বটে; কিন্তু ঈর্ষাকলুষিত দুষ্টলোকের ক্রোধের সঞ্চার হইল।

সমাজের মধ্যে একেবারে নগণ্য থাকা একদিকে যেমন কষ্টকর, অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিও অপর দিকে তেমনি অসুবিধাজনক। লোক-সমাজে গৌরব ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গকেও এই অসুবিধা বিশেষরূপে ভোগ করিতে হইল। সাধারণ লোক যেমন তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, দুষ্ট মুসলমান ও ঈর্ষাকলুষিত ধর্ম্মব্যবসায়ী হিন্দুগণ তেমনই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা কাজির নিকট যাইয়া নালিশ করিলেন, কাজি প্রথমে এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান ও হিন্দুগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দৃঢ়তার সহিত বুঝাইতে লাগিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বিপ্লোৎপাদক। তিনি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য না করিয়া আপাতঃ-মধুর সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধারণ লোককে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি জন্মাইয়া কি এক নূতন মত "নাম মাহাত্ম্য" প্রচার ও "ভক্তিব্যাখ্যা" আরম্ভ করিতেছেন, সম্ভ্রান্ত বংশীয় নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবমাননা করিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজিকতা রক্ষার জন্য তাহাকে বিশেষ শাসন করা আবশ্যক। চাঁদ কাজি ইহাদের কথায় সংকীর্ত্তনে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ কীর্ত্তন রহিত করিয়া দিলেন। ভক্তগণও কাজির ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতোমধ্যে এই সংবাদ দাবানল প্রায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভক্তমুখে কাজির অত্যাচার কহিনী শ্রবণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "কি কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছে? অদ্য আমি প্রকাশ্যভাবে নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমের বন্যায় নদীয়া ভাসাইব। দেখিব কাজির বাহুতে কত বল। অদ্য আমি অবশ্যই কাজির গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি শীঘ্র নগরে যাইয়া ঘোষণা প্রচার কর যে, "অদ্য আমি প্রকাশ্য-ভাবে নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইব; ভক্তগণ যেন প্রত্যেকেই এক একটী দীপ লইয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হন।"

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রস্তুত হইলেন, নিমাই পণ্ডিতের কীর্ত্তন দেখিবার জন্য দলে দলে লোক ছুটিতে লাগিল। নদীয়া নগরী আজ নব শক্তিতে টলমল করিতে লাগিল। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিমাইকে মনের সাধে মোহন বেশে সাজাইয়া দিলেন। নিতাই, অদ্বৈত, হরি-দাস প্রভৃতি পারিষদ্‌বর্গ লইয়া নিমাই তখন প্রকাশ্যে সংকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। ভক্তগণ মধুর কীর্ত্তন গান করিতে লাগিলেন।

"বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥"

প্রেমের বন্যায় নদীয়ার নানা স্থান ভাসাইয়া অবশেষে দলবল সহ নিমাই কাজির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কাজির সৈন্যগণ প্রথমতঃ নিমাইকে সঙ্কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল বটে; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শ্রীভগবানের নিকট অনুচিত

ঔদ্ধত্য ও বৃথা অহঙ্কারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই কাজির সকল গর্ব্ব আজ খর্ব্ব হইল। কাজি এতক্ষণ দূরে লুক্কায়িত ছিলেন, পরে প্রভুর আদেশক্রমে ভীত-চিত্ত অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূর্ত্তিমান বিনয় ও ভক্তি ধর্ম্মরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে দর্শন করিয়া চাঁদ কাজির কঠিন হৃদয় কোমল হইল। এতদিন ক্ষুদ্র মনে করিয়া যাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অদ্য তাঁহার নিকটই সেই কাজির মস্তক অবনত হইল। কাজি সমবেত মানব-মণ্ডলীর মধ্যে নিমাইকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আর সংকীর্ত্তনে বাধা দিবেন না শপথ করিলেন। এই হইতে কাজি-বংশ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবন্নিষ্ঠা, অদ্ভুত প্রেম ও অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া ভক্ত হৃদয় উৎফুল্ল হইল বটে, কিন্তু পাপাত্মা ঈর্ষাকলুষিত ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী নিন্দুকগণের অন্যায় সমালোচনা দূর হইল না। তাহারা উত্তরোত্তর শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুর্নাম রটাইতে লাগিল। দুষ্টলোকের দুর্ব্ব্যবহারে শ্রীগৌরাঙ্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বিশ্বপ্রেমিক কাজেই এই প্রকার সাংসারিক হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, গ্লানি তাঁহার ভাল বোধ হইল না। হঠাৎ তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রেম-সমুদ্রে যে সুখের জোয়ার প্রবল বেগে আরম্ভ হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহাতে ভাঁটা আরম্ভ হইল।

নিমাই সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে বৈরাগ্য মার্গ অবলম্বন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিন নিত্যানন্দকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! আজ তোমাকে আমার মনের কথা বলি শুন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে

জগতের যাবতীয় পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করি, ইহাই আমার প্রাণের ইচ্ছা; কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইল না। লোকের ভাল করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখি তাহা হইতেছে না। নিন্দুকগণ নগরে নগরে আমার নিন্দা করিতেছে, ক্রমে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি লোকের হৃদয় অধিকার করিতেছে।

তাই মনে করিতেছি আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া হাতে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব। আমার কাঙ্গাল বেশ দর্শন করিলে আর কাহারও মনে ক্রোধ থাকিবে না, সন্ন্যাসীকে কেহই হরিনাম ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে না। এই উপায়ে যদি লোকে কৃষ্ণ বলে, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীপাদ, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান কর।"

"ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোর সন্ন্যাস-কারণে।
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি,
এতেক বিধান দেহ অবতার জানি।"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কিছুকাল নীরব নিস্পন্দভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "প্রভু এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিও না। বৃদ্ধা মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা একবার মনে কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি সেইজন্যই এতদিন তোমাদের সহিত কীর্ত্তনানন্দে মত্ত ছিলাম, কিন্তু তাহা লোকের চক্ষে সহ্য হইল না। তাঁহারা আমার সাংসারিক সুখ সম্ভোগ দেখিয়া হরিনাম লইল না। শ্রীপাদ! এখন সংসারে থাকিয়া তোমাদের মনস্তুষ্টি সাধন ও সন্ন্যাসী হইয়া জীবগণের উদ্ধার সাধন এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি আমার অবলম্বনীয় বলিয়া মনে কর?" নিত্যানন্দ এই কথায় নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, "প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। তোমাকে বিধি বা নিষেধ কে দিতে পারে? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।"

"বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে?
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

প্রভু এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ? যদি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করি, তবে ভক্তি-যোগের উৎকর্ষ দেখান যায় না, কারণ সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভক্তি পথের বিরোধী। আর যদি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দীনভাব অবলম্বন না করি, তাহা হইলে নাস্তিক মায়াবাদী ও পাষণ্ড জীবগণকে উদ্ধার করা যায় না। অবশেষে প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সন্ন্যাসী হইব, কিন্তু সন্ন্যাসি-গণের ধর্ম্ম—"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিব না। সন্ন্যাস-আশ্রমের সকল দুঃখ স্বীকার করিয়া যোগাভ্যাস না করিয়া কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

"গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে, ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥"

(জ্ঞান দাসের পদাবলী)

অবশেষে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।

ক্রমে ক্রমে ভক্তগণও এই নিদারুণ বার্ত্তা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রভুর সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, সত্যই কি প্রভু আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন ?

একদিন প্রভু বলিলেন, "কল্য রজনীতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম— যেন একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে একটি সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাহার পর হইতেই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। সে মন্ত্রের অর্থ—"তুমি তিনি" থাকিয়া থাকিয়া আমার সেই কথাই মনে হইতেছে।

নিতাই পূর্ব্বেই প্রভুর আন্তরিক অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন, এখন ভক্তগণেরও এই বিষয় জানিতে বাকী রহিল না। এদিকে প্রভুর

অবস্থার ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তাঁহার অভাব ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল, ভক্তগণের কাকুতি মিনতি প্রভুকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ! আমি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, মনন করিয়াছি; কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলি, একথা যেন বাহিরের লোকে না জানিতে পারে।"

বলা বাহুল্য এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ বেশীদিন গোপন রহিল না। ক্রমে ক্রমে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও ভক্তগণ সকলেই এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। শচীর কাতর ক্রন্দনে পাষাণ বিগলিত হইল, বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইলেন; কিন্তু নিমাইএর মতের কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তিনি একে একে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও ভক্তগণকে বুঝাইয়া সংসার পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্ম-জীবনের প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় তাঁহার জীবনে পুনরায় বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইল। তিনি অনতিবিলম্বে (১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে) একদিন রাত্রিযোগে স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ, প্রিয়তমা পত্নীর প্রণয়-পাশ ও সংসারের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন।

নবদ্বীপের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল। বিষাদ-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত হইল। নবদ্বীপের চারিদিকেই ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। শচী অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই শোকের তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে পারিলেন না, পুত্রশোকে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। একে পুত্রবাৎসল্য, তাহাতে নিমাইএর মত ছেলে এরূপ ক্ষেত্রে স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে কিরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা

অনুমান করাই সহজ। বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের কথা ভাষায় বর্ণন করা অসাধ্য। তিনি হৃদয় সর্ব্বস্ব প্রিয়তম স্বামীর বিরহে পাগলিনী প্রায় হইলেন। তাঁহার কাতর ক্রন্দনে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। ভক্তগণ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন। শচীমাতা নিতাইকে বলিলেন, "বাপ নিতাই! তুমি আমার নিমাইকে আনিয়া দাও।" নিতাই বলিলেন, "মা, আপনি অধৈর্য্য হইবেন না, স্থির হউন। আমি যেরূপেই পারি নিমাইকে আনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাইব।" এই কথা বলিয়া নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া নিমাইএর সন্ধানে কাটোয়ার দিকে ধাবিত হইলেন।

"চন্দ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া বিদ্যুদ্বেগে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভয়ানক শীত, অনাবৃত শরীর, সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে বিভোর হইয়া কাটোয়ার সুরধুনী তীরে কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নিমাই কৃতাঞ্জলিপুটে কেশব ভারতীকে প্রণাম পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন বয়স, অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ নিমাইএর বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী ভার্য্যা আছেন,

সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, ইহাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "নিমাই! আমি তোমাকে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিতে পারিব না, তুমি নবদ্বীপ যাইয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর।" ভারতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি সন্ন্যাস মন্ত্র দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট আসিয়াছি। আশা দিয়া আমাকে নিরাশ করিবেন না।" ভারতী গোঁসাঞি নিমাইএর কথায় অধোবদন হইলেন, আর উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ন্যাস দিতে প্রস্তুত হইলেন।

মস্তক মুণ্ডনের নিমিত্ত নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্ষুর ধরিতে সাহসী হইল না। অধোবদনে কান্দিতে লাগিল। অবশেষে কষ্টেস্রষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই সুন্দর চাঁচর-চিক্কণ-কেশরাশি চাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া হায় হায় করিয়া কান্দিতে লাগিল। কেশব ভারতী সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নাম রাখিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই-রূপে প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, ভোগসুখ, জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, অতুল পাণ্ডিত্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি পার্থিব লোকের প্রার্থনীয় সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া পৃথিবীর সকল লোককে কান্দাইয়া নবীন বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেন। এখন একটি বংশদণ্ড, একটি কমণ্ডলু, একখানা কৌপীন, দুইখানা বহির্ব্বাস ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা ইহাই প্রভুর সম্বল হইল। এখন পথ তাঁহার গৃহ, অরণ্য আশ্রয়, ভিক্ষা সম্বল ও ভগবচ্চিন্তা তাঁহার সঙ্গিনী হইল। প্রভুর পরিধানে গেরুয়া বসন, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে হরেকৃষ্ণধ্বনি।

তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

প্রভুর গতির বিরাম নাই, পথশ্রমে ক্লান্তি নাই, ভাবাবেশে দিগ্-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় একমনে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ় দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পূর্ব্বমুখী হইলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ কৌশল করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই প্রভুর সংজ্ঞা লাভ হইল। এদিকে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন। শান্তিপুরে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হইয়াছে জানিতে পারিয়া নবদ্বীপ হইতে দলে দলে দর্শকমণ্ডলী শান্তিপুরে আগমন করিতে লাগিল। শান্তিপুরে পুনরায় নূতন সুখের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে কিছুদিন কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া শচী মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই ছয় জন ভক্তও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শান্তিপুর বিষাদ-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নীলাচল-যাত্রা

"চলিয়া চলিয়া চলে হরি বলে গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে মাঝখানে গৌরাঙ্গ রায়॥"

বিরহ-বিধুরা প্রেমোন্মাদিনী কুলকামিনী প্রিয়জনের মিলন-আশায় জাতিকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহের বাহির হইলে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বিচরণ করিতে থাকে, শ্রীগৌরাঙ্গও সেই প্রকার কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রভুর ভুবন-মোহন মূর্ত্তি, তরুণ বয়স, নয়নে জলধারা, মুখে হরেকৃষ্ণ-ধ্বনি। কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভাবাবেশে গজেন্দ্রগমনে চলিয়াছেন। কখন দ্রুতগতি, কখন ধীর-পাদবিক্ষেপ, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উচ্চদৃষ্টি, কখন ঘোর মূর্চ্ছা। মাঝে মাঝে নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত আলাপ করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আর কত দূর গেলে জগন্নাথের দর্শন পাইব?"

মহাপ্রভু এইরূপে ভক্তগণসহ উড়িষ্যার পথে রওনা হইলেন। শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইতে পথিমধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ছত্র-ভোগের অম্বুলিঙ্গ দর্শন করিয়া ওড্র দেশের "গঙ্গাঘাটে" স্নান করিলেন। তৎপর জলেশ্বর শিব ও রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া যাজপুরে গমন করিলেন। তথায় বৈতরিণী স্নান ও আদিবরাহ দর্শন করিয়া কটকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহানদীতে স্নান ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিয়া ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন। তথায় বিন্দু-সরোবরে স্নান ও শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরীর নিকটবর্ত্তী কমলপুরে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া সকলেই ভার্গী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন না। তিনি সেই স্থানেই থাকিলেন। ভক্ত জগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিতেন, "আমি তাড়াতাড়ি কিছু ভিক্ষা লইয়া আসি" এই বলিয়া তিনি দণ্ডখানি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া মহাপ্রভুর সহিত গমন করিলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর নিতাই একাকী নদীর তীরে বসিয়া দণ্ডের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

"দণ্ড, তুমি আমার শ্রীগৌরাঙ্গের মোহনবাঁশী কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছ, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়াছ, ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছ, আরও বলি, আমি যাঁহাকে পরমানন্দে হৃদয়ে বহন করি, সেই মহাপ্রভু আবার তোমাকে বহন করিতেছেন, এ দৃশ্য ত আমার চক্ষে নিতান্তই অসহ্য! দণ্ড, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা কেন? ইহার কি উপযুক্ত দণ্ড নাই? আজই আমি তোমার উচিত শাস্তির বিধান করিতেছি।" এই

কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ সেই দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে ভার্গী নদী "দণ্ড-ভাঙ্গা নদী" নামে খ্যাত হইল।

এদিকে জগদানন্দ আসিয়া প্রভুর দণ্ড খুঁজিতে লাগিলেন। দণ্ড না পাইয়া ভীতচিত্তে রুদ্ধকণ্ঠে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর দণ্ড কোথায়?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "দণ্ড, দণ্ড, কর কেন? যে দণ্ড আমাদিগকে এত কষ্ট দিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গকে বৃক্ষতলবাসী করিয়াছে, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়াছে, সেই পরম শত্রু দণ্ডকে আমি নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছি, তুমি চুপ করিয়া থাক।"

নিত্যানন্দের এতাদৃশ অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

প্রভু প্রেমভরে কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন সে সংবাদ লইলেন না। কতক দূর গমন করিলে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া প্রভুর সুখ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরে ভক্তি উদ্দীপক ভাব-গুলি প্রকাশ পাইল। তিনি শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপরে বালগোপাল দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।

"অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার॥"

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী; কিন্তু অতি ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করাতে এই অল্প রাস্তা আসিতে প্রভুর বহু বিলম্ব হইল।

"হাসে কান্দে নাচে গায় হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হইল সহস্র যোজন॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

প্রভু অনুরাগভরে পথিমধ্যে কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন, তাঁহার বহির্জ্জগতের দৃষ্টি একেবারে শূন্য, এইরূপ প্রেমাবিষ্টভাবে তিনি আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়াই হঠাৎ তাঁহার দণ্ডের কথা মনে পড়িল। তখন শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমার দণ্ড কোথায়"? নিত্যানন্দ মনে করিয়াছিলেন, প্রভু যখন দণ্ডের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন আর সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবেন না, কিন্তু এখন প্রভু হঠাৎ দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করাতে নিতাই নিরুত্তর হইলেন।

প্রভু জগদানন্দের পানে তাকাইলেন, জগদানন্দ বলিলেন, "আমাদের দিকে চাহিতেছেন কেন? শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।" অনন্তর প্রভু কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন, "বাঁশখানা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে।" প্রভু বলিলেন "কেন, কাহারও সহিত মারামারি করিয়াছ না কি?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন তোমাকে আমি ধরিয়া আনিবার সময় আমাদের দুইজনের ভরে বাঁশখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" তখন জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, শ্রীপাদ রহস্য করিতেছেন, আমি স্বরূপ কথা বলি, শ্রীপাদ যখন ভার্গী নদী তীরে একাকী ছিলেন, তখন আমি দণ্ড তাঁহার হস্তে দিয়া ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় নিত্যানন্দ যেন কি ভাবিয়া দণ্ডখানা ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু নিত্যানন্দের উপর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ

করিয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! তুমি দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা ভাঙ্গিয়া থাকি, ভালই করিয়াছি, একখানা বাঁশ বই ত নয়, না হয় আর একখানা দেওয়া যাইবে।" মহাপ্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষাদ-ভরে বলিলেন, "যে দণ্ডে তেত্রিশকোটী দেবতার বাস, তোমার নিকট একখানা সামান্য বাঁশ হইল? তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া যথেষ্ট উপকার করিলে! সন্ন্যাসীর সর্ব্বস্বধন দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, আমি আর তোমাদের সহিত যাইব না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে একাকী যাইতে দাও।"

প্রভু পশ্চাতে গেলে হয় তো ভাবাবেশে কোথায় থাকিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি।" "ভাল, তাহাই হউক" এই বলিয়া প্রভু তথা হইতে দ্রুতগতিতে পুরীপথে ধাবিত হইলেন। অল্প-কাল মধ্যেই পুরীধামে পৌছিলেন। তারপর তড়িৎ-গতিতে পুরীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভগবদ্ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে অমনি প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভারত-বিখ্যাত নবদ্বীপের ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঐ সময় জগন্নাথ-দর্শনে আসিয়াছিলেন, তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীর দেহে শাস্ত্রোক্ত ভক্তি-প্রকাশক উচ্চ ভাবগুলি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বহন করাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। এদিকে তাঁহার সহযোগী নিত্যানন্দাদি ভক্তগণও পুরীধামে আসিয়া প্রভুর অনুসন্ধান লইলেন এবং লোকমুখে সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে

উৎফুল্ল হইলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। তিনি সন্ন্যাসীর অমানুষিক প্রতিভা, অতুল্য জ্ঞান ও অসাধারণ দৈব-তেজ দর্শন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। প্রভুর বিদ্যাবত্তার নিকট সার্ব্ব-ভৌমের জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব হইল। কিন্তু নৈয়ায়িক-সুলভ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না। অতঃপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যা-ভিমান দূর হইল, সকল সংশয়-ভঞ্জন হইল, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। তিনি শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া তদীয় শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত-দর্শনে নীলাচলের স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রও প্রভুর চরণে মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তির বন্যায় নীলাচল ডুবাইয়া দিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সার্ব্বভৌম-গৃহে নিত্যানন্দ

"রাম রাঘব, রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥"

এদিকে নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ নিত্যানন্দের ভুবনমোহন রূপ ও অমানুষিক দৈবতেজ দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিলেন। যে কয়েকদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-গৃহে অবস্থান করিলেন, সার্ব্বভৌম সে কয়েকদিন পরম যত্নে গৌর নিতাই দুই ভাইকে আহার করাইলেন।

ইতোমধ্যে একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলেন। ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখ ভাগে যাইয়া নিত্যানন্দ ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইলেন; কোন মতেই

স্থির থাকিতে পারিলেন না। উদ্দাম-চরিত নিত্যানন্দ দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে বলরাম আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন, তিনি বিদ্যুদ্বেগে যাইয়া একেবারে বলরামের স্বর্ণ সিংহাসনে উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলরামের গলার মালা লইয়া নিজে ধারণ করিলেন।

"শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম কোন স্থানে নহে স্থির॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পরিহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে॥
একেবারে উঠিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দের এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল এবং ঈশ্বর ভক্তি জ্ঞানে তাঁহাকে করিতে লাগিল। মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে তিনমাস কাল অতিবাহিত করিয়া জীব-উদ্ধার ও ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশের তীর্থ পর্য্যটন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভক্তগণের নিকট বিদায় চাহিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব।" ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন, "কেন আমার অপরাধ কি?" প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ, তোমার সাক্ষাতে আমি ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে পারি না,

স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তোমরা কোনরূপ আন্তরিক কষ্ট পাইলেও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়, কাজেই আমি তাহা করিতে পারি না। দেখ আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ঘুরাইয়া শান্তিপুর আনয়ন করিলে। তারপর সন্ন্যাসীর সর্ব্বস্বধন আমার সহচর দণ্ডটি তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া এই সমুদয় কাজ কর বটে; কিন্তু তাহাতে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।" নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন। তখন দামোদর কহিলেন, "প্রভু, আমার দোষ কি?" প্রভু বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী। আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সমুদয় নিয়ম মনে রাখিতে পারি না এবং পালনও করিতে পারি না; কিন্তু তুমি সমুদয় নিয়ম পালন করিয়া থাক ও সর্ব্বদা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। তোমার সাক্ষাতে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিতে যাইয়া আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করিতে পারি না।"

জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, এ দাসকে ভুলিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি তো বচনবাগীশ, আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে নষ্ট হয়, তোমার কেবল সেই চেষ্টা। তোমার ইচ্ছা যে, আমি সংসারী হইয়া ভোগ-সুখে রত থাকি; কিন্তু এই সমুদয় আমি করিতে পারিব না। আমার ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যদি তোমার কথা রক্ষা না করি, তাহা হইলেই হয় তো তুমি আমার সহিত রাগ করিয়া কথা বলা বন্ধ করিবে।" তোমাদের সকলের কথাই বলিলাম, এখন মুকুন্দের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। মুকুন্দ আমার পরম ভক্ত বটে; কিন্তু তাহার হৃদয় বড়ই কোমল, সে আমার শীতকালে তিন বেলা স্নান, মৃত্তিকায় শয়ন ও অনশন-কষ্ট দেখিয়া বড়ই কাতর হয়, তবে সে সাহস করিয়া

মুখে এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করে না, কিন্তু আন্তরিক দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহার বিষাদ-ব্যঞ্জক বদনমণ্ডল দেখিয়া আমি এ সব বেশ বুঝিতে পারি। এইরূপে প্রভু দোষচ্ছলে গুণ বর্ণন করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গদাধর প্রভৃতিকে সঙ্গে লইতে অস্বীকৃত হইলেন। নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই বিষাদভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণকে সান্ত্বনা-বাক্য বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়ভক্ত, আমি তোমাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমাদের নিকট আমি সর্ব্বদা বাঁধা আছি; তবে এবার আমি কিছুদিনের জন্য একাকী দক্ষিণদেশে যাইব। তোমরা এখানে থাক, আমি পুনরায় শীঘ্রই এখানে প্রত্যাগমন করিব।"

নিত্যানন্দ বলিলেন "প্রভু, যদি নিতান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আর আমরা কেন বাধা প্রদান করিব? তবে একাকী যাওয়া আমি উচিত বোধ করি না।" মহাপ্রভুর মন একটু শিথিল হইল। তিনি নিত্যানন্দের আগ্রহাতিশয়ে কৃষ্ণদাস বিপ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রভু, দক্ষিণদেশে যাওয়ার সঙ্কল্প স্থির করিয়াও সার্ব্বভৌমের অনুরোধে আরও পাঁচদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। পাঁচদিন পরে মহাপ্রভু "তবে আমি চলিলাম" এই কথা বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলেন, ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথের নিকট হইতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণের আজ্ঞা লইয়া মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। পশ্চাতে ভৃত্য কৌপীন, বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহন করিয়া চলিল।

মহাপ্রভু ব্যাকুল হৃদয়ে ভৃত্যের সঙ্গে চলিলেন এবং

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥"

এই সুমধুর কীর্ত্তন শুনাইয়া জগজ্জনকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভুবনমোহনমূর্ত্তি যে দেখিল সে-ই মুগ্ধ হইল এবং তাঁহার প্রাণমন-স্নিগ্ধকারী হৃদয়-দ্রবকারী মধুর কীর্ত্তন যে শুনিল সে-ই ভক্তি-পথের পথিক হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে এক বৎসর নয় মাস কাল দক্ষিণদেশের তীর্থাটন করিয়া পরবর্ত্তী বর্ষের মাঘমাসে পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। এইকাল পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই প্রভুর অপেক্ষায় পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাপ্রভুর আগমনে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নীলাচলে পুনরায় হরিনামের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সুখের উৎস ছুটিতে লাগিল, প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল।

বিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাগমন

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে উপস্থিত হইলে নিত্যানন্দ পরমানন্দে বিভোর হইলেন। পরম ভক্ত কৃষ্ণদাস এই শুভ-সংবাদ বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে দেওয়ার জন্য নবদ্বীপ গমন করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ এই মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণমাত্র দ্রুতগতিতে দলে দলে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত প্রভু, শিবানন্দ সেন, নরহরি, হরিদাস প্রভৃতি শত শত ভক্তগণ এই সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও ভক্তগণকে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নীলাচলে পুনরায় প্রেমের বন্যা ও ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। ভক্তগণ আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে পুনরায় নবভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে গৌর নিতাই দুই ভাই ভক্তগণসহ রথযাত্রা, হোরাপঞ্চমী, দীপাবলী, উত্থান দ্বাদশী

প্রভৃতি নীলাচলোৎসবগুলি দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া দিলেন যে, "প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে আপনারা নীলাচলে আসিবেন, তাহা হইলে আপনাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন হইবে এবং আমিও আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সুখী হইব।" প্রভু শচীমাতার জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর বিরহে ভগ্নমনে অনিচ্ছার সহিত গৃহে গমন করিলেন।

অতঃপর প্রভু বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু সার্ব্বভৌম-প্রমুখ ভক্তগণের অনুরোধে তাঁহাকে আরও দুই বৎসর কাল নীলাচলে থাকিতে হইল। এইরূপে চারি বৎসর অতীত হওয়ার পর মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং নীলাচল হইতে ভক্তগণসহ শান্তিপুরে গমন করিলেন নিত্যানন্দও সঙ্গে চলিলেন। শচীমাতা বহুদিনের পরে গৌর নিতাই দুই ভাইকে পাইয়া যে কতদূর আনন্দিতা হইলেন, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। শান্তিপুরের ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া বিমল-সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভু "কানাইএর নাটশালা" পর্য্যন্ত গমন করিলেন। নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। এই স্থানে আসিলে পর সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ আসিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত মিলিত হইলেন। রূপ সনাতন দুই ভাই গৌড়াধিপতির মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের ঐশীশক্তি, অমানুষিক প্রেম ও অতুল বৈরাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। এ যাত্রায় আর শ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া ঘটিল না, "কানাই নাটশালা" হইতেই পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় যুগে নূতন ধর্ম্ম

"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা, জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

সাধু-হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমের অনাবিল প্রস্রবণ। উহা হইতে যে প্রবল প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে, কিছুতেই নিরস্ত হয় না ; উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে সমগ্র বিশ্ববাসী জনগণকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দেয়। আজ মহাপ্রভুর পক্ষেও এ নিয়মের অন্যথা ঘটিল না। গৌড়ীয় ভক্তগণের যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, মহাপ্রভুর করুণ হৃদয়ে যেন নূতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

তিনি দেখিলেন যে, ধর্ম্মজগতের নেতৃগণ প্রায় সকলেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বৈরাগ্য-মার্গে ধাবিত হইতেছেন। ইহাতে এক-দিকে যেমন ধর্ম্মজগতের উন্নতি, অপরদিকে তেমনই লৌকিক জগতের ঘোরতর অবনতি। কারণ প্রায়শঃই দেখা যায় যে, সাধারণ মানবগণ অধিকাংশই আদর্শ-জীবনের অনুকরণ করিয়া থাকে। সমাজের আদর্শ-চরিত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ, দামোদর প্রমুখ ভক্তগণ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, রূপ সনাতন গৃহত্যাগ করিলেন, এইরূপে সংসার-ধর্ম্ম-পরিত্যাগই যেন লোকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সংসার পরিত্যাগ করাই ধর্ম্মের একমাত্র পথ নহে। সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ইহা গৃহাশ্রমে থাকিয়াও লাভ করা যাইতে পারে, মহাপ্রভু এখন তাহাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিন্তু কি উপায়ে এই মহৎ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, ইহাই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল।

প্রিয় পাঠক! প্রবৃত্তি-সংযমনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে কঠোরতপা সন্ন্যাসী হইয়া কলির জীবের পক্ষে ভক্তিযোগের ব্যবস্থা করিলেন কেন, এই সন্দেহ বোধ হয় অনেকেরই চিত্তে উপস্থিত হইতে পারে; এজন্য জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। আধ্যাত্মিক জগতে জীব ও পরমাত্মার মিলনের জন্য দুইটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। একটি জ্ঞানযোগ ও অপরটি ভক্তিযোগ। জীবের নিজ শক্তিতে পরমাত্মার অন্বেষণে যাওয়ার নাম জ্ঞান, আর ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব হইতে "তুমি প্রভু, আমি দাস" এই জ্ঞানের যে

অভিব্যক্তি তাহাকে ভক্তি বলে। জ্ঞান পুরুষ, সে বাহির বাটীর খবর দিতে পারে ; ভক্তি স্ত্রীলোক, সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সমর্থা। জ্ঞান নিষ্কাম, ভক্তি সকাম। জ্ঞানের পথ বহু বিঘ্ন-সঙ্কুল, ভক্তির পথ কোমল কুসুম-বিকীর্ণ। জ্ঞানীর হৃদয় বজ্রসদৃশ কঠোর, ভক্ত-হৃদয় করুণ-রসে আর্দ্র। জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই তর্কে উপস্থিত হয় এবং শেষে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ; আর ভক্ত ভগবানের নাম, গুণ কীর্ত্তন করে, তাঁহার অনন্ত মহিমা ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতি করে এবং প্রেমময় বিভুকে সর্ব্বাপেক্ষা নিজ জন মনে করিয়া তাঁহার নিকট সকরুণ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করে। জ্ঞানমার্গাবলম্বীকে সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, আর ভক্তিমান্ পুরুষ ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে পায়। জ্ঞানী "অহং ব্রহ্ম" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া আত্মভাব প্রকাশ করে, আর ভক্ত দাস্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া "প্রভো! আমি ক্ষুদ্র জীব, এই জীবাধমকে তোমার চির দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর।" এই কোমল ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করে। জ্ঞানীর মুক্তিলাভই চরম লক্ষ্য ; কিন্তু ভক্ত তাহার বিরোধী, ভক্ত বলে, * "আমি মুক্তি চাহি না আমি ভক্তি চাই। আমি মরিতে চাহি না, কিন্তু বাঁচিতে চাই। আমি মিশিতে চাহি না, কিন্তু ভাসিতে চাই। আমি যদি মরিয়া যাই, আমি যদি সাগরে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে সাগরের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কায়া, গলিত রজতময় ছায়া, কল গম্ভীর নিনাদ এ সমস্ত কে দেখিবে ? কে শুনিবে ? আমি যদি তাঁহাতে মিশিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার শ্যামসুন্দর ভাবে ঢল ঢল মোহনমূর্ত্তি, সে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে হাসি মুখের ললিত ভাস্বর রমণীয় কান্তি, সে

* এই অংশ শ্রীভুবেন কবিরত্ন কৃত "ভিখারী" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

ভুবনমোহিনী বাঁশরীর কাকলি,—এ সমস্ত কে দেখিবে? কে শুনিবে? আমি এ সমস্ত বড় ভালবাসি। তোমার (অদ্বৈত-বাদীর) মুক্তিতে ভালবাসা নাই। তাহাতে প্রিয়ত্বও নাই অপ্রিয়ত্বও নাই। আমার ভক্তিতে প্রিয়ত্ব আছে, অপ্রিয়ত্ব নাই। তুমি বলিতেছ প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্ব বর্জ্জিতই পরমানন্দ। আমি বলিতেছি,—অপ্রিয়ত্ববর্জ্জিত প্রিয়ত্বই পরমানন্দ। তোমার মুক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে হারাইতে হয়, আমার ভক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। যাহা প্রিয়, তাহাই চাই; যাহা প্রিয় হইতে পৃথক্, তাহার আবশ্যকতা নাই।"

যাহা হউক যদিও জ্ঞান এবং ভক্তির পৃথকত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু পরোক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে উভয়ের মিশ্রণই আবশ্যক। কারণ ভক্তি-বিহীন যে জ্ঞান তাহা একদেশদর্শী; তদ্দ্বারা আত্মার পুষ্টি হয় না। এ সম্বন্ধে উপনিষৎকারও বলিয়াছেন,—

"না বিরতো দুশ্চরিতাৎ না শান্তো না সমাহিতঃ।
না শান্তো মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

(উপনিষদ্)

শান্ত সমাহিত সচ্চরিত্র না হইলে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। এইরূপ জ্ঞান-বিহীন ভক্তি দ্বারাও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কারণ জ্ঞানহীন ভক্তি অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্য জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণই সুখকর। জ্ঞানের সহিত প্রেম ভক্তির সংযোগ না হইলে তদ্দ্বারা লক্ষ্য স্থানে পৌঁছান সুকঠিন। ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে উহারা

ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ সম্বন্ধে জনৈক চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিতেছি।

"জ্ঞান ও ভক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হয়, তাহারা যেন ভ্রাতা ভগিনী, ভ্রাতা একটু বড়, ভগিনী ছোট, ভ্রাতা একটু বুঝমান, ভগিনী অবুঝ—আব্‌দারে, বুঝমান ভ্রাতা অবুঝ ভগিনীর যেমন শত্রু নহে—বন্ধু, জ্ঞান ও ভক্তির তেমনিই শত্রু নহে; জ্ঞান ও ভক্তি ভাইয়ে বোনে হাত ধরাধরি করিয়া সে পথে চলে, যে পথ বড় পিচ্ছিল—যেখানে একেলা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, বড় বুঝমান ভ্রাতা যেমন ভগিনীকে ছাড়িয়া মাতৃ-সন্নিধানে একাকী উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানও ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মাতৃ-সন্নিধানে যাইতে সাহস করে না। যতক্ষণ ভক্তি না আসে জ্ঞান দাঁড়াইয়া থাকে, পরে ভক্তি আসিলে তাহার হাত ধরিয়া ছোট ভগিনীকে আগে আগে করিয়া জননীর সন্নিকটস্থ হয়। ভগিনীকে ফেলিয়া ভ্রাতার যেমন মাতৃগৃহে প্রবেশের অধিকার নাই, তেমনি ভক্তিকে ফেলিয়া জ্ঞানও একাকী মাতৃসকাশে যাইবার অধিকার পায় নাই। কিন্তু ভক্তির কথা স্বতন্ত্র; অবুঝ ভগিনী ভ্রাতা আসিল কি না অত দেখে না, ভীত হরিণ-শিশু যেমন তীরবেগে মাতৃবক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়, ভক্তি তেমনি ভ্রাতাকে সঙ্গে পায় ভালই নতুবা একাই তীর-বেগে জননীর নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে সে কাঁদিত না সত্য, কিন্তু তাহা যদি নাই হইল,—সে কাঁদে, আর সে স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে,—যেখানে গেলে ভয়ের হস্ত হইতে সে চিরকালের মত উত্তীর্ণ হইবে।" (প্রেমাঞ্জলি)

পাঠক! এখন অবশ্য বুঝিতে পারিলেন যে, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিপথ সংসারাশ্রমীর পক্ষে অবলম্বনীয় কেন? কলির জীব এতই

শিশ্নোদর-পরায়ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন যে, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমাতেই সমুদয় অর্পণ করিবে।

জীব বলিতেছে, না, এত কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিব না। যদি তাহা না পার তবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। জীব বলিতেছে, না তাহাও পারিব না, যদি তাহা না পার, তাহা হইলে সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও; জীব বলিতেছে, না, তাহাও পারিব না, তখন ভগবান্ বলিয়াছেন যদি তাহাও না পার তবে আমার গুণানুবাদ শ্রবণ করিবে, সৎসঙ্গে থাকিবে, যেখানে হরিকথা হয় তথায় যাইয়া ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণ করিবে এবং নির্জ্জনে বসিয়া ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম জপ করিবে। তাহা হইলেই তোমাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল আচার উদ্ধারে॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

কলির জীব ভগ্নস্বাস্থ্য, অল্পায়ু, হীনবীর্য্য, কাজেই তাহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই জন্যই মহাপ্রভু জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিলেন যে, "সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়।"

চৈতন্যদেবের এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতকে অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ভক্তিগুণে আচণ্ডাল সকলেই মুক্তির অধিকারী! এই উদার মত কখনই

* "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

(গীতা)

সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভক্তিসূত্রকার মহর্ষি শাণ্ডিল্য "ঈশ্বরে পরানুরক্তিকে" ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মতেও এই অহেতুকী ভক্তি দ্বারাই জীবের সহিত ভগবানের মধুরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ তিনি আরও বলিয়াছেন, "মুক্তিলাভের পথে জাতিভেদাদি কোন প্রতিবন্ধক নাই। ভক্তিমান্ বৈষ্ণব মাত্রেই মুক্তিলাভের অধিকারী; কিন্তু আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তি মাত্রেরই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ অনাসক্ত চিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই সার্ব্বভৌমিক মত দেশকালপাত্রানুসারে সাম্প্রদায়িক ভাবে গৃহীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। কারণ এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহিরঙ্গ ধর্ম্মে মহাপুরুষগণের ব্যক্তিগত স্বাধীন মত থাকিলেও অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে সকলেরই সমতা বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মহাপুরুষগণের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, একমাত্র মুক্তিলাভ সকলেরই চরম লক্ষ্য।

১। "আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনই মুক্তিলাভের উপায়।" (উপনিষদ্)
২। "বিশ্বব্যাপী মৈত্রী।" (বুদ্ধ)
৩। "আপনাকে আপনি জান।" (সক্রেটিস)
৪। "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য।" (ঈশার মত)
৫। "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা অপর সকল
দেবপূজার প্রতিবাদ।" (মহম্মদ)
৬। "ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।" (মার্টিন লুথার)
৭। "মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি।" (থিওডোর পার্কার)

৮। "জগতের প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন।" (অগষ্ট্ কোমত্)

৯। "সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়।" (শ্রীচৈতন্যদেব)

উল্লিখিত বিভিন্নমতাবলম্বী মহাপুরুষগণের ধর্ম্মমতগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকেই বিভিন্ন পথগামী; কিন্তু গন্তব্য স্থান সকলেরই এক। এবং ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা বা সাম্প্রদায়িকতা বিন্দুমাত্রও নাই। এই একদেশদর্শিতাবিহীন সার্ব্বভৌমিক মত প্রচার করাই শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষত্ব এবং এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি এত সুদৃঢ়। ধর্ম্ম-জগতে বহুবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণব সমাজ আজিও অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান আছে; এবং এখনও যে হিন্দুগণ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন, ইহা তাহারই একমাত্র ফল।

বস্তুতঃ একদেশদর্শী বিচারবুদ্ধি-বিহীন মানবগণ "সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত সাধু পুরুষের আদর করিতে শিক্ষা করিলে, প্রবৃত্তি সংযমনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে, সকল দেশীয়, সকল সম্প্রদায়স্থ "আদর্শ পুরুষ" রূপেই পরিগণিত হইবেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মহাপ্রভুর নূতন কৌশল

"প্রভু বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বর চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥"

মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই একান্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু কিরূপ ভাবে এই মহৎকর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিবার পরে স্থির করিলেন যে, এই কঠোর কার্য্য অন্য সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ প্রলোভনপূর্ণ ও বিপদ্-সঙ্কুল সংসারের মধ্যে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করত ভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে তৃপ্তিলাভ করা ও ধর্ম্ম-জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মোন্মুখী করা সহজ কার্য্য নহে। তাই সবিশেষ আলোচনা করিয়া উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত এবং ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় শ্রীভগবানের অবতারস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করাই সমীচিন মনে করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মহাপ্রভু করুণ দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মূর্খ, নীচ, দরিদ্র জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেম দান করিব; কিন্তু আমার সে বাসনা পূর্ণ হওয়ার উপায় দেখিতেছি না। আমি সন্ন্যাসী হইলাম তুমিও গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, তবে আর কিরূপে অধম জীবগণ উদ্ধার পাইবে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ ছল ছল চক্ষে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, তুমি ব্যতীত এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার অন্য উপায় নাই। তাই বলি তুমি অবিলম্বে গৌড়দেশে গমন করত সংসার-ধর্ম্ম অবলম্বন কর। এবং পাপক্লিষ্ট জীবগণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া উদ্ধার কর।" ভক্তিগুণে আচণ্ডাল সকলেই মুক্তির অধিকারী, জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিতে হইবে।

"প্রভু বলে, 'শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥

ভক্তি রস দাতা, তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥”

(চৈতন্য-ভাগবত)

একমাত্র সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, গৃহে থাকিয়াও ভগবদনুগ্রহ লাভ হইতে পারে, জীব-জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই মহাপ্রভুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাই সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী পরম সাধু নিত্যানন্দকে প্রভু পুনরায় মুনি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত গৃহী হইতে আদেশ করিলেন।

“তুমি যাহ গৌড়দেশে করিতে সংসার।
তবে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার॥

(নিঃ বংশবিস্তার)

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর এই প্রকার কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; এবং কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিলেন। যিনি এতকাল যাবৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। এক রজ্জুতে আবদ্ধ বিভিন্নদিকে প্রধাবিত পশুদ্বয়ের যেরূপ বিষম কষ্ট হয়, একধর্ম্মাবলম্বী শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছা-কৃত গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করাও নিত্যানন্দের পক্ষে সেই প্রকার কষ্টকর হইল। নিত্যানন্দ অবশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষাদভরে উত্তর করিলেন, “প্রভু, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজই করিতে

পারিব না। তুমি যে ভাবে চালাইবে আমাকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

"মোরে কহিতেছ পুনঃ করিতে সংসার,
আপনাতে যতি-ধর্ম্ম করিলে স্বীকার।
আজ্ঞাকারী দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা হয় তাহা শিরে ধরি॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দকে সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া ধর্ম্ম-জগতের গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দও মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মহা-প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিবেন না, নিত্যানন্দের পক্ষে ইহাই গুরুতর কষ্টের কারণ হইল। পতি-গৃহে গমনোন্মুখী কামিনী যে প্রকার মাতাপিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সজল নয়নে শ্বশুরালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শ্রীমন্নিত্যানন্দও সেই প্রকার মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত ভগ্নচিত্তে ভক্তগণ সহ গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌড়ীয় যুগে নূতনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন জন্য পরমভক্ত রামদাস, গদাধর দাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, রঘু-নাথ দাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। নিতাইচাঁদ গৌড়ে গমনকালে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া সকলকেই প্রেমময় করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবির্ভাব হইল। ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ভক্তগণ সকলেই আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাসের শরীরে গোপালভাব

প্রকাশ পাইল। তিনি যাইতে যাইতে ভাবে বিভোর হইয়া পথিমধ্যে তিন প্রহরকাল অজ্ঞানাবস্থায় ত্রিভঙ্গভাবে অবস্থান করিলেন।

"পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেখি কত ভাব নাহি তার অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তাঁর দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপে গদাধর দাস রাধিকা, রঘুনাথ রেবতী এবং কৃষ্ণদাস গোপালভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গমন করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞান-রহিত, তিনি ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্রন্দন করিতেছেন, অজ্ঞানাবস্থায় ভুলিয়া কতদূর গমন করেন, আর সম্মুখে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "ভাই! গঙ্গাতীরে কোন্ পথে যাইব?"

এইরূপে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বহুসংখ্যক ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ গৌড়দেশাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক ভক্তের জীবন-চরিত বর্ণন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে। নিত্যানন্দের পারিষদগণ মধ্যে প্রধান ভক্ত বার জন, ইহারা "দ্বাদশগোপাল" বলিয়া বিখ্যাত। দ্বাপর ও কলির সম্বন্ধভেদে তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নে লিখিত হইল।

কলিযুগে	দ্বাপরে	বাসস্থান
শ্রীঅভিরাম	(শ্রীদাম)	কৃষ্ণনগর (হুগলী)
শ্রীসুন্দরানন্দ	(সুদাম)	মহেশপুর (নদীয়া)
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত	(বসুদাম)	কাঁচড়াপাড়া (হুগলী)
শ্রীগৌরীদাস	(সুবল)	অম্বিকা (কাল্না)
শ্রীকমলাকর পিপলাই	(মহাবল)	আকলামহেশপুর (হুগলী)
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত	(সুবাহু)	সপ্তগ্রাম (হুগলী)
শ্রীমহেশ পণ্ডিত	(মহাবাহু)	পানপাড়া
শ্রীপুরষোত্তম দাস	(স্তোক কৃষ্ণ)	বোধখানা (যশোহর)
শ্রীপরমেশ্বর দাস	(দাম)	তরাআটপুর (হুগলী)
শ্রীকালিয়াকৃষ্ণ দাস	(লবঙ্গসখা)	বড়গাছি (নদীয়া)
শ্রীমুকুন্দদত্ত	(মধু মঙ্গল)	আবসাইহাটী (কাটোয়া)
শ্রীশিশুকৃষ্ণ দাস	(ভদ্রসেন)	দাঁইহাট (কাটোয়া)

এই দ্বাদশজন নিত্যানন্দের প্রধান ভক্তের বাসস্থান দ্বাদশপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধার্ম্মিক বৈষ্ণবগণ অদ্যাপি তীর্থ ভ্রমণ ও বৈষ্ণবোৎসব উপলক্ষে উক্ত শ্রীপাট দর্শন করিতে থাকেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পানিহাটীতে গমন

"রাধাভাব, হরিভক্তি, জীবের নিস্তার।
এই তিন বাঞ্ছা পূরাইতে অবতার॥

নিত্যানন্দ পার্ষদগণ সহ নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গার তীরবর্ত্তী পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে পরম সাধু রাঘব পণ্ডিতের বাস। নিত্যানন্দ এখানে আসিয়াই পার্ষদগণসহ রাঘব-গৃহে গমন করিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক অযাচিত ভাবে সুশীতল বারি পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, ধর্ম্ম-প্রাণ রাঘব নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন। রাঘব পরম যত্নে সগণ নিত্যানন্দকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করাইলেন। রাঘব-গৃহে কীর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া সংসারক্লিষ্ট মানব সুশীতল ও আশ্বাসিত হইল।

নিতাইচাঁদের আনন্দের সীমা নাই, বাহ্যজ্ঞান-রহিত, একবার মধুর স্বরে কীর্ত্তন গাইতেছেন, আর পদ্মচক্ষু দিয়া শত শত ধারা ছুটিতেছে, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এ দৃশ্য জগতে অতুল্য। যে প্রকার সুগন্ধি পুষ্প ফুটিলে মধুলোভী ভ্রমরগণ ব্যাকুল হইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রকার নিতাইচাঁদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, ভক্তগণ মহোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল, নাস্তিক-হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এবং নিতাইচাঁদও সুযোগ বুঝিয়া কলির নূতন গায়ত্রী—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

প্রচার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত নৃত্য ও মধুর কীর্ত্তন থামিল না, ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার অলৌকিক প্রেম ও অশ্রু-কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণ ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিল। তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইল, সেই ব্যক্তিই প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল এবং যাহাকে আলিঙ্গন করিলেন সেই অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

"যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দ এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বল হইয়া এক ঘাটে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং পার্ষদগণকে অভিষেক করিতে

আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর আদেশানুসারে রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তগণ সহস্র সহস্র ঘট গঙ্গাজল আনিলেন এবং নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া নিত্যানন্দের শ্রীমস্তকে ঢালিতে লাগিলেন। অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে নিতাইচাঁদকে নূতন বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিলেন, এবং শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন। গলদেশে চন্দন-চর্চ্চিত বনমালা দুলিতে লাগিল। রাঘব প্রফুল্ল চিত্তে প্রভুর মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন। নিত্যানন্দের শরীর হইতে দ্রুতবেগে বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হরিনামের ধ্বনি উঠিল, পানিহাটী হরিনামে ডুবিয়া গেল।

মূর্ত্তিমান্ বিনয় ও ভক্তিধর্ম্মরূপী শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইল। নিতাইচাঁদের প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিতে লাগিল। ভগবদ্দত্ত নীরদ-বারি যে প্রকার সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পরম দয়ালু নিত্যা-নন্দের প্রেমভক্তিও আপামর-সাধারণ সকলেই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর প্রভু হাসিয়া রাঘবকে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি সত্বর কদম্বের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমার গলায় দাও। আমি কদম্ব পুষ্প বড়ই ভালবাসি।" কদম্ব পুষ্প সে সময় পাওয়া অসম্ভব, তাই রাঘব বলিলেন, "প্রভু! এখন ত কদম্ব পুষ্পের সময় নহে, আমি উহা কোথায় পাইব?" নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বাড়ীতে যাইয়া ভালরূপ অনুসন্ধান কর।"

অতঃপর প্রভুর আদেশে রাঘব পণ্ডিত নিজ বাড়ীতে যাইয়া কদম্ব পুষ্প খুঁজিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে একটি জম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এই অসম্ভব

ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রাঘব পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন এবং নিত্যানন্দ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহাই মনে করিয়া পুলকিত হইলেন। অবশেষে কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিয়া পরমানন্দে নিত্যানন্দের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঠিক সেই সময় দমনক পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। নিতাই হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা বল দেখি এ কিসের গন্ধ অনুভব করিতেছ?" ভক্তগণ বলিলেন, "আমরা দমনক পুষ্পের গন্ধ অনুভব করিতেছি।" তখন নিতাই বলিলেন, "এ মনোহর গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে জান?" ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যদেব আজি কীর্ত্তন শুনিবার জন্য নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দমনক পুষ্পের মালার সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছে।" এ কথা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অবিশ্বাস্য হইতে পারে; কিন্তু ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিলে এই সমস্ত অলৌকিক লীলার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ ভক্তির রাজ্যে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ দর্শন করিতে বাহিরের লোকে সম্পূর্ণ অনধিকারী। তাই আমাদের সহৃদয় পাঠক! নিতাইচরিত পাঠ করিবার সময় ইহা ভক্তির চক্ষেই দেখিবেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন, "ভক্তগণ! মহাপ্রভু কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, পরমানন্দে কীর্ত্তন কর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যশোগানে তোমাদের সর্ব্বশরীর প্রেমপূর্ণ হউক।" এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ গভীর গর্জ্জনে হরি বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দের আদেশ পাইয়া ভক্তগণ পরমানন্দে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্তগণ অলৌকিক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে॥
শুন শুন আরে ভাই! নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্ব জগতের ভক্তি॥
যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দ এইভাবে তিনমাস কাল অবস্থান করিয়া পানিহাটীতে প্রেমের ঢেউ তুলিলেন। বহু পাপী ব্যক্তি পবিত্র হইল এবং তাঁহার অনুগ্রহে অনেক ভক্তই নূতন শক্তি লাভ করিয়া নব-জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

"আপনে যেহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অবধূতের অলঙ্কার-ধারণ

"দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নিত্যানন্দের হৃদয়পদ্মে নব ভাবের বিকাশ পাইল। ক্রমশঃ নিতাইএর ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তিনি নূতন লীলার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই নূতন লীলার অভিনয় করিয়া তাহারই পরিসমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরম-যোগী নিত্যানন্দের মনে অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা উপস্থিত হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। সংসারীকে ধর্ম্মপথে আনিতে হইবে, ইহা সহজ ব্যাপার নহে। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে চলিবে না, নিজে সংসারী না হইলে অপর সংসারাশ্রমীকে ভক্তিপথে আনা যাইবে না, ইহাই মনে করিয়া দয়াল নিতাই নূতন ধর্ম্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে

জগতের সকল লোকেই ভগবৎ-প্রেম লাভ করুক, ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, কাজেই তিনি এই নূতন ধর্ম্মের অবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন।

কৌপীন, বহির্ব্বাস যাঁহার পরিধেয়, দণ্ড-কমণ্ডলু যাঁহার সম্বল, তিনি আজ মনোহর বসন-ভূষণে সজ্জিত হইতে উদ্যত! এ দৃশ্য জগতে অতুল্য। নিতাইচাঁদ হাতে স্বর্ণবলয়, অঙ্গুলিতে রত্ন-খচিত অঙ্গুরীয়, ও কণ্ঠে রমণীয় হার ধারণ করিলেন। দুই কর্ণে মুক্তাখচিত কুণ্ডল ও পাদপদ্মে ধবলকান্তি রজত নূপুর শোভা পাইতে লাগিল। গলায় মল্লিকা, মালতী, যূথী প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মালা ও ললাটে সুন্দর তিলক ধারণ করিলেন। শ্রীঅঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত হইল। নীল পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং মস্তকে পট্টবস্ত্রের পাগ বান্ধিলেন। স্বর্ণ-জড়িত-প্রান্ত লৌহদণ্ড শ্রীকরে ধারণ করিলেন। পার্ষদগণও সকলেই ঐরূপ মনোহর বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেন। মহাপ্রভু যে প্রকার নাগর-বেশে সজ্জিত হইয়া নবদ্বীপের প্রবল-প্রতাপ চাঁদকাজির দর্প খর্ব্ব করিতে ও প্রেমভক্তি প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দও সেই প্রকার ভুবনমোহন সাজে সজ্জিত হইয়া ভক্তগৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে যিনি কঠোর যোগ-ধর্ম্মে অভ্যস্ত; আজ তিনি হঠাৎ সেই মুনিধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারাসক্ত বিষয়ভোগী মানবের ন্যায় শারীরিকশোভা-সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হইতেছেন, এ দৃশ্য সাধারণ মানবের চক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু ভগবানের এই লীলা-রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ভক্তের নিকট কষ্টকর নহে। ভরসা করি, ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ ইহাকে নিত্যানন্দের লীলাচাতুর্য্যই মনে করিবেন। কারণ যিনি বিষয়-ভোগে অনাসক্ত, ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ,

উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ এবং নিন্দা বা প্রশংসাতে অবিচলিত তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। অপিচ যাহারা ধর্ম্মরাজ্যের অতি হেয়তম নিম্নস্তরে দণ্ডায়মান, তাহাদেরই বিষয়-ভোগে পতনের সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের অতি উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত, তাঁহাদের কোন অবস্থাতেই পতনের সম্ভাবনা নাই। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"* সর্ব্বভুক্ বহ্নির প্রায় দোষ তেজীয়ান্ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল এমনই অদ্ভুত যে, একের পক্ষে যাহা বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃতবৎ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, সংসারীর পক্ষে তাহা একান্ত পরিত্যাজ্য। সংসারাশ্রমীদিগকে ভক্তিপথের পথিক করিতে হইবে ইহাই নিত্যানন্দের প্রাণের ইচ্ছা; কিন্তু যাহারা আজন্ম সুখের-ক্রোড়ে লালিত-পালিত, কঠোর আত্মসংযমে অনভ্যস্ত, তাহাদিগকে একেবারেই নীরস জ্ঞানমার্গে লইয়া যাইয়া ধার্ম্মিক করিতে চেষ্টা করা যে বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরম-দয়াল নিত্যানন্দ কলির জীবের মলিন দশা দূর করিবার নিমিত্ত দেশকালপাত্রানুসারে নূতনধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন। গণ-সহ নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তগণকে পবিত্র করিতে লাগিলেন।

"তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্য্যটন কেলি॥

---

* "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্দ্ধাম॥
দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দের অলৌকিক রূপ ও দৈবতেজ দর্শন করিয়া অত্যাচারী অধার্ম্মিক পাষণ্ডগণ সকলেই নবজীবন লাভ করিল। তাহাদের মন নির্ম্মল হইল, হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল। বস্তুতঃ নিত্যানন্দ ভক্তগণ-মধ্যে যে শক্তিসঞ্চার করিলেন তাহা বর্ণনাতীত, সেরূপ ঐশী শক্তির কথা কুত্রাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই। এ সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

"যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন॥
গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞিরে গোপাল" বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥

এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে ॥
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে ॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দ এইরূপে প্রেমভক্তি প্রচার করিতে করিতে পার্ষদগণসহ এড়েদহে পরম সাধু গদাধর দাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। গদাধর পরম কৃষ্ণভক্ত। তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তাঁহার দেবালয়ে "বাল-গোপাল"-নামক বিগ্রহ ছিলেন। তিনি সেই উপাস্য দেবতার সেবার জন্য গঙ্গায় জল আনিতে যাইতেন, পথিমধ্যে জল লইয়া ফিরিবার সময় গোপীভাবে বিহ্বল হইয়া অমনি বলিতেন,—

"মস্তকে করিয়া গঙ্গা জলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গোরস ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দ গদাধর-আলয়ে শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি বিদ্যুদ্‌বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মূর্ত্তিকে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন। ভক্তগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরম ভাগবত মাধবানন্দ ঘোষ সুযোগ বুঝিয়া সুমধুর স্বরে "দানখণ্ড" গাইতে লাগিলেন। মাধবের মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রেমাবিষ্ট

হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে প্রেম-ভক্তি-প্রকাশক সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

"ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি॥
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজরঙ্গে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

গদাধরের বাসগ্রামে একজন দুর্ব্বৃত্ত কাজি রাজকার্য্য করিতেন। মুসলমানগণ স্বভাবতঃ হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী তাহার উপর আবার সংকীর্ত্তনের প্রতি ইহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল, কাজেই তাঁহার ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ সংকীর্ত্তন করিতে পারিত না। কিন্তু একদিন রাত্রিতে প্রেমাবিষ্ট গদাধর হরিধ্বনি করিতে করিতে কাজির গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরের এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া কাজির কর্ম্মচারিগণ কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইল না, সকলেই চুপ করিয়া থাকিল।

এদিকে গদাধর উদ্‌ভ্রান্তভাবে একেবারে কাজীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আরে বেটা শীঘ্র কৃষ্ণ বল, নতুবা এখনই তোর মস্তক ছেদন করিব।" কাজি এই প্রকার অত্যন্ত কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু গদাধরকে দেখিবামাত্র মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তখন কাজি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গদাধর! তুমি এখানে কেন?" গদাধর বলিলেন, "আমার কিছু কথা আছে, তুমি শুন। গৌর নিতাই দুই ভাই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌বাসীকে হরিনাম লওয়াইতেছেন; জগতের আবাল-

বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নামসুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইল, আর তুমি এখনও পড়িয়া রহিলে? আজ আমি তোমাকে সেই হরিনাম বলাইতে এখানে আসিলাম। বল বল শ্রবণ-মঙ্গল মধুর হরিনাম একবার বল, তোমার সকল পাপ দূরে যাইবে।" যদিও কাজি অত্যন্ত দুরাচার ও হরিনামের চিরবিরোধী, কিন্তু না জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে আজ গদাধরের মুখে এই প্রকার অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরে কাজি সহাস্যে বলিলেন, "গদাধর! অদ্যকার মত তুমি গৃহে গমন কর, কাল আমি হরি বলিব।"

এই কথা শুনিয়া, "আর কাল কেন? এই ত তুমি হরি বলিলে, তোমার সমস্ত পাপ দূর হইল।" ইহাই বলিয়া গদাধর আনন্দে হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে গমন করিলেন। যে কাজি হরিনামের চির বিরোধী, হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করাই যাঁহার স্বভাব, যাঁহার অত্যাচারে হিন্দুগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন, আজ সেই দুর্ব্বৃত্ত কাজীর প্রবল প্রতাপ ও অনুচিত ঔদ্ধত্য নিত্যানন্দ ভক্তের নিকট খর্ব্ব হইল। কাজি আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া পরম সাধুরূপে পরিগণিত হইলেন। নিত্যানন্দ এইরূপে এঁড়েদহে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া খড়দহে গমন করিলেন, তথায় আসিয়া প্রধান ভক্ত চৈতন্যদাস ও পুরন্দর পণ্ডিতের আলয়ে কয়েক দিন বাস করিলেন।

নিত্যানন্দের শুভ আগমনে খড়দহ পবিত্র হইল, প্রেম তরঙ্গ উত্থিত হইল, জীবের মলিনভাব দূর হইল। প্রভুর অনুপম সৌন্দর্য্য, অলৌকিক সাত্ত্বিকভাব ও অসাধারণ জীবানুকম্পা দর্শন করিয়া লোকে চমকিত হইল এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
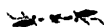
উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে

"তেষাং যোগাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অতঃপর নিত্যানন্দ গণ-সহ অতি ব্যাকুল হৃদয়ে খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সপ্তগ্রাম হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মুক্তবেণী স্থান অর্থাৎ পরম পবিত্র প্রধান তীর্থ ত্রিবেণীর তীরে অবস্থিত। এই সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের মহা অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ ভক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের বাস। ইনি বৈশ্য-জাতীয় স্থবর্ণবণিক-বংশসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকর়চন্দ্র দত্তের ঔরসে ও শ্রীমতী ভদ্রাবতীর গর্ভে ১৪০৩ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারে দ্বাদশগোপালের মধ্যে স্থবাহু-নামক পঞ্চম গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রধান ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন পদকর্ত্তার একটি স্থন্দর পদ উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত॥
শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর,
সুবর্ণ বণিক খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ পদ, ধ্যায় নিরন্তর,
বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥
বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য,
মলপ্রায় ত্যাগ করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে,
হইলা বিবেকাচারী॥
নীলাচলপুরে, প্রভু ধরিবারে,
সদা ইতি উতি ধায়।
আশাঝুলি ল'য়ে, ভিখারী হইয়ে,
প্রসাদ মাগিয়া খায়॥
প্রভু ভক্তগণ, পাই নিজ জন,
রাখিয়া যতন করি।
এ দাস মুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ,
দত্তের দৈন্যতা হেরি॥"

(পদ-সমুদ্র)

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া কলিকলুষ-নাশিনী নির্ম্মল-সলিলা ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের গৃহে পদার্পণ করিলেন। নিত্যানন্দকে দর্শনমাত্র ভক্ত উদ্ধারণের ভক্তি-মন্দাকিনী শতধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। বিরহ-বিধুরা-পতিপ্রাণা কুলকামিনী বহুদিন পরে বিদেশাবস্থিত স্বীয় প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দলাভ করেন, ভক্ত উদ্ধারণ অনেক দিনের পর নিজ প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া ততোধিক আনন্দানুভব করিলেন। ভক্ত হৃদয় যে কিরূপ পদার্থ তাহা বর্ণন করা মাদৃশ অধম ব্যক্তির সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে। বস্তুতঃ প্রেমিক ব্যক্তিরই ইহা অনুভবের বস্তু। যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের কণামাত্রও বিদ্যমান আছে, তিনিই ইহার আনন্দময় সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ; সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য নহে। যাহা হউক ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বাস জাত এই আত্মবিস্মৃতি সাধারণের চক্ষে কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও ভক্তগণের নিকট ইহা ঐশী শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। নিত্যানন্দগত-জীবন উদ্ধারণ দত্ত কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহার সেবায় পরম তৃপ্ত হইলেন।

"কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে, দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

উদ্ধারণ-গৃহে প্রেমের জোয়ার আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ কীর্ত্তন-তরঙ্গে সমস্ত সপ্তগ্রাম ভাসিয়া গেল। দলে দলে লোক আসিয়া প্রভুর ভক্ত হইতে লাগিল। দয়াল নিতাইএর ভুবনমোহন রূপ, প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি ও নিঃস্বার্থ দয়া যে দেখিল, সে-ই মুগ্ধ হইল, সে মনে করিল এ দৃশ্যটি বুঝি মর্ত্ত্যের নহে। স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বাসে সকলেই তাঁহাকে প্রাণ, মন, বুদ্ধি অর্পণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। দয়াল নিতাইএর এই প্রকার বিশ্বজনীন প্রেমে বণিগ্‌বংশ উদ্ধার হইল এবং সেই হইতে সপ্তগ্রাম একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইল। সপ্ত-গ্রামের মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, নির্ধন, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড, প্রেমিক সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার"॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

এখানে প্রসঙ্গাধীন আরও একটি কথা বলা যাইতেছে। ভগবান্ ভক্তের প্রতি কিরূপ ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন, উদ্ধারণ দত্তের জীবনে তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উদ্ধারণ দত্ত ভক্তির জোরে নিত্যানন্দের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তিনি সময়ে সময়ে নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়াও প্রভুর সেবা করাইতেন।

যদিও সংসারাশ্রমীর নিকট এ দৃশ্য বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির রাজ্যে তাহা গ্রহনীয় নহে। কারণ নিত্যানন্দ স্বয়ং ঐশী-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ; কাজেই তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অযৌক্তিক নহে। কর্ম্ম-জীবনে যাহারা ধর্ম্মরাজ্যের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত, তাঁহাদের পক্ষেই জাতিগত বৈষম্য বিচার্য্য; কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে তাহা সমীচীন নহে। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ-বণিক-জাতীয় * হইলেও পরম বৈষ্ণব ও নিত্যানন্দে তদ্গত-প্রাণ ছিলেন। তজ্জন্য দয়াল নিতাই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভগবান্ ভক্তের অধীন, ইহা ধ্রুব সত্য। এমন কি স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"তেষাং যোগাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

(গীতা)

যাহারা অনন্যাকৃষ্ট চিত্তে আমাতে আত্ম সমর্পণ করে, আমি তাহাদের সমুদয়ই নিজে বহন করিয়া থাকি। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতায় যাহার অভিব্যক্তি, শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরিত্রে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই কথা বলিয়া যাঁহারা নিত্যানন্দের পবিত্র জীবনে দোষারোপ করেন, তাহারা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ও বিবেক-শক্তি-শূন্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

''একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে সুধায়া॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ॥

---

* সুবর্ণ-বণিক-জাতির বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এইমত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম কোথায় বসতি॥

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ।
তস্যাশ্চ ধেনোশ্ছেদেন পতিতা বণিজঃ কলৌ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্ববর্ণবহিষ্কৃতাঃ।"

(কুলরমার বচন)

বঙ্গবাসী বণিক্‌গণ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার (সেকরা)-গণ অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। স্বর্ণবণিক্‌গণের জল অস্পৃশ্য হওয়া সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে ; এক সময় মহারাজ বল্লালসেনের মাতৃশ্রাদ্ধে সুবর্ণ-নির্ম্মিত কতক-গুলি ধেনুদান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক্ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, ঐ সকল ধেনু শূন্যগর্ভ, এবং উহাদের অন্তরে অলক্তক রক্ষিত হইয়াছে। তৎপর জনৈক বিপ্র রাজদত্ত একটি স্বর্ণগাভী এক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করেন। পরে বণিক্ ঐ স্বর্ণধেনু ছেদন করিলে উহার ভিতর হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া মহারাজ সমীপে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইলেন, এবং বলিলেন যে, "মহারাজ! আমার সাক্ষাতে ঐ বণিক্ আপনার রাজ্যে গোবধ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মহারাজ সেই বণিকের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন যে, "ঐ গাভীর জন্য আমাকে যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে যেরূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। আমার অধিকার মধ্যে যেখানে যত স্বর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার আছে, তৎ সমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল।" তদবধি ইহারা সেই ভাবেই আছেন।

প্রভু কহে 'ত্রিবেণীতে' বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক্ দেখি করিনু স্বীকার॥
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল॥"

(নিত্যানন্দ বংশবিস্তার)

ষড়বিংশ অধ্যায়

অদ্বৈত আলয়ে গমন

"দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইল বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তৎপর শ্রীমন্নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে উপস্থিত হইলেন। পরমভক্ত উদ্ধারণ দত্ত ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। বহুকাল পরে শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দকে দেখিয়া আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং দয়াল নিতাইকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। তারপর উভয়ে কোলাকুলি করিলেন, প্রেমাশ্রুতে উভয়ের বক্ষ ভাসিয়া গেল। নিতাই-চাঁদ অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-পদ্ম হইতে টস্ টস্ করিয়া ধারা বহির্গত হইতে লাগিল, উভয়ের শরীরে প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তির বিকাশ পাইল। দুইজনেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ বিরহের পর মিলনের যে কি সুখ তাহা অবর্ণনীয়।

এই বিরহ-জনিত দুঃখের ও মিলন-জনিত সুখের যে অবস্থা তাহা বঙ্গীয় কাব্য-কাননের পিকরাজ বিদ্যাপতি মাধুর্য্যময়ী ভাষাতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রসঙ্গাধীন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার অদমনীয় লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

"হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করিব মাধবী মাসে ॥
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করিব বারিদ মেহে।
হরি হরি কোইহ দিব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগ।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী ॥
শ্রাবণ মাহে ঘন বিন্দু না বরিখব,
সুরবত বাঁঝকি ছান্দে ॥"

কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রাধিকা আবেগভরে বলিতেছেন, "চন্দ্রকরে নলিনী লতা শুকাইয়া গেলে, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে? তপন-তাপে অঙ্কুর জলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে? হরি হরি এ কি দৈব দুঃখ! সিন্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে

দূর করিবে? আমার কর্ম্মদোষ ভিন্ন চন্দন তরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে কেন? চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন? এবং চিন্তামণি স্বগুণ হারা হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং কল্পতরু আমার পক্ষে বন্ধ্য হইল।" কিন্তু সেই বিরহিণী প্রেম-পাগলিনী রাধিকা যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়-সরোবরে নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইল। তখন শ্রীমতী রাধিকা আবেগভরে বলিতে লাগিলেন ;—

সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥"

"সেই কোকিল এখন লক্ষ লক্ষ ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক পাচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ বাণ নিক্ষিপ্ত হউক, মৃদুমন্দ মলয় পবন এখন ঘন ঘন প্রবাহিত হউক।"

বস্তুতঃ কবি বিদ্যাপতি অমৃত-নিঃস্যন্দিনী ভাষায় বিরহ ও মিলনের যে মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-জগতের অপূর্ব্ব ছবি। সাধারণ পাঠক ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইবেন; কিন্তু চিন্তাশীল ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ ইহাতে ভগবৎ-প্রেমের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া বিমল সুখ অনুভব করিবেন।

প্রিয় পাঠক! মনে করিবেন, এ ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সেই অবস্থা হইয়াছে। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর উভয়ে একত্র হইয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে আসঙ্গলিপ্সায় ব্যাকুল হইয়া উভয়ে প্রেমালিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইল বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥
কোটী সিংহ জিনি দোহে করে সিংহনাদ;
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

কিছুকাল পরে উভয়ে স্থির হইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥
সর্ব্ব জীব পরিত্রাণ তুমি মহা হেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্ম সেতু ॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥
পতিতপাবন তুমি দোষ দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহুপুণ্য ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপে দুই প্রভু কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলেন। তৎপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শচী মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শূন্য নদীয়ায় নিতাইচাঁদ

"আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই॥"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে নবদ্বীপের অবস্থা তখন কি প্রকার, তাহা দীন ভাষায় বর্ণন করিবার শক্তি নাই। মনোহর পূর্ণচন্দ্রের অভাবে ধরিত্রী যে প্রকার গাঢ় অন্ধকারাবৃত হইয়া মলিন ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গের অভাবেও নদীয়া নগরী বিষাদ-কালিমাতে আবৃত হইয়াছে। নদীয়াবাসীর সে সুখ নাই, সে শান্তি নাই, যেন সকলেই জীবন্মৃতবৎ মর্ম্মবেদনার স্রোতে গা

ঢালিয়া দিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। শচী মাতা পুত্র-বিরহে পাগলিনী প্রায় হইয়াছেন, সমগ্র নদীয়াবাসী, নদীয়াবাসী কেন, সমগ্র ভারত যে ছেলেটির রূপ, গুণ ও অলৌকিক লীলা-চাতুর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছে, এহেন পুত্রের বিরহে স্নেহশীলা মাতার হৃদয়ে কিরূপ দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র যখনই তাঁহার মনে পড়ে, তখনই তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, অমনি যেন ভাবের ঘোরে বলিতে থাকেন—

"আর না হেরিব প্রসর কপালে,
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,
সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চেয়ে॥
আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই॥

পাঠক! অন্তদিকে বিরহবিধুরা গৌরাঙ্গগতপ্রাণা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা আর কি বর্ণন করিব? এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস লিখিয়াছেন—

"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥"

শচী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষাদসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুর বিরহে ম্রিয়মাণ, নদীয়া নগরীতে নিরানন্দের ধারা প্রবলবেগে বহমান, এইরূপ সময়ে নিতাইচাঁদ শূন্য নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন।

ভক্তগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে পুনরায় সুখের জোয়ার প্রবাহিত হইল। নিত্যানন্দ আসিয়া অগ্রে শচী মাতাকে প্রণাম করিলেন। শচী মাতাও বহুদিনের পরে হারানিধি পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তখন স্নেহভরে নিত্যানন্দকে বলিলেন, "বাপ নিতাই! তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী, আমি ইতঃপূর্ব্বেই তোমাকে দেখার ইচ্ছা করিয়াছি, আমার মনের ভাব জানিয়াই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আমার মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে, তুমি কিছু দিন এখানে থাক।"

আই বলে "বাপ তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলে সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর ॥
কতদিন থাক বাপ! এই নবদ্বীপে।
যেন তোমা দেখো মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥"
(চৈতন্য-ভাগবত)

শচী মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন।
—"শুন আই সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥"
(চৈতন্য-ভাগবত)

নিতাইচাঁদ এই প্রকারে শচী মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় নবদ্বীপে কীর্ত্তন-তরঙ্গ ছুটিল, ভক্তগণ বহুদিনের পর হরিনামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমের বন্যায় নদীয়া নগরী ডুবিয়া গেল। নিত্যানন্দ কীর্ত্তনের প্রধান নায়ক হইলেন। তাঁহার বিকশিত কদম্ব পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-সিক্ত পদ্ম-পত্রের ন্যায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল ও অপূর্ব্ব নাগর বেশ দর্শন করিয়া বহু পাপী পবিত্র হইল, অনেক কঠিন-হৃদয় সরস হইল এবং ভক্ত-হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

—::—

চৌর দস্যুর উদ্ধার

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্যা পূয়তে তু সঃ ॥"

পর নিত্যানন্দ এক নূতন লীলার অভিনয় করিলেন। নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ-কুমার বাস করিতেন। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহার জীবনোপায় ছিল। নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি যত পাপকার্য্য আছে, কিছুই ইহার অকরণীয় ছিল না। ইহার অধীনে বহুসংখ্যক চোর ছিল, সকলের উপর ইনিই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। নিত্যানন্দের অঙ্গে নানা প্রকার মূল্যবান্ অলঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তাহার অদমনীয় লোভ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ-তনয় সেই প্রলোভন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কি উপায়ে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, শুধু তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন তাহার দলস্থ লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "আরে ভাই! আর আমরা বৃথা কষ্ট করি কেন? চণ্ডী মাতার অনুগ্রহে আমাদের একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি এখানে যে একটি অবধূত আসিয়াছে, তাহার শরীরে মণিমুক্তা-জড়িত মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার যথেষ্ট আছে, সে হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে বাস করে, চল আমরা যাইয়া তাহার গায়ের সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়া আসি। ঢাল, খাঁড়া লইয়া সকলে একত্র হও। আজ রাত্রিতে সেখানে যাইব।"

"আরে ভাই! সবে আর কেন দুঃখ পাই।
চণ্ডীমারে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই॥
এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাই আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমারে এক ঠাঁই মিলাইলা আনি॥
শূন্য বাড়ীখানে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব সবে দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপ যুক্তি করিয়া দস্যুগণ ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল প্রভৃতি শস্ত্র লইয়া হিরণ্য পণ্ডিতের আলয়াভিমুখে রওনা হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সকলে একত্র হইল, এবং একজন চর হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। চর যাইয়া দেখিল, সকলেই জাগ্রত, নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতেছেন, ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, কেহ আনন্দে বিভোর হইয়া হাসিতেছেন। চর

আসিয়া দস্যুগণের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। দস্যুগণ বলিল, "সকলে শয়ন করুক, তারপর আমরা যাইয়া হানা দিব।"

চোরগণ তখন সকলে একত্র বসিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল।

"কেহ বলে, "মোহর সোনার তার বালা।"
কেহ বলে, "মুঞি নিমু মুকুতার মালা॥"
কেহ বলে, "মুঞি নিমু কর্ণ আভরণ।"
স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রমে রজনী অধিক হইল, নিদ্রাদেবী আসিয়া দস্যুগণের হৃদয় অধিকার করিলেন, চোরগণ শুইয়া পড়িল। নিতাইচাঁদের এমনি অদ্ভুত লীলা যে, তাহারা এতদূর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল যে, সে রাত্রে আর কেহ জাগরিত হইল না। ক্রমশঃ রজনী প্রভাত হইল, পক্ষিগণ প্রাভাতিক সঙ্গীত গান করিতে লাগিল, প্রাতঃ-সূর্য্যের হৈম প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইল, কিন্তু চোর দস্যুগণের ঘুম ভাঙ্গিল না। অবশেষে দিবাকরের শিশিরসিক্ত কিরণজাল যখন ক্রমশঃ তীক্ষ্ণভাব ধারণ করিতে লাগিল এবং কাকের কঠোর রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন চোরগণ রাত্রি ভোর হইয়াছে দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় রাখিয়া ব্যাকুল চিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিল। তার পর সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; এবং সকলেই সকলকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

"কেহ বলে, "তুই আগে পড়িলি শুইয়া।"
কেহ বলে, "তুই বড় আছিলি জাগিয়া॥"

কেহ বলে, "কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিলা সবার॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন দস্যুপতি ব্রাহ্মণ-কুমার বলিল, "কেন তোমরা বৃথা কলহ করিতেছ? একদিন বিফল-মনোরথ হইয়াছি বলিয়া কি প্রতিদিনই বিফল-কাম হইব? গত কল্য চণ্ডী মাতার পূজা করি নাই, বুঝিলাম তিনি আমাদের প্রতি অপ্রসন্না হইয়াছেন, তজ্জন্যই আমরা এইরূপ ফল পাইয়াছি। চল আজ ভাল করিয়া মদ্য মাংস দিয়া চণ্ডী মাতার পূজা করি গে।"

"ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঁই চণ্ডী পূজি গিয়া॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই যুক্তি করিয়া সকলে মদ্য মাংস দ্বারা চণ্ডী মাতার পূজা করিল, এবং গভীর রজনীতে দস্যুগণ সকলে নীল বস্ত্র পরিধান করিয়া হিরণ্য-কুমারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তাহারা যে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিল, তাহাতে দস্যুগণ সকলেই একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এতকাল যাবৎ দস্যুবৃত্তি করিতেছে; কিন্তু এরূপ দৃশ্য তাহাদের নেত্রপথে কখনও পতিত হয় নাই। তাহারা দেখিল যেন বাড়ীর চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ নিরন্তর হরিধ্বনি করিতেছে, তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর, গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-লিপ্ত। এই অভূত-পূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল।

"বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে॥
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তখন দস্যুগণমধ্যে এক এক জন এক এক কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আরে ভাই! অবধূত কোথা হইতে এই সকল পদাতিক আনিল"? কেহ বলিল, "অবধূত অত্যন্ত জ্ঞানী, বোধ হয় ভাবী অবস্থা জানিয়া আত্মরক্ষা করার জন্যই এই সকল পদাতিক রাখিয়াছে।" অপর একজন বলিল, "যে ভাল খায়, ভাল পরে, তাহার আবার ধর্ম্মভাব কি আছে? ঐ সব ছলনা মাত্র।" অবশেষে দস্যুপতি ব্রাহ্মণ-কুমার বলিল, "আরে ভাই! তোমরা বৃথা ভীত হইতেছ, ও সব কিছুই নহে, চতুর্দ্দিক্ হইতে অনেক বড় লোক অবধূতকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহারা তাহাদের পাইক। আজ আর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটিল না। চল যাই, কয়েকদিন পরে পুনরায় আসিব।" এইরূপ যুক্তি করিয়া দস্যুগণ প্রত্যাগমন করিল। অতঃপর আর একদিন পুনরায় সকলে মিলিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহ নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে চুরি করিতে আসিল। ক্রমে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ভগবানের কি অদ্ভুত কৌশল! আজ আবার তাহাদের একটি নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই তাহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল, সকলেই অন্ধ, কেহ কিছুই দেখিতে পায় না, চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তখন দস্যুগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কেহ গড়খাইর ভিতর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ বা জোঁক

পোকার কামড়ে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কেহ কেহ কাঁটার ভিতর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা খালের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

এই সময়ে অকস্মাৎ আরও একটি আধিদৈবিক উপদ্রব উপস্থিত হইল। প্রবল বেগে ঝড় ও ঔৎপাতিক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, দারুণ শীতে সকলে কাঁপিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বজ্রপাত হইতে লাগিল। দস্যুগণ এই প্রকার দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া দুর্ব্বিসহ দুঃখ ও বিড়ম্বনা ভোগ করিল। এইরূপ বিপন্ন হইয়া দস্যুপতির মনে হঠাৎ একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল ;—"নিত্যানন্দ মানুষ নহে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" এই মনে করিয়া দারুণ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, দস্যু-পতির কঠিন হৃদয় অনুতাপানলে গলিয়া গেল। অবশেষে দয়াল নিতাইএর চরণ ধরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিল।

"কতক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

সঙ্গিগণও দলপতির কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, নিত্যানন্দ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তখন সকলেই অসন্দিহান-চিত্তে নিত্যানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিল। নিতাইচাঁদ পরম দয়ালু, তাঁহার দয়ার দ্বার অবারিত। তিনি কি আর এই পাপিগণের দুরবস্থা দর্শন করিতে পারেন? কিছুতেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল।

তিনি কৃপাবারি বিতরণ করিলেন। অমনি দস্যুদলপতি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার বিমল জ্যোতি দর্শন করিল। নিত্যানন্দের অঙ্গ স্পর্শমাত্র প্রেমভক্তি লাভ করিল, তাহার পাপ-কলুষিত হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশ পাইল। তখন দস্যুপতি নিত্যানন্দের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তিভরে স্তুতি করিতে লাগিল।

"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্ব জীব পাল।
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর কভু নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তে তুমিও সে প্রভু কর পরিত্রাণ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই কথা বলিতে বলিতে দস্যুপতি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। নিত্যানন্দ প্রভু তাহার কাতরোক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন।

দস্যু-পতির মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না, সে বলিল, "প্রভু! আমি যখন তোমার প্রতি হিংসা করিয়াছি, তখন আমার এ মহাপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি এখন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী গর্ভেই আমার এই পাপ-প্রাণ পরিত্যাগ করা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

তখন—"প্রভু বলে, বিপ্র তুমি ভাগ্যবান্ বড়।
জন্ম জন্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়॥
নহিলে এমন কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকার অন্যে কি দেখায় ভক্ত বিনে॥
পতিতপাবন হেতু চৈতন্য গোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি॥
শুন বিপ্র! যতেক পাতক কৈলা তুমি।
আর যদি না কর সে সব নিমু আমি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ নিজ গলার মালা খুলিয়া ব্রাহ্মণ-কুমারকে দান করিলেন। দস্যুপতি নিত্যানন্দের মালা পরিয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল। ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সেই হইতে "চোর-চূড়ামণি সাধু-শিরোমণি বলিয়া লোকের নিকট পূজিত হইলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়

নিতাই-চরিতে সন্দেহ

"কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
না চরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ ॥"

(স্মৃতি-বচন)

সংসার ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত থাকাও একদিকে যেমন কষ্টকর, বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করাও অন্যদিকে তেমনি বিপজ্জনক। কারণ উচ্চপদ অনুবীক্ষণস্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখা যায়, এবং সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া নূতন লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিন্দুকের পাপচক্ষে ইহা একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য, দুর্ম্মুখ নিন্দুকের এমনই স্বভাব যে, অন্যের ভাল দেখিলেই ইহাদের চোখ টাটায়, অন্যের সুনাম শ্রবণ করিলেই

ইহাদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, পরগুণে দোষারোপ করিয়াই ইহারা তৃপ্তিলাভ করে। মানুষের মধ্যে ইহারা মক্ষিকাস্বরূপ, ছিদ্রান্বেষণই ইহাদের কার্য্য। ৷৷

নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তাঁহাতে কিছুই দেখা যায় না। তাঁহার দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া বসন প্রভৃতি সন্ন্যাসোচিত বেশভূষা কিছুই নাই। তৎপরিবর্ত্তে এখন তাঁহার নাগর বেশ, গলায় মালা, গাত্রে অলঙ্কার, অধরে তাম্বূল রাগ, অথচ তিনি পরম সাধু বলিয়া পরিচিত, অনেকেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করে, ইহা ভক্তের নিকট আদরের জিনিষ হইলেও নিন্দুকের চক্ষে একেবারে অসহনীয় হইল।

এজন্য কেহ কেহ নিত্যানন্দের নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল; অবশেষে নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের সহপাঠী গৌরাঙ্গ ভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণকুমারও নিত্যানন্দ প্রভুর এইরূপ বিলাসিতা দর্শন করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে অত্যন্ত মান্য করেন, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনি কিরূপেই বা তাঁহার নিন্দা করিবেন? অথচ নিত্যানন্দের আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তাঁহার মানস-সরোবরে সন্দেহের বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এ বাতাস কিছুতেই থামিল না, অবশেষে তিনি এই ব্যাপারের স্বরূপ-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় তিনি কয়েক দিন বাস করিয়া সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত একদিন নির্জ্জনে মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভু! আমার একটি নিবেদন আছে। যদি আমাকে নিজভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমার এই সংশয় দূর করিয়া কৃতার্থ করুন। মহাপ্রভু বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে বল।" তখন ব্রাহ্মণকুমার

বলিলেন, "নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী; কিন্তু নবদ্বীপে গিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি কর্পূরবাসিত-তাম্বূল সেবা করেন, মনোহর অলঙ্কার ধারণ করেন, কৌপীন পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিধান করেন, গলায় সুন্দর মালা ধারণ করেন, শূদ্রের আশ্রমে সর্ব্বদা বাস করেন, অথচ তাঁহাকে সকলেই সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করে; এ আবার কিরূপ সন্ন্যাসী?

আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই সংশয় দূর করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"বিপ্র বলে—প্রভু! মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুতো না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তাঁর বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥

দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তাঁর না দেখি আচার।
এতেক মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড় লোক বলি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥"
(চৈতন্ত-ভাগবত)

তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—
"শুন বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তাঁর দোষ-গুণ কিছু না জন্মায়।
(চৈতন্ত-ভাগবত)

বিপ্রবর! শ্রবণ কর। মহাপুরুষগণের আচার-ব্যবহার দর্শন-মাত্রই তাঁহার প্রতি সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাঁহারা গুণাতীত, পাপ-পুণ্য তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত তাহাদের পক্ষেই নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু মহাপুরুষদিগের পক্ষে তাহা নহে। বিশুদ্ধ স্বর্ণকে যে ভাবেই অগ্নিদগ্ধ করা যাউক না কেন, কিছুতেই যেমন তাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, সেই প্রকার সাধুগণ যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন কিছুতেই তাঁহাদের স্বগৌরব নষ্ট হয় না, এই জন্তই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ আমার প্রিয় ভক্তগণ ত্রিগুণাতীত, তাহাদিগকে দোষ বা গুণ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা পাপ-পুণ্যে জড়িত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আচার-ব্যবহার সর্ব্বথা অকরণীয়। কারণ যে প্রকার নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত অপর কেহ হলাহল পান করিলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার মহাপুরুষগণ ব্যতীত অন্য সাধারণ লোকে শাস্ত্রবিগর্হিত আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিলেও তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। পদ্ম-পত্রে যেমন জল স্পর্শ হয় না, সেই প্রকার সাধুহৃদয়ও পাপ-পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না। অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই দুঃখের কারণ; কিন্তু যিনি সুখে অনাসক্ত, দুঃখে অক্লিষ্ট, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। তিনি পার্থিব সুখদুঃখে জড়িত হন না। পরন্তু দোষ তেজীয়ান্ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বহ্নি যে প্রকার সর্ব্বভুক্, সংসার-ক্ষেত্রে ভগবানের লীলা-সম্বন্ধও তদ্রূপ। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, যথা—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার লীলা-চাতুর্য্যের গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব উচ্চাধিকারীর স্বভাব ও কর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষরূপ না জানিয়া কখনই তৎসম্বন্ধে নিন্দা বা অন্যায় সমালোচনা করা উচিত নহে। এইরূপ নিন্দা দ্বারা অনধিকারীর চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং অবশেষে দুর্ব্বল মানব আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে। এ সম্বন্ধে উপনিষৎকারও বলেন ;—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

(উপনিষদ্)

যে অবিবেকী ভগবানে নানাভাব দেখে, সে মৃত্যুরূপ আবর্ত্তে পড়িয়া থাকে। সুতরাং মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রলোভনপূর্ণ সংসারে থাকিয়া শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করা সহজ ব্যাপার নহে, রাজর্ষি জনকের ন্যায় দুই এক জনই ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সংসারে থাকিয়া যে, ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যাইতে পারে, তাহা জগৎকে দেখাইবার জন্যই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মুনিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব—

"শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোরভক্ত নিন্দে যদি তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেম-ভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

অপিচ—

"কহিলাম এই বিপ্র! ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হইতে সর্ব্ব জীবে পাইবে উদ্ধার॥
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণু ভক্তি তার হয় বাধ॥
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে সে করে আমারে।
সত্য সত্য বিপ্র! এই কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

ব্রাহ্মণকুমার মহাপ্রভুর বচনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার সকল সংশয় দূরীভূত হইল, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি উপজাত হইল; তিনি প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় রত হইলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

নীলাচলে পুনর্যাত্রা

"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর,
সে প্রভু হইল প্রেমে পরম অস্থির ॥"

যে নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে শোকচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল, সেই নবদ্বীপ পুনরায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইল। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ভক্তির ঢেউ তুলিয়া নিত্য নূতন রসের আস্বাদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় ভক্তি-প্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে শত শত কলুষিত হৃদয় পবিত্র হইল, নগরে নগরে কীর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইল, মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে নবদ্বীপ-ধাম মুখরিত হইয়া উঠিল। দয়াল নিতাই প্রেমের বন্যায় শ্রীধাম ভাসাইয়া দিলেন, বিষয়ানুরাগী অন্তর্দৃষ্টিহীন জড়ভাবাপন্ন মানব ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ধর্ম্মোন্মুখী হইল, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ধর্ম্মরাজ্যের জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, মানবগণ নূতন শক্তি লাভ করিয়া কলিযুগের নবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই

আনন্দ স্থায়ী হইল না, সহসা এই সুখের জোয়ারে পুনরায় ভাটা আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপ কিছুদিন ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মহাপ্রভুর দর্শন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বহুদিন পরে প্রবাসী ব্যক্তি জন্মভূমির দর্শন জন্ম যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, বিরহ-বিধুরা নববালা যে প্রকার স্বীয় পতির সঙ্গ-লাভের জন্ম অধীরা হইয়া পড়ে, নিতাইচাঁদও শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন-লালসায় সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষ্ণব-জগতের শীর্ষস্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গে তদগত-প্রাণ নিত্যানন্দ অবিলম্বে শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে নীলাচল যাত্রা করিলেন। দয়াল নিতাই পথিমধ্যে গৌরাঙ্গ-গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বহু ব্যক্তিকে পবিত্র করিয়া অবশেষে শ্রীধামের অতি নিকটবর্ত্তী কমলপুর-নামক গ্রামে আসিয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু পতিত হইয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। তাঁহার শরীর প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভক্তি-প্রকাশক ভাবগুলি ক্রমশঃ প্রতি অঙ্গে বিকাশ পাইতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রেমিকের বিহ্বল অবস্থায় এইরূপ দশাই ঘটে, এইজন্যই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

"চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥"

কিছুকাল অতীত হইলে পর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল এবং অমনি "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্পোদ্যানে যাইয়া ধ্যানস্তিমিত-লোচনে উপবেশন করিলেন। অকস্মাৎ মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ধ্যানমগ্ন নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করত স্তুতি করিতে লাগিলেন।

গৃহ্ণীয়াদ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং॥
নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥
স্বর্ণ, মুক্তা, রূপা—কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হইতে সবার হইল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
"স্বতন্ত্র" করিয়া বেদে যে শ্রীকৃষ্ণরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ রস অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে॥"
(চৈতন্য-ভাগবত)

অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞান লাভ করিয়া সবিনয়ে মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, তুমি যে আমাকে স্তুতি করিতেছ, ইহা তোমার ভক্ত-বাৎসল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কাজ করিতে পারে না। তুমি যাহা করাও আমি তাহাই করিতেছি। তুমিই আমায় এক সময় দণ্ড ধারণ করাইয়াছিলে, আবার তুমিই তাহা পরিত্যাগ করাইয়া নানা অলঙ্কারে সাজাইলে, তোমার আদেশেই আমি আমার সেই পরম প্রার্থনীয় মুনিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা প্রভৃতি ধারণ করিলাম। প্রভু, তোমার এই গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার প্রিয় ভক্তমাত্রকেই তুমি ভক্তি দান করিলা, কিন্তু শুধু আমিই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। আমার এই ভোগ-বিলাস দর্শন করিয়া সাংসারিক লোক মাত্রেই উপহাস করে। তোমার ইচ্ছা কি, তাহা আমি জানি না, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, তুমি সূত্রধার, আমি নর্ত্তক, আমাকে যে ভাবে নাচাইতেছ, আমি সেই ভাবেই নাচিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তোমার দেহে যে অলঙ্কার ইহা নববিধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধারণ মানব ইহাকে অলঙ্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারে; কিন্তু ভক্তগণ জ্ঞান-চক্ষে ইহাকে শ্রবণ, কীর্ত্তন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নববিধ ভক্তি ব্যতীত

আর কিছুই দর্শন করে না। অহিভূষণ মহাদেব যে প্রকার নাগচ্ছলে অনন্তকে ধারণ করেন, সেইরূপ তুমিও নববিধ-ভক্তিচ্ছলে নব অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ; আমি তোমার শ্রীঅঙ্গে ভক্তিরস ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না। তোমার এই অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী হইবে, সে নিশ্চয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে।

"ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস-দর্শনে অনেকেরই মনে ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল; কিন্তু মহাপ্রভুর মুখে আজ এই গূঢ় রহস্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া সকলের চিত্ত হইতেই সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। সকলেই ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল।

একত্রিংশ অধ্যায়

নিত্যানন্দ প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"

তাহার পরে প্রভু নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি-দর্শনমাত্র তাঁহার শরীর ভগবৎ-প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অমনি তিনি অনুরাগভরে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত প্রেম ও তীব্র ভক্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ শ্রীবিগ্রহের মালা আনিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে পরাইয়া দিলেন। প্রভু সকলকেই প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, তাঁহার প্রেমাশ্রুতে জগন্নাথ-সেবকগণের শরীর সিক্ত হইল এবং ভক্তগণ সকলেই প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিল।

এইরূপে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু গদাধর-গৃহে গমন করিলেন। গদাধর নিত্যানন্দের পরম ভক্ত, বহুদিনের পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়া

আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। পরম সমাদরে নিতাইচাঁদকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি গৌড়দেশ হইতে এক মণ সূক্ষ্ম আতপ তণ্ডুল এবং একখানা সুন্দর রঙ্গিন বস্ত্র গদাধরের জন্য আনিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া প্রভু উহা গদাধরের করকমলে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "গদাধর! আজ এই তণ্ডুল রন্ধন করিয়া শ্রীগোপীনাথের ভোগ দিবে।" এই কথা শুনিয়া গদাধর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "কি সুন্দর চাউল! এরূপ তণ্ডুল তো কখন দেখি নাই! ইহা কি প্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগোপীনাথের ভোগের জন্য আনিয়াছেন?"

নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে।
একমণ চাউল আনিয়াছেন যতনে॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গদাধর লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিন সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥
গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

গদাধর হৃষ্টচিত্তে সুন্দর রঙ্গিন বস্ত্র গোপীনাথকে পরাইলেন, এবং তাড়াতাড়ি টোটায় গিয়া শাক তুলিয়া আনিলেন। সেই তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত হইলে শাক পাক করিলেন, এবং কোমল তেঁতুল পত্র দ্বারা অম্ল প্রস্তুত করিলেন।

গদাধর পরমানন্দে গোপীনাথের ভোগ সরাইলেন। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং "হরেকৃষ্ণ" ধ্বনি করিতে করিতে গদাধরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া "গদাধর! গদাধর!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গদাধর তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে মহাপ্রভুর চরণ-যুগল বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া বলিলেন, "গদাধর! আজ আমার নিমন্ত্রণ নাই কেন? আমি তো তোমাদেরই একজন। বিশেষতঃ নিত্যানন্দ-দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ এবং তোমার রন্ধন, ইহাতে অবশ্যই আমার ভাগ আছে। মহাপ্রভুর এই প্রকার সদয়-ব্যবহার-দর্শনে গদাধর সুখ-সাগরে মগ্ন হইলেন। পরমানন্দে দুই প্রভুকে একত্র বসাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন নিত্যানন্দ-দত্ত তণ্ডুল ও গদাধরের পাকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন ;—

"—এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমিতো এমন কভু খাই নাই শাক॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠের রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

তারপর তিন প্রভু পরমানন্দে ভোজন শেষ করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

—:•:—

বিদায়-বার্ত্তা

"পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধু পানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি॥"

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়দেশে যাইয়া সংসারধর্ম্ম অবলম্বন কর, নতুবা কলির জীবের নিস্তার নাই। তোমার গৃহেই পুনরায় আমি অবতার গ্রহণ করিব, তুমি অবিলম্বে গৌড়দেশে গমন করিয়া পাপক্লিষ্ট জীবগণকে মধুর হরিনাম দ্বারা উদ্ধার কর।" *

---

* "তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে সে এসব লোকের হইবে নিস্তার॥
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে॥"

(নিত্যানন্দ বংশবিস্তার)

নিত্যানন্দ কহিলেন—"সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রী হও, যন্ত্র তুল্য হই আমি॥
যখন যে করাও, ফিরাও যথা তথা।
কে আছে, স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা॥
বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম, সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা॥
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা॥
কিছুদিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া॥
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা॥
পুনঃ ভূষা পরাইলে করিলে বিষয়ী।
আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই॥
তুমি মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনেত জাতি ধর্ম্ম করিলে স্বীকার॥
রমণী লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিখারীর কটে॥
এমন নিগ্রহ কেন করিছ গোসাঞি।
তুমি সে অনন্তগতি গতি মোর নাঞি॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপ, তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সুখের একমাত্র কারণ, সকল সময়েই তোমাতে আমাতে অভিন্ন কলেবর, মসূরের ডাল যে প্রকার দৃশ্যতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিয়াও মূলে অভিন্ন ভাবেই অবস্থান করে, তুমি আমিও সেই প্রকার কলিকালের অবতার সাধন জন্য দৃশ্যতঃ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়াও কার্য্যতঃ অবিচ্ছিন্ন ভাবেই থাকিব। এ জন্য তুমি বৃথা দুঃখ করিও না।"

নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভু, তুমি বৃথা কপটবাক্যে আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেছ, তোমার মত কপটাচারী আর দ্বিতীয় নাই। পুরাকালে তুমি গোপীগণকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া উদাস করিলে, কিন্তু তাহারা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করত তোমাকে ভজনা করিয়াও তোমার সঙ্গলাভ করিতে পারিল না। ভক্তগণকে বিরহানলে দগ্ধ করাই তোমার স্বভাব, তুমি আমাকে আর বৃথা ছলনা করিও না, সত্য করিয়া বল কখন তোমার সাক্ষাৎ পাইব? আমি তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।"

তখন—"প্রভু কহে—প্রতি বর্ষে এখানে আসিবা।
ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে॥
রাত্রি দিনে রাধা ভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া॥
অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব॥

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া নিতাইচাঁদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তার পর দুই প্রভু গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেমাশ্রুতে ভূমিতল সিক্ত হইল। এইরূপে সমুদয় রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে উভয়ে শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেইদিন হইতে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সাধুসঙ্গের পরিবর্ত্তে নির্জ্জনবাসই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বহ্নি প্রবলবেগে হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্বলিয়া উঠিল।

সেই দিন হৈতে প্রভুর হৈল কোন্ দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা॥

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই সকল গূঢ় রহস্য সকলে জানিতে পারিল না, শুধু দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ইহা জানিতে পারিলেন। অতঃপর ভক্তগণ একে একে মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দ প্রভুও পারিষদগণ সহ মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাচল হইতে গৌড়দেশাভিমুখে রওনা হইলেন।

"পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি॥"

(চৈতন্য-ভাগবত)

এইরূপে গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে যাইতে পানিহাটীগ্রামে রাঘব-গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে ধর্ম্মানুরাগী ভক্তগণ মহোল্লাসে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া

পরমানন্দে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গৌড়দেশ ভক্তি-মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে বিধৌত হইয়া গেল, সংকীর্ত্তনের বিজয় দুন্দুভি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, ত্রিতাপদগ্ধ মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল।

দয়াল নিতাই অমনি হরিনামের ভেরী বাজাইয়া গগনভেদী স্বরে ঘোষণা করিলেন, "জীবগণ! ভয় নাই! আমি হরিনামের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিব। তোমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে সুধামাখা মধুর হরিনাম একবার গ্রহণ করিবে, সেই সংসারের সকল যন্ত্রণা এড়াইয়া মুক্তিলাভ করিবে।"

জগৎ দেখিল, ত্রিলোক জানিল, বিশ্ববাসী প্রাণীমাত্রেই বুঝিল যে, ত্রিভুবনে এমন দয়াল আর নাই; মরজগতে এ ছবি অতুল্য!

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ

"বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দ প্রিয়া দোঁহে অতুলন প্রভা॥"

মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় হওয়ার পর হইতেই দয়াল নিতাইএর যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এতকাল যাবৎ পালন করিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রভুর আদেশে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল, ইহা যে তাঁহার পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারাশ্রমী ব্যক্তিকে ধর্ম্মোন্মুখী করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এখন ইহাই তাঁহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। অবশেষে স্থির করিলেন যে, সংসারাসক্ত মানবকে গৃহে রাখিয়া ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতে হইলে আমাকেও রীতিমত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে।" নতুবা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না; কিন্তু সংসারাশ্রমী হইতে হইলেই বিবাহের প্রয়োজন, অন্যথা গৃহধর্ম্ম পালন অসম্ভব। কারণ-শাস্ত্রে আছে "ন গৃহং

গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে বিবাহ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। তৎপরে একদিন নিত্যানন্দ প্রভু প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকা নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে ভগবন্নিষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরম প্রিয় ভক্ত ছিলেন। ইনি নিম্ব কাষ্ঠে চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া অম্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুনা যায় চৈতন্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতা গ্রন্থখানি ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল।

ইঁহার ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত রাজকার্য্য করিতেন এবং রাজানুগ্রহে "সরখেল" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুইটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই সহচর দত্ত মহাশয়কে নিজের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করাইবার জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রে সূর্য্যদাস পণ্ডিত বহির্ব্বাটীতে আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন এবং "আজ আমার পরম সৌভাগ্য" বলিয়া সবিনয় সম্ভাষণ জানাইলেন। তখন

"প্রভু কহে তোমা কাছে আইলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এদিকে সূর্য্যদাসের কন্যাদ্বয় বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছেন, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে পিতার কিরূপ দুশ্চিন্তা হয়, তাহা অবর্ণনীয়; সূর্য্যদাস মনে করিতেছেন যে, কন্যাদ্বয়কে এখন সৎপাত্রস্থা করিতে পারিলেই এক দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, এইরূপ অবস্থায়

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে কন্যাপ্রার্থী হইতে দেখিয়া, ইহা ভগবানেরই অনুগ্রহ মনে করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু কি করিবেন, নিত্যানন্দ গৃহাশ্রমী নন, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাকে কন্যা দান করা সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ; কাজেই প্রভুর প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। সূর্য্যদাস বলিলেন—

"প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতিভয়॥
যগুপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ চলিয়া গেলেন। সূর্য্যদাস মনে করিলেন, কোথায়ও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া উপযুক্ত পাত্র যোটান যায় না, আর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অযাচিতভাবে আমার কন্যাপ্রার্থী হইয়া আসিয়া আলয়ে উপস্থিত। "হে কৃষ্ণ! এমন ভাগ্য কি আমার হবে যে, নিত্যানন্দ আমার জামাতা হইবেন?" এই কথা বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গত রাত্রির স্বপ্ন সফল হইল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে বন্ধু-বান্ধবকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনাইলেন, এবং বলিলেন যে, "আমি গত রাত্রিতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম তালধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভ্র-গৌরকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর, অরুণায়ত আঁখি, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে হল মুষল, পরিধানে নীলবস্ত্র, চরণে নূপুর। আমাকে

বলিলেন, 'আমি তোমার কন্যা বিবাহ করিব।' এই কথা বলিয়াই অমনি অন্তর্হিত হইলেন।" সূর্য্যদাস পণ্ডিত এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে বলিবার সময় গৃহমধ্যে থাকিয়া বসুধা দেবী উহা শুনিতে পাইলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র বসুধা দেবী প্রীতি-প্রফুল্লা হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। প্রেম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি হৃদয়ের তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনার মুখচন্দ্র আবৃত করিলেন। অল্পবয়স্কা তরলমতি নববালার পক্ষে এরূপ আত্মবিস্মৃতি এবং উদ্‌ভ্রান্ত ভাব বড়ই অস্বাভাবিক; কিন্তু পাঠক! ইহা মর-জগতে অস্বাভাবিক হইলেও ভক্তির রাজ্যে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নিত্যানন্দ-বিরহ-বিধুরা বসুধা দেবী ক্রমশঃ তাঁহার ভাবী পতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনুরাগ-বিহ্বলা হইয়া অবশেষে মূর্চ্ছাগতা হইলেন। অকস্মাৎ বসুধার কি হইল কি হইল বলিয়া গৃহমধ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল, সকলে দৌড়িয়া যাইয়া দেখিলেন, কন্যা মূর্চ্ছাগতা, জ্ঞান মাত্রও নাই, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, বদনমণ্ডল হইতে অবিরত স্বেদশ্রুতি নির্গত হইতেছে। কন্যার এইরূপ মুমূর্ষাবস্থা দর্শন করিয়া সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাঁহাকে মণ্ডপ-দুয়ারে শোয়াইলেন। তাড়াতাড়ি চিকিৎসক ডাকা হইল। তাহারা অকস্মাৎ বিকার প্রাপ্ত অপস্মার-ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করান হইল, কিন্তু ফলোদয় হইল না; অবশেষে চিকিৎসকগণ বলিলেন "আর চিকিৎসার সময় নাই, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; শীঘ্র গঙ্গাতীরে লইয়া যাইয়া ইহার পরমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করুন।"

"এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গাতীরে লও তব কন্যা কুলজ্যেষ্ঠা॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদাস বিষাদভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া গৌরীদাস আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না, আমার বোধ হয় অবধূতের অবমাননাই এই আকস্মিক বিপদের কারণ। তুমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া এখানে লইয়া আইস। যদি তিনি ইহাকে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার করেই এই কন্যারত্ন সমর্পণ করিব। *

প্রতিবাসিগণও সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, "চল সকলে যাইয়া অবধূতের পায়ে পড়ি।" গৌরীদাস প্রমুখ ভক্তগণ এই কথা বলিয়া অবধূতের নিকট গমন করিলেন। এদিকে নিতাইচাঁদ গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া অবিরত কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ধ্বনি করিতেছেন এবং নয়নযুগল হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে। এমন সময়ে সকলে যাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিল। প্রভু গৌরীদাসকে উঠাইয়া বলিলেন, "ভুলিয়া রহিলে সব মূর্খ গোয়ালিয়া।" গৌরীদাস দয়াল নিতাইএর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

---

* বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়ে আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে॥
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুতি বাক্য কহিনু সবারে॥

(নিঃ বংশবিস্তার)

"আপনি লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া ॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্গ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥
শীঘ্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয় ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এই কথা বলিয়া প্রভুকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন। যে স্থানে বসুধা দেবী শুইয়াছিলেন, দয়াল নিতাই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আগমনে অকস্মাৎ সুগন্ধে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বাতাস পাইয়া বসুধা দেবীর নির্জ্জীব দেহে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, শরীরে নব শক্তির বিকাশ পাইল, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শনমাত্র ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা ব্রীড়াবনতা বসুধা, "এ কি! এ কি!" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নিত্যানন্দও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া লীলা প্রকাশচ্ছলে ষড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দর্শকগণ দেখিলেন,—

"প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভুজ হৈল ॥
ঊর্দ্ধে ধনুর্ব্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল ॥
মস্তকে কীরিট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মণি ভূষা করে ঝল মল ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

প্রভুর এই প্রকার ঐশী শক্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। সূর্য্যদাস ও গৌরীদাস উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত বসুধা দেবীর বিবাহ হইবে এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে উপস্থিত কুলীন ও কুলাচার্য্যগণ সকলেই মনে করিলেন যে, নিত্যানন্দ সহজ মনুষ্য নহেন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, ইঁহার সহিত বসুধার নিশ্চয়ই বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া সামাজিক ভাবে শাস্ত্রসম্মত নহে। কাজেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, নিত্যানন্দকে পুনরায় বৈদিক সংস্কারে উপনয়ন দিতে হইবে এবং পূর্ণাশ্রমের গাঁই, গোত্র সমুদয় ঠিক করিয়া তদনুসারে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। দয়াল নিতাই এই প্রস্তাব শুনিয়া অট্টহাস্য করিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—

"যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
এ কলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

প্রভুর অনুকূল উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত উপনয়নের অঙ্গীয় সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিলেন। যথারীতি নিতাইচাঁদের উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। আচার্য্য আসিয়া বিবাহের শুভদিন নির্দ্ধারণ করিলেন; সূর্য্যদাস পণ্ডিত সমুদয় আত্মীয়গণকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। শালিগ্রামে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল, শত শত নর-নারী প্রতিদিন ভোজন করিতে লাগিল, ভোজন-ব্যাপারে দীনতার

জোড্যতায় শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। যথারীতি অধিবাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিবাহের শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। সূর্য্যদাস নিজে বরকে বিমোহন বেশে সাজাইয়া দিলেন। শিল্পকুশলা যুবতী রমণীগণ স্বভাব-সুন্দরী বসুধাকে নানাপ্রকার বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা করিলেন।

"সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গমোহন।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন॥
সহজেই প্রেমমত্ত ঘূর্ণিত লোচন।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন॥
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে।
সে মুখের শোভা বিধুমণ্ডল ঝলকে॥
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত।
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত॥
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল॥
শিল্পি পণ্ডিত সে নারী বসিয়া নির্জ্জনে।
বসুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে॥
করে চিরুণী ধরি কেশ সংস্কার করি।
বন্ধন করিলা কত ছন্দেতে কবরী॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

যথাকালে নিতাইচাঁদের শুভ বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। হরপার্ব্বতীর মিলন যেরূপ মনোহর, রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন যেমন নয়নরঞ্জন, নিত্যানন্দ প্রভু এবং বসুধা দেবীর যুগলচিত্রও সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইল। বিবাহের পর নিত্যানন্দ কিছুদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিলেন। একদিন প্রভু আহারে বসিয়াছেন, জাহ্নবা দেবী অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জাহ্নবার মাথার কাপড় পড়িয়া গেল, অমনি লজ্জিতা জাহ্নবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপর দুই হাতে মাথার কাপড় টানিয়া লইলেন। * ইহা দেখিয়া নিতাইচাঁদ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দক্ষিণভাগে আনিয়া বসাইলেন এবং শ্বশুর সূর্য্যদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠা কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করিলাম।" সূর্য্যদাস নিত্যানন্দের অযাচিত অনুগ্রহ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং "প্রভু, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, জাতি, প্রাণ, ধন, মান, পরিজন সমুদয়ই তোমাকে অর্পণ করিলাম।" এই কথা বলিয়া পরমানন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিতাইচাঁদ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। অদ্বৈত প্রভুর দুই পত্নী শ্রী ও সীতা। নিত্যানন্দ প্রভুর

* সূর্য্যদাসের কন্যা হন বসুর কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা॥
পার্শ্বস্থে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভুজে বাস সম্বরণ করিলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া॥

(নিঃ বংশবিস্তার।)

দুই পত্নী হইলেন, বসুধা ও জাহ্নবা। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু লীলাচ্ছলে গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার দুই বিবাহের আবশ্যকতা কি ? ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, দ্বাপরের সহিত কলির সম্বন্ধ রক্ষাই ইহার একমাত্র কারণ। যে হেতু দ্বাপরে বলরামের বারুণী ও রেবতী নামে দুইটি স্ত্রী ছিলেন, কলির গৌরাঙ্গ-লীলায়ও সেই ভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বারুণী বসুধা রূপে এবং রেবতী জাহ্নবা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দ-প্রিয়া দোঁহে অতুলন প্রভা॥
সূর্য্যসম তেজশীল সূর্য্যদাস যেঁহো।
পূর্ব্বে যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেঁহো॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আছিল লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥

(শ্রীশ্রীভক্তমাল-গ্রন্থ)

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

—:•:—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত শয্যায় শয়ন ও ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি-ধারণ

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ।
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌॥
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

(গীতা)

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্বশুর-গৃহে নানাপ্রকার অলৌকিক লীলা রহস্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভুর মনে ঐশ্বর্য্যভাব প্রদর্শনের ইচ্ছা উপজাত হইল। একদিন নিতাইচাঁদ পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছেন, বসুধা দেবী তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন, এবং জাহ্নবা দেবী তাঁহার সুন্দর অধরে কর্পূরবাসিত তাম্বূল

দিতেছেন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ চামর ব্যজন করিতেছে, এমন সময় প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে বিদ্যুদ্‌বেগে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল, সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুদয় গৃহ উদ্ভাসিত হইল, ক্রমশঃ সেই জ্যোতি বাহিরে আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, অনন্তদেব সহস্র ফণায় ছত্র ধারণ করিলেন। সূর্য্যদাস ও গৌরীদাস দুই ভাই অন্য গৃহে ছিলেন, তাঁহারা অকস্মাৎ দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দের শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন, যাইয়া দেখেন যে, "প্রভু পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া দুই হস্তে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন; তাঁহার ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি, বক্ষে আজানুলম্বিত বনমালা, হস্তে শ্রীহল ও মুষল, অপর দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইতেছে। *

বসুধা ও জাহ্নবা দেবী প্রত্যেকেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্টা, তাঁহাদের শুভ্র গৌরকান্তিতে গৃহ আলোকিত, পরিধানে নীলবাস, কটিতে কিঙ্কিণী, নানা অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। এই

---

* "কোটী কোটী চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত।
সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত॥
অজ ভবাদিক আদি জোড় করি কর।
সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর॥
প্রভু, প্রভু করিয়া সবেই করে স্তুতি।
ঝলমল অঙ্গচ্ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃ॥
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ীর ভিতর॥
মহাতেজঃ দেখি সবে চমৎকার হৈলা।
জামাতা-আলয়ে দুই যাইয়া যে গেলা॥
দেখিয়া পালঙ্কোপরি প্রভু শুইয়াছে।
দুই কন্যা চতুর্ভুজা দেখি প্রভুর কাছে॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া পার্ষদ্‌গণ "জয় বলদেব" বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু দেখিলেন, তাঁহার তেজঃ বাহিরের লোকে সহ্য করিতে পারিতেছে না, অমনি তিনি ঐশ্বর্য্যভাব সংবরণ করিয়া মূর্চ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া উঠাইলেন। প্রভুর অঙ্গ স্পর্শমাত্র তাঁহারা চৈতন্যলাভ করিলেন। তার পর দুই ভাই প্রভুর চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী প্রভুর অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া সকলেই ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল।

—— ——

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

—:::::—

শ্রীপাট খড়দেহে গমন

"গৃহাশ্রমী ধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
'শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ' সেবা প্রকাশিল ॥"

বিষয়-বিরাগী নিতাইচাঁদ আত্মা ভগবানে ও দেহ সংসারে অর্পণপূর্ব্বক নবীনা গৃহিণী লইয়া পুনরায় গৃহাশ্রমী হইলেন। সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলেই বাসস্থানের প্রয়োজন; ইহাই মনে করিয়া তিনি খড়দহ গ্রামে "শ্রীপাট" করার ইচ্ছা করিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীপাট খড়দহ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরেই এই নগর অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী উন্নতিশীল নগররূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন খড়দহ এরূপ মনোহর অট্টালিকা পরিপূর্ণ অসংখ্য অধিবাসী পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ছিল না। তখন ইহা প্রকৃতির নিস্তব্ধ ক্রোড়ে বাস করিতেছিল। মহাপুরুষগণ প্রায়ই নির্জ্জনতাপ্রিয়; তাঁহারা সংসারের কোলাহলময় অশান্তিপূর্ণ স্থানে থাকিতে ভালবাসেন না,

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে থাকিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। নিত্যানন্দ খড়দহের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তথায় তাঁহার মন্দির প্রস্তুত হইল। বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে লইয়া প্রভু খড়দহে গমন করিলেন। স্বয়ং ভগবানের পদার্পণে খড়দহ পুণ্যভূমিতে পরিণত হইল। নিতাইচাঁদ তথায় "শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

"গৃহাশ্রমী ধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
"শ্যামসুন্দর বিগ্রহ" সেবা প্রকাশিল ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

তখন তিনি সম্পূর্ণ গৃহী হইয়া গৃহাশ্রমের ধর্ম্ম সকল পালন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন, খড়দহে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইল, খড়দহ মহাতীর্থে পরিণত হইল। বসুধা ও জাহ্নবা পরমানন্দে প্রভুর চরণসেবা করিতে লাগিলেন, প্রভুও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

"শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কারে কোন্ শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে ॥
দুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ॥
দুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমভোর ॥
চৈতন্য চরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয় ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বসুধা দেবী গর্ভবতী হইলেন। দেখিতে দেখিতে দশমাস উত্তীর্ণ হইল; কিন্তু প্রসব হইল না। এই রূপে ক্রমে ক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মাস অতীত হইল; কিন্তু তথাপি সন্তান-প্রসব হইল না দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই চিন্তিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের সময় শচী মাতার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বসুধা দেবীরও ঠিক সেইরূপ দশা ঘটিল। অবশেষে পঞ্চদশ মাস উপস্থিত হইলে অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে বসুধা দেবী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ইঁহার নাম বীরচন্দ্র। নবপ্রসূত বালকের অনুপম সৌন্দর্য্য ও তেজঃপুঞ্জকান্তি দর্শন করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। কুলবধূগণ আসিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে বসুধা দেবীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"যত কুলবধূ আসি, বালক দেখিয়া হাসি,
প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি।
বসুলক্ষ্মী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতী,
ভুবনমোহন বলিহারি॥
বালকের দরশনে, সবে চমৎকার মনে,
কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়।
বৃন্দাবন দাস কহে, প্রকৃত বালক নহে,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয়॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

বীরচন্দ্র শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া এই নব-প্রসূত বালকের মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত অভিরাম আসিয়া তাঁহাকে "দাদা বলাই!" সম্বোধনে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অমনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন অভিরাম বলিলেন, "প্রভু, শুনিলাম তোমার না কি ছেলে হ'য়েছে? আমাকে সেই পুত্র দেখাও, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব।" *

নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন "এ সম্বন্ধে তুমিই তো সকল জান, কোথা হইতে কে আসিয়া আবির্ভূত হইল আমি তাহার কিছুই জানি না।

"নিত্যানন্দ কহে"তুমি সকলি জান সে।
আমি তো না জানি কোথাকারে আইল কে ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এইরূপে দুই জনে ঠারে ঠোরে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। এদিকে অভিরামের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বসুধা দেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কারণ অভিরাম অতি দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার প্রণাম বাহিরের লোকে সহ্য করিতে পারে না। শুনা যায় তিনি কোন দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এই জন্য বসুধা দেবী অভিরামকে পুত্র দেখাইতে

---

* "একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে অভিরাম আইলা সত্বরে।
দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল ॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভিরাম নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর কি তাঁহাকে পুত্র না দেখাইয়া পারেন? স্নেহবতী মাতা অমনি ত্রাসিত চিত্তে অভিরামকে পুত্র দেখাইতে লাগিলেন। অভিরাম দেখিলেন—

"বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি।
দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্রখণ্ড বক্ষেতে ধরি॥
আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা।
প্রদোষে কমল-কোষে ডুবিছে ভ্রমরা॥
কজ্জল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে।
গোময় অঞ্জন কোঁটা ললাটের মাঝে॥
সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটি সাজে।
যে বা নিরখে তার জাগয়ে হিয়া মাঝে॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

অভিরাম শিশুর অনুপম রূপলাবণ্য ও প্রীতিপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। প্রণাম একবার নয়, ক্রমশঃ তিনবার; বীরচন্দ্র যোগনিদ্রায় বিভোর ছিলেন, অকস্মাৎ জাগিয়া হাসিতে লাগিলেন। অভিরামের পুনঃ পুনঃ প্রণামেও শিশুর ভাবান্তর হইল না দেখিয়া অভিরাম অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। মনে করিলেন স্বয়ং ভগবান্‌ই বীরচন্দ্ররূপে পুনরায় নিত্যানন্দ-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন পরমানন্দে হরি হরি বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও পরম প্রীতি লাভ করিলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত প্রভু এই শুভসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে খড়দহে

উপস্থিত হইলেন। তিনি শিশুর দৈব তেজ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনুরাগভরে বলিলেন—

"পুনঃ চোরা আসিয়াছে জাতি নাশার ঘরে।
ক্ষণে অবধূত ক্ষণে রহেত সংসারে॥
চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কিরূপ প্রকারে॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, তিনি ভক্তিপ্রভাবে বীরচন্দ্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন এবং শিশুকে প্রদক্ষিণ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমশঃ উৎসব শেষ হইলে অন্যান্য ভক্তগণও হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভুর একটি কন্যা জন্মে, তাঁহার নাম গঙ্গা দেবী। কাশ্যপগোত্রীয় চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধব আচার্য্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামিগণ এই গঙ্গাবংশ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী দ্বাপরে রেবতী ছিলেন। ইঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন জাহ্নবা দেবী অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় কূপ-জল উত্তোলন করিয়া স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় বীরচন্দ্র প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবীর হস্তদ্বয় জলপাত্রে আবদ্ধ ছিল, অমনি তিনি অপর দুই হস্ত বাহির করিয়া বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। বীরচন্দ্র প্রভু এই অলৌকিকব্যাপার-দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।

———

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

লীলাবসান

"কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥"

সুখের পর দুঃখ, সংযোগের পর বিয়োগ, মিলনের পর বিচ্ছেদ, ইহা ভগবানের রাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। নিত্যানন্দ খড়দহে আসিয়া প্রেমের বন্যায় ভাসাইলেন, ভক্তির ঢেউ তুলিলেন, খড়দহবাসী ভক্তি-ভাগীরথীর পূত-বারিতে অবগাহন করিয়া নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু আনন্দ তাহাদের পক্ষে অধিককাল স্থায়ী হইল না। অকস্মাৎ নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল, নিদাঘকালের সান্ধ্য গগনের ন্যায় খড়দহের ভাগ্যাকাশ সহসা বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল। যখন খড়দহে বড় আনন্দ, যখন দয়াল নিতাইএর প্রেম-সমুদ্রে আপামর সাধারণ সকলেই ভাসমান, তখন সহসা নিত্যানন্দের ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

গৌর-প্রেমের নূতন ভাব-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অন্যান্য ভাব ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি সকল ভুলিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কথা আলাপ করেন, কখনও অনুরাগ-ভরে বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার নিমিত্ত যে ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এ কথা তাঁহার বিন্দুমাত্রও মনে নাই; কখনও বা ভক্তগণকে বলেন, "তোমরা গৌরগুণ গান কর, তাহা হইলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবে।"

"চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করিয়া সদা গৌরাঙ্গ-গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ-সুতে॥"

(নিঃ বংশবিস্তার)

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর নিত্যানন্দের ভাব আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ক্রমশঃ সেই ভীষণ দুর্দ্দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে যে দিনের কথা লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, লেখনী আপনা হইতেই নিশ্চল হইয়া পড়ে, ১৪৬৪ শকের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল।

সেদিন প্রাতঃকাল হইতে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভু ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার

ভাবাবেশ হইল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ নিত্যানন্দের এইরূপ ভাব-বিহ্বলতা দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কেহই উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিতে দেখিতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, প্রভু অপ্রকট হইলেন। খড়দহ বিষাদ-কালিমায় আবৃত হইল, প্রকৃতি-দেবী শোকচ্ছদ পরিধান করিলেন, ভক্তগণের সুখসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল।

ধর্ম্ম-জগতে ১৪৫৫ শকাব্দায় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, আর ১৪৬৪ শকে এই একটি বিয়োগান্তক দৃশ্যের অভিনয় হইল।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

নিত্যানন্দ-শাখা

নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার বংশের তিনটি শাখা বাহির হয়। রামচন্দ্র, গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। ইহারা শ্রীপাট খড়দহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। অদ্যাপি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ শ্রীপাট খড়দহ, মালদহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনী, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নবদ্বীপ ও মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিতেছেন।

শিষ্য-শাখা

নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত, কৃষ্ণদাস, কংসারি সেন, গৌরীদাস, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ, আত্মারাম দাস, কানুরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, মনোহর দাস ও বলরাম দাসই প্রধান ছিলেন।

গ্রন্থ-সম্বন্ধে অভিমত

মহামান্য হাইকোর্টের জজ্ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম্, এ, ডি, এল্; পি, এইচ্, ডি বলেন —

"নানাকারণে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় পুস্তকখানির কিয়দংশমাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। যে টুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই আপনার চিন্তাশীলতার ও লিপি-চাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ইহা অতি সুললিত ভাষায় লিখিত এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার, হাই-কোর্টের জজ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্, এ, ডি, এল্ বলেন—

"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

সাহিত্য-সম্রাট্ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, বলেন :—

"আপনার 'নিত্যানন্দ-চরিত' ভক্ত বৈষ্ণবের জন্য অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার ভাষা সরল, বিষয়-বিন্যাসের পারিপাট্য প্রীতিকর ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক। যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী, 'নিত্যানন্দ-চরিত' নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের নিত্য সঙ্গী হইবে।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, বলেন—

"আপনার 'নিত্যানন্দ-চরিত' পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনি ভক্তের লেখনী লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনচরিত

লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটা অভাব মোচন করিবে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত এতকাল যে, বাঙ্গালায় বাহির হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; এজন্ত আপনি কৃতজ্ঞতার পাত্র।"

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি বহু পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর বলেন—

"আমাদ্বারা এরূপ গ্রন্থের সমালোচন কেবল পূর্ণ কলসীতে জল ঢালা মাত্র। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'নিত্যানন্দ-চরিত' গ্রন্থখানির নামের অগ্রে 'অমিয়' বিশেষণটি প্রদান করিলে অথবা "শ্রীমন্নিত্যানন্দ লীলামৃত" নাম রাখিলে, বোধ হয়, এই গ্রন্থের অন্তর বাহির সমান হইত। আমার মতে এরূপ গ্রন্থ যোগী ও ভোগী উভয় শ্রেণীর মানবেরই কণ্ঠাভরণ হওয়া উচিত।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত রমণী-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ বলেন—

"নিত্যানন্দ-চরিত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এই জীবন-চরিত খানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন ছাঁচে রচিত হইয়াছে। কি ভাষা, কি ভাব, সর্ব্ব বিষয়েই গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। আশা করি, ইহা সর্ব্বজন-সমাদৃত হইবে।"

হুগলী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর দীনবন্ধু ভৌমিক বি, এ বলেন—

"নিত্যানন্দ-চরিতে গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্যের ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

ভাষা মার্জ্জিত ও সরল। ইহা শুধু জীবন-চরিত নহে; ইহাতে নানাপ্রকার জটিল দার্শনিক—তত্ত্বও নূতন ভাবে নূতন ছাঁচে বিবৃত হইয়াছে। এই পবিত্র জীবনী পাঠ করিলে হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, আত্মোন্নতির ইচ্ছা বলবতী হয়। গ্রন্থকার উক্ত পুস্তক লিখিয়া প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করত সুবর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন; ইহা লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।"

"ঢাকা-প্রকাশ" বলেন—

"গ্রন্থকার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ পুস্তকে গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও প্রকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া সাহিত্যিকগণের মধ্যে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। এই জীবনী প্রণয়নে গ্রন্থকারের পরিশ্রম যে সার্থক হইয়াছে, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে। যে দয়াল নিতাইএর নামে বঙ্গের ঘরে ঘরে আজিও প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, সেই মহিমময় মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিবার জন্ম ভক্তিমান্ ব্যক্তি মাত্রই ব্যগ্র হইবেন, সন্দেহ নাই। যাঁহাদের প্রাণে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা উঠিয়াছে বা উঠিবে, ভরসা করি এই নিত্যানন্দ-চরিত পাঠে তাঁহাদের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে।"

"সঞ্জীবনী" বলেন—

"নিত্যানন্দ-চরিত' আখ্যায়িকার ধরণে সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কালে সুলেখক হইবেন এই পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ প্রীতিকর হইবে। বঙ্গভাষায় নিত্যানন্দের এইরূপ জীবন-চরিত ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।"